জীবন তাঁর মৃত্যু দ্বারা

ডঃ জন ওয়েন ১৬১৬-১৬৮৩

LIFE, BY HIS DEATH !

জীবন তাঁর মৃত্যু দ্বারা

ডঃ জন ওয়েন ১৬১৬-১৬৮৩

LIFE, BY HIS
DEATH !

An easier to read and abridged

বিষয় বস্তু:

ভূমিকা-কেএই বইখানি লিখা হয়েছে........................০৩

সূচনা- এই বইখানি কোন বিষয়ে.............................০৫

প্রথম অংশ- প্রভুর উদ্দেশ্য মসীহকে মৃত্যু বরণ করতে পাঠানোতে। ০৮

দ্বিতীয় অংশ- মসীহের মৃত্যুর আসল উদ্দেশ্য যা তিনি অর্জন করেছেন।...২৪

তৃতীয় অংশ- ষোলটি যুক্তি যা প্রদর্শন করে যে মসীহ সব মানুষের নাজাতের জন্য মৃত্যু বরণ করেন নাই।.............৪৪

চতুর্থ অংশ-সার্বজনীন মুক্তির বিতর্কের বিষয়ে উত্তর।....৬৯

ভূমিকা

কেন এই বই খানি লিখা হয়েছে

আমি এই বইখানি কেন লিখেছি তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। আমি হলাম সর্বশেষ ব্যক্তি যে যুক্তি-তর্ক পছন্দ করি। কিন্তু বাইবেল বলে আমরা যেন অবশ্যই, "বিশ্বাসের জন্য

আন্তরিকভাবে যুদ্ধ করি যা একেবারে ধার্মিকগণকে দেয়া হয়েছে"। সম্প্রতি বৎসর গুলিতে এই বইয়ের বিষয় বস্তু সম্পর্কে আমার নিকট পুণঃ পুণঃ পরামর্শ চাওয়া হয়েছে এবং আমি শুনতে পাই যে দেশের সকল অংশে এই বিষয়গুলো নিয়ে বিতর্ক হচ্ছে। অতএব, আমার মধ্যে বিশ্বাস জন্মাল এমন একটি বই লেখা উচিত। আমি ভাবলাম অন্য কেউ এই কাজটি করুক কিন্তু আমি অনুভব করলাম এই কাজটি আমারই করা উচিত একেবারেই না হওয়ার চেয়ে। আমি দাবী করি না এই রকম এটি বই লেখার জন্য আমিই সব চেয়ে যোগ্য লোক। অন্যেরাও ভাল লিখছে এই বিষয়ে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম তারা

যুক্তি-তর্কের কতিপয় বিষয়ে নিজেদেরকে সীমাবদ্ধ করেছে। এবং আমি মনে করলাম মসীহ তাঁর মৃত্যু দ্বারা কি করেন নাই শুধু এই কথা বলার চেয়ে ভাল হবে তিনি কি করেছেন সম্পুর্ণ ভাবে তা ব্যাখ্যা করলে। এই বিষয়ে বাইবেল ও অন্যান্য বই আমি সাত বছর পড়েছি।

এই জন্য কি আপনাকে অনুরোধ করতে পারি আমার বইটি যত্ন সহকারে পড়ার জন্য? যদি কেহ এই বই এর একটি বিষয় আলোচ্য অংশ থেকে পৃথক করে ভুল প্রমাণ করার ইচ্ছা করে, তাদের জন্য আমার অনুমতি আছে তাদেরকে প্রভুর উদ্দেশ্যে কাল্পনিক বিজয় উপভোগ করার। কিন্তু আমি মনে করি কেউ যদি বইটি যত্ন সহকারে পড়ে তবে ইহা দ্বারা অবশ্যই আশ্বস্ত হবে।

আমি আশা করি এই বইটি তাদেরকে সন্তুষ্টি প্রদান করবে যারা এই সত্যগুলো জানে, তাদের প্রতি শক্তি যারা এই বিষয়ে দূর্বল এবং সর্বোপরি, প্রভুর প্রতি গৌরব এই সত্যগুলো যাঁর যদিও আমি তাঁর সবচেয়ে অযোগ্য গোলাম।

জন ওয়েন

১৬৪৮

সূচনা

এই বইখানি কোন বিষয়ে

বাইবেল বলে মসীহের মৃত্যু ছিল ঋন পরিশোধের মত মানুষকে পাপ থেকে মুক্ত করতে। এই পযন্ত খুবই ভাল , কিন্তু এখন এখানে একটি সমস্যা আছে। মসীহের মৃত্যু কি সব মানুষকে না শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক মানুষকে তাদের পাপ থেকে মুক্ত করেছিল? বিশ্বাসীরা তাদের মতামতে বিভক্ত, কেহ বলে এটা কেহ বলে অন্যটা। সুতরাং বাইবেল কি বলে? ইহাই আমাদের খোঁজে বের করা দরকার।

যদি আমরা বলি মসীহের মৃত্যু প্রত্যেকের জন্য ছিল, তখন আমরা একই সময়ে আবার বলতে পারি না ইহা ছিল শুধু মাত্র তাদের জন্য যাদেরকে প্রভু পছন্দ করেছেন। যদি মসীহ প্রত্যেকের জন্যেই মৃত্যু বরণ করে থাকেন প্রভু বিশেষ কোন মানুষকে পছন্দ করার কোন প্রয়োজন ছিল না, ছিল কি?

পক্ষান্তরে আমরা যদি বলি যে, প্রভু একটি বিশেষ জাতীকে পছন্দ করেছেন বাইবেল এর শিক্ষানুসারে, তবে ইহা অর্থহীন-ই হতো মসীহের প্রত্যেকের জন্য মৃত্যু বরণ করা, হতো না কি?

যদি আমরা বলি মসীহের মৃত্যু ছিল সমস্ত মানব জাতীর জন্য উদ্ধার মূল্য বা দেনা পরিশোধ তখন হয়তো বা

১) সমস্ত মানুষের অবশ্যই ক্ষমতা আছে তাদের জন্য সেই উদ্ধার মূল্য গ্রহণ করার বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা

২) সমস্ত মানুষকে মসীহ কর্তৃক অবশ্যই উদ্ধার করা হয়েছে, তারা তা জানুক বা না জানুক। সবার জন্য মসীহের মৃত্যু শুধুমাত্র তখনই বাস্তবধর্মী হতে পারে, যদি এই উক্তি গুলোর একটিও সত্য হয়ে থাকে। কিন্তু প্রথম প্রস্তাবটি বাইবেল এর শিক্ষাকে অস্বীকার করে, মানুষ শক্তিহীন ভাবে পাপে মৃত এবং তাদের মধ্যে কোন শক্তি নাই মসীহের নিকট আসার। দ্বিতীয় প্রস্তবটি বাইবেল এর শিক্ষাকে অস্বীকার করে, কিছু মানুষ অনন্তকালের জন্য হারিয়ে গেছে।

দৃশ্যত: এখানে মারাত্মক অসুবিধা রয়েছে যদি মসীহের মৃত্যুকে সকল মানুষের জন্য কল্পনা করা হয়। ইহা কেন হয় যখন কিছু কিছু মানুষ বলে যে মসীহের মৃত্যু প্রত্যেকের জন্য?
এখানে পাঁচটি সম্ভাব্য কারণ ধারনা করা হয়:
১) ইহা হয়ত প্রভুকে আরও "আকর্ষণীয়" করে তুলে, যদি তারা বলে মসীহের মৃত্যু প্রত্যেকের জন্য।
২) ইহা হয়ত প্রভুর ভালবাসাকে আরও "মহৎ"করে তুলে, যদি তারা বলে প্রভু সবাইকে সমান ভালবাসেন।
৩) ইহা হয়ত মসীহের মৃত্যুকে আরও "মূল্যবান" করে তুলে, যদি তারা বলতে পারে যে, ইহা ছিল প্রত্যেকের পাপের জন্য মূল্য স্বরূপ।

৪) বাইবেল এই শব্দগুলো "সবাই" ও "পৃথিবী" ব্যবহার করে যার অর্থ মনে হতে পারে যেন, প্রত্যেকে।

৫) কেউ হয়ত শুধু বলতে চায় যে, মসীহ প্রত্যেকের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, যাতে তারা অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যদিও তারা পরিবর্তিত হতে চায় না তাদের অধার্মিক জীবন যাপন থাকে।এই বই-এ
আমরা দেখতে পাব কেন এই পাঁচটি কারণ ভ্রান্ত এবং বাইবেল মূলত: মসীহের মৃত্যুর উদ্দেশ্য সম্পর্কে কি শিক্ষা দেয়।

প্রথম অংশ

অধ্যায়:
১)সমস্যা উপস্থাপন
২) কে, কিভাবে এবং কার জন্য
৩) পিতা মাবুদ, আমাদের নাজাতের উৎস্য
৪) খোদাবন্দ পুত্র, আমাদের নাজাতের শক্তি
৫) প্রভু পবিত্র আত্মা, আমাদের নাজাতের শক্তি
৬) মসীহের কর্ম আমাদের নাজাত অর্জনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে
৭) মসীহের নিজেকে উৎসর্গ করা ও তাঁর প্রার্থনা আমাদের উদ্ধার সম্পাদনের একটি উপায়।
দ্বিতীয় অংশ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে মসীহ তাঁর মৃত্যু দ্বারা প্রকৃতপক্ষে কি অর্জন করেছেন।

এক অধ্যায়

সমস্যা উপস্থাপন মসীহ নিজেই আমাদেরকে বলেছেন কেন তিনি এই পৃথিবীতে এসেছেন।তিনি বলেছেন, মনুষ্যপুত্র পৃথিবীতে এসেছেন যা হারিয়ে গেছে তা অনুসন্ধান করতে ও রক্ষা করতে। অন্য একটি ঘটনায় তিনি বলেছেন, “মনে রাখিও মনুষ্যপুত্র সেবা পাইতে আসেন নাই, বরং সেবা করতে আসিয়াছেন এবং অনেক লোকের মুক্তির মূল্য হিসাবে নিজের প্রাণ দিতে আসিয়াছেন।”

প্রেরিত ও পৌল পরিস্কার ভাবে বর্ণনা করেছেন কেন মসীহ পৃথিবীতে এসেছিলেন, “প্রভু মসীহ যিনি আমাদের পাপের জন্য নিজেকে দিলেন বর্তমান মন্দ যুগ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করতে”(গালা.১:৪), “ ঈসা মসীহ এই পৃথিবীতে এলেন পাপীদেরকে রক্ষা করতে” ।(১তীম.১:১৫)
“ঈসা মসীহ আমাদের জন্য নিজের জীবন দিয়েছিলেন সমস্ত মন্দতা থেকে আমাদেরকে মুক্ত করতে এবং একদল লোককে পবিত্র করতে যারা কেবল তাঁরই এবং যারা ভাল কাজ করতে আগ্রহী (তীত.২:১৪)।

এই সমস্ত উক্তিগুলো থেকে ইহা স্পষ্ট যে মসীহের মৃত্যুর উদ্দেশ্য ছিল:মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করা, এই মন্দ জগত থেকে মানুষকে উদ্ধার করা, মানুষকে পাপ ও পবিত্র করা, মানুষ সৃষ্টি করা যারা ভাল কাজ করবে। বাইবেল এর অন্যান্য অংশ সমূহ

ব্যাখ্যা করে মসীহ প্রকৃত পক্ষে তাঁর মৃত্যুতে কি করেছেন। এখানে পাঁচটি বিষয় আছে আমরা লক্ষ্য করতে পারি।

১। মানুষ ইহার দ্বারা খোদার সাথে আবার মিলিত হল (রোম.৫:১)

২। মানুষকে ক্ষমা করা হয়েছে এবং নির্দোষ বলে ধরা হয়েছে ইহা দ্বারা (রোম.৩:২৪)

৩। মানুষকে ইহা দ্বারা পরিস্কার ও পবিত্র করা হয়েছে (ইব্রা.৯:১৪)

৪। মানুষকে ইহা দ্বারা খোদার পালিত পুত্র-কন্যায় পরিণত করা হয়েছে (গালা.৪:৪,৫)

৫। মানুষ গৌরব ও চিরস্থায়ী জীবন লাভ করে (ইব্রা.৯:১৫)

এই সমস্ত প্রমাণ হতে বাইবেল এর শিক্ষা পরিস্কার: মসীহের মৃত্যুর উদ্দেশ্য ছিল মানুষের জন্য বর্তমান ও আসন্ন গৌরব আনয়ন করা এবং প্রকৃত পক্ষে তা-ই করে। সুতরাং যদি মসীহ সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করে থাকেন, তখন হয়ত বা এখন সমস্ত মানুষ পাপ থেকে মুক্ত, এবং তাদেরকে ক্ষমা করা হয়েছে,

গৌরবান্বিত করা হবে: অথবা মসীহ তাঁর উদ্দেশ্য লাভে ব্যর্থ হয়েছেন।

আমাদের প্রাত্যহিক মানুষের অভিজ্ঞতা হতে আমরা জানি ইহা প্রমাণিত অসত্য। দ্বিতীয় প্রস্তাবটি মসীহ ব্যর্থ হয়েছেন খোদার প্রতি অপমান।

এই দু'টি প্রস্তাবের একটি অথবা অপরটি গ্রহণের সমস্যাকে এড়াতে তারা বলে মসীহ সব মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন কিন্তু ইহা

খোদার ইচ্ছা ছিল না যে সমস্ত মানুষ উপকৃত হোক। তারা বলে উপকার শুধু মাত্র তাদের জন্য যারা মসীহতে বিশ্বাস করতে বিশ্বাস উৎপাদন করে। এই বিশ্বাসের কাজটি অবশ্যই এমন কিছু হবে যা কিছু লোক নিজে নিজেই করে নিজেদেরকে অন্যদের থেকে পৃথক করতে।

যদি বিশ্বাস মসীহের মৃত্যু দ্বারা অর্জিত কিছু হত এবং তিনি যদি সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করতেন, তাহলে সমস্ত মানুষেরই বিশ্বাস থাকত। এই রকম একটি প্রস্তাব আমার কাছে মনে হয় মসীহ প্রকৃত পক্ষে তাঁর মৃত্যু দ্বারা যা অর্জন করেছেন ইহাকে অধিকতর ছোট বানিয়ে ফেলা, তাই আমি ইহার বিরোধিতা করব কারণ বাইবেল যা শিক্ষা দেয় তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কে, কিভাবে, কিসের জন্য এখানে তিনটি শব্দ আছে আমরা অনেক বার ব্যবহার করব এই বইয়ে এবং এটি সাহায্য করবে এখনই তাদেরকে সংক্ষেপে পরিচয় করিয়ে দিলে। যখন কোন কর্ম সংঘটিত হয়, সেখানে এক জন প্রতিনিধি থাকে, (যে ইহা করে) সেখানে মাধ্যম ব্যবহার করা হয়, এবং একটি সমাপ্তি দেখা যায়।

আমরা পছন্দ করি কিভাবে আমরা একটি জিনিস করব ফলাফল (সমাপ্তি) অনুসারে মাধ্যম ব্যবহার করে আমরা কাজ করতে চাই। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে চূড়ান্ত ফলাফল হল মাধ্যমের জন্য কারণ।
এবং যদি আমরা সঠিক মাধ্যম নির্বাচন করে থাকি ফলাফল সুনিশ্চিত। তাই আমরা বলতে পারি মাধ্যম ফলাফলের জন্য দায়ী। স্পষ্টতঃ, যদি কর্তা কোন কিছু করার অভিপ্রায়ে সঠিক মাধ্যম নির্বাচন করে থাকেন ইহা করার জন্য, তখন ইহা সম্পন্ন হতে ব্যর্থ হতে পারে না।

এখন এই মূল নীতিগুলো এই বইয়ে আমাদের আলোচনাতে প্রয়োগ করতে পারি। আমরা সর্ব প্রথম দেখব কে কর্তা এবং কে মনস্থ করেছেন আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য এবং সর্বশেষে আমরা দেখব ব্যবহৃত মাধ্যমের ফলাফল কি ছিল।

বাইবেল অনুসারে যে কর্তা আমাদের নাজাত স্থির করেছেন তিনি হলেন ত্রিত্ব খোদা। বাকী সমস্ত প্রতিনিধি ছিল তাঁর হাতের উপকরণ মাত্র (প্রেরিত ৪:২৮)। প্রধান প্রতিনিধি হলেন পবিত্র ত্রিত্ব-পাক। আসুন আমরা এই বিষয়ে বিস্তারিত অধ্যায়ন করি।

তৃতীয় অধ্যায়

পিতা খোদা, আমাদের নাজাতের কর্তা প্রশ্ন: পিতা মাবুদ কিভাবে আমাদের নাজাতের কর্তা ছিলেন? আমার উত্তর: এখানে দু'টি পন্থা আছে পিতাই পুত্রকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়ে ছিলেন এবং পিতাই মসীহকে আমাদের পাপের জন্য শাস্তি দিলেন। আমরা আরও
বিস্তারিত ভাবে এই দু'টি বিষয় পরীক্ষা করতে পারি।

বাইবেল এর অনেক পদ থেকে ইহা পরিস্কার যে পিতা পুত্রকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। উদাহরণ স্বরূপ, "কিন্তু সময় পূর্ণ হইলে পর খোদা তাঁহার পুত্রকে পাঠাইয়া দিলেন। সেই পুত্র স্ত্রী লোকের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং শরীয়তের অধীন জীবন কাটাইলেন, যেন শরীয়তের অধীনে থাকা
লোকদের তিনি মুক্ত করিতে পারেন, আর যেন খোদার পুত্রের যে অধিকার আছে তাহা আমরা পাই।"(মালা ৪:৪-৫)
এই পুত্রকে প্রেরণ পিতাকে তিনটি বিষয়ে অন্তর্ভূক্ত করেছে

ক) একটি আদি উদ্দেশ্য যা সব সময়ই তাঁর মনে ছিল ।
(১পিতর ১:২০)
খ) ইহা ছিল তাঁর কার্য পুত্রকে সমস্ত ক্ষমতা প্রদান যা দরকার কাজটি করতে এবং যা করতে তাঁকে পাঠানো হয়েছিল।(ইহো৩:৩৪,৩৫)
গ) এবং এখানে তাঁর কার্য ছিল তাঁর পুত্রকে সমস্ত সাহায্যের প্রতিজ্ঞা যা তাঁর কাজে সফলতার জন্য দরকার।
(প্রেরিত ৪:১০,১১)

উদাহরণ স্বরূপ: "ঈসা মসীহের মধ্যে কোন পাপ ছিল না, কিন্তু খোদা আমাদের পাপ তাঁহার উপর তুলিয়া দিয়া তাঁহাকেই পাপের জায়গায় দাঁড় করাইলেন, যেন মসীহের সংগে যুক্ত থাকিবার দরুণ খোদার নির্দোষিতা আমাদের নির্দোষিতা হয়"(২কর:৫:২১)
ইহা বলা যেতে পারে মসীহ আমাদের পারিবর্তে কষ্ট ভোগ ও মৃত্যু বরণ করলেন। যদি তাই হয়, তাহলে ইহা কি একটি অদ্ভুত ধারণা হবে না যে মসীহ তাদের পরিবর্তেও শাস্তি ভোগ করা উচিত যারা তাদের নিজ পাপের জন্য নিজেরাই শাস্তি ভোগ করবে?

আমরা বিষয়টি এভাবে বলতে পারি, মসীহ হয়তোবা শাস্তি ভোগ করেছেন, সমস্ত মানুষের সমস্ত পাপের জন্য অথবা কিছু মানুষের সমস্ত পাপের জন্য, অথবা সমস্ত মানুষের কিছু পাপের জন্য।

যদি শেষ উক্তিটি সত্য হয়, তাহলে সমস্ত মানুষের এখনো কিছু পাপ রয়ে গেছে এবং এই জন্য কাউকে মুক্ত করা যাবে না।

যদি প্রথম উক্তিটি সত্য হয়, তাহলে কেন সমস্ত মনুষ পাপ থেকে মুক্ত নয়? আপনি হয়ত বলবেন, তাদের অবিশ্বাসের জন্য কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করি, অবিশ্বাস কি পাপ নয়? যদি তা না হয়,মানুষকে কেন এর জন্য শাস্তি দেওয়া হয়? যদি ইহা পাপ হয়,তাহলে ইহা ঐ সমস্ত পাপের মধ্যে হবে যার জন্য মসীহ মৃত্যু বরণ করে ছিলেন। উক্তিটি সত্য হতে পারে না।

অতএব, ইহা পরিস্কার যে একটি মাত্র সম্ভাবনা রয়েগেছে তা হল- মসীহ কিছু মানুষের সব পাপ নিজের কাঁধে তুলে নিলেন শুধু মাত্র মনোনীতদেরই ইহা হল এই যে, আমি বাইবেল এর শিক্ষাকে বিশ্বাস করি।

এই বইয়ের চতুর্থ অংশে যে সমস্ত আয়াতে দুনিয়া এবং সবাই শব্দগুলোর ব্যবহার আছে সেইগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

পুত্র প্রভু আমাদের নাজাতের প্রতিনিধি। করণ পুত্র প্রভু ইচ্ছাকৃতভাবে রাজী হয়েছিলেন সম্পাদন করতে যা পিতা পরিকল্পণা করেছিলেন, আমরা বলতে পারি যে তিনিও আমাদের নাজাতের প্রতিনিধি।

ঈসা বলেন, “যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তাঁহার ইচ্ছা পালন করা এবং তাঁহার কাজ শেষ করাই আমার খাবার।”(ইহো৪:৩৪)

তিনটি পন্থায় মসীহ তাঁর প্রতিনিধি হবার ইচ্ছাকে প্রদর্শন করলেন:

১) তিনি তাঁর স্বর্গীয় প্রকৃতির গৌরবকে অস্বীকার করতে সম্মত হয়েছিলেন। “সেই সন্তানেরা মানুষ। সেই জন্য ঈসা নিজেও মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। (ইব্রা.২:১৪)

লক্ষ্যকরুণ এখানে বলা হয়েছে যে তিনি বলেছিলেন, এই জন্য নয় যে সমস্ত মানব জাতি রক্তে মাংসে গঠিত কিন্তু এই কারণে,“যে সমস্ত সন্তানদেরকে খোদা যাদেরকে তাঁর নিকট দিয়েছেন” (ইব্রা.২:১৩) তাঁর সম্মতি এই সমস্ত সন্তানদের সাথে সংযুক্ত সমস্ত মানব জাতির সাথে নয়।

২) তিনি নিজেকে কুরবানীরূপে দিতে রাজি ছিলেন। ইহা সত্য যে তিনি অনেক জিনিষ সহ্য করেছেন নিঃশব্দে। তবু ইহাও সত্য যে তিনি নিজেকে সক্রিয় ও ইচ্ছাকৃতভাবে ঐসমস্ত শাস্তির নিকট

সমর্পন করেছিলেন। এই রকম ইচ্ছাকৃত সম্মতি ছাড়া শাস্তি ভোগের কোন মূল্য থাকত না। তাই তিনি সত্যিকরে বলতে পেরেছিলেন, “পিতা আমাকে ভালবাসেন, কারণ আমি আমার প্রাণ দিব.........কেহ তা আমার নিকট হতে ছিনিয়ে নেয় না কিন্তু আমি তা আমার নিজের ইচ্ছায় সমর্পণ করি।”(ইহো.১০:১৭-১৮)

তাঁর সন্তানদের জন্য তাঁর বর্তমান মোনাজাত প্রদর্শন করে যে তাদের মোনাজাতের প্রতিনিধি হওয়াতে তাঁর ইচ্ছা ছিল। মসীহ এখন বেহেস্তের পবিত্র স্থানে প্রবেশ করেছেন। (ইব্রা.৯:১১.১২) তাঁর কাজ হলো মধ্যস্থতা করা ।লক্ষ্য করুণ তিনি দুনিয়ার জন্য মোনাজাত করেন না, কিন্তু তাদের জন্য করেন যাদের জন্য তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন।(রোম.৮:৩৪)

তিনি বলেন যাদেরকে তাঁর নিকট দেয়া হয়েছে তারা সেখানে আসবে যেখানে তিনি আছেন, তাঁর গৌরব দেখার জন্য।(ইহো.১৭:২৪) তাই ইহা নিশ্চিত যে তিনি সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করতে পারেন না। বইবেল তিনটি জিনিষের কথা বলে যেখানে পবিত্র আত্মা আমাদের মুক্তির জন্য পিতা ও পুত্রের সাথে কাজ করেন এবং এই সমস্ত কাজ-কর্ম প্রদর্শণ করে যে তিনিও আমাদের নাজাতের প্রতিনিধি।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রভু পবিত্র আত্মা, আমাদের নাজাতের প্রতিনিধি।
১। যে মানব দেহটি পুত্র গ্রহণ করে ছিল, তাঁর মানুষ হবার সময় তা পবিত্র আত্মার মাধ্যমে মরিয়মের গর্ভে সৃষ্টি হয়েছিল।
"পাকরূহের শক্তিতে মরিয়মের গর্ভ হয়েছিল।"(মথি. ১:১৮)

২। বাইবেল বলে যে যখন পুত্র নিজেকে কুরবানী হিসাবে উৎসর্গ করল তখন তিনি করে ছিলেন পবিত্র আত্মার মাধ্যমে।" যিনি অনন্ত পাক রূহের মধ্য দিয়ে খোদার নিকট নিজেকে নিখুঁত কোরবানী হিসাবে দান করলেন।"

(ইব্রা. ৯:১৪)

ইহা হতে এটি পরিষ্কার যে পবিত্র আত্মা কিছু পন্থায় মাধ্যম ছিলেন যিনি ঐ কোরবানী উৎসর্গকে সম্ভব করেছিলেন।
৩। বাইবেলের কিছু স্পষ্ট উক্তি প্রদর্শন করে যে মসীহকে মৃত্যু থেকে জাগিয়ে তোলার কাজটি ছিল পবিত্র আত্মার কাজ। দেহে তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছিল কিন্তু রূহ দ্বারা জীবিত করা হল।(১পিতর.৩:১৮)
ইহা স্পষ্ট যে আত্মা গুরূত্বপূর্ণ কাজ করে ছিল, পিতা ও পুত্রের সাথে তাঁদের উদ্দেশ্যে যোগদান করে যা ছিল আমাদেরকে উদ্ধার করা।
আমরা দেখেছি যে, ত্রিত্ব-পাকের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমাদের নাজাতের প্রতিনিধি বলা যেতে পারে। ইহা স্মরণ রাখা দরকার

যে, যদিও আমাদের অধ্যয়নের স্বার্থে আমরা প্রতিটি স্বর্গীয় সত্ত্বার কাজকে আলাদা করছি কিন্তু মূলতঃ আমাদের নাজাতের প্রতিনিধি তিন জন নয়, কিন্তু এক জন কারণ খোদা একজন। অতএব, আমরা বলতে পারি যে পুরো ত্রিত্ব-পাকই আমাদের উদ্ধারের প্রতিনিধি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আমাদের নাজাত অর্জনে মসীহের কাজের মাধ্যম ব্যবহৃত হয়েছে।
আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখেছি, প্রতিনিধি যিনি কোন কাজ করেন তিনি নির্দিষ্ট মাধ্যম ব্যবহার করেন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে যা তার মনে আছে এবং আমাদের নাজাতের প্রকৃত কাজে, দু'টি কর্ম আছে যা মসীহ করেছেন। (আমি এখানে অনন্ত পরিকল্পনার কথা চিন্তা করতেছিনা আমাদের নাজাতকে সম্ভব করার জন্য কিন্তু যা শুধুমাত্র ঐতিহাসিক সময়ে সংগটিত হয়ে ছিল তা) মসীহের দু'টি ঐতিহাসিক কাজ হল ঃ
১। অতীতে তাঁর নিজেকে কোরবানীরূপে এবং
২। বর্তমানে আমাদের জন্য তাঁর মধ্যস্থতা, মসীহের নিজেকে উৎসর্গের মাঝে আমি তাঁর শাস্তি ভোগ করার ইচ্ছাকে অন্তর্ভুক্ত করি সমস্ত কিছুতে যা তাঁর মরতে আসাতে নিহীত ছিল। তাঁর গৌরবে নিজেকে নিঃশেষ করা, একজন নারীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ তাঁর নম্রতার কাজ এবং তার সমস্ত জীবনে পিতার ইচ্ছার প্রতি

বাধ্যতা এবং সর্বশেষে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ক্রোশের উপর। এবং আমাদের জন্য মসীহের মধ্যস্থতায় আমি তাঁর পুনরুস্থান ও স্বর্গারোহণকেও অন্তর্ভুক্ত করি কারণ এগুলো হল তাঁর মধ্যস্থতার ভিত্তি এগুলো ছাড়া কোন মধ্যস্থতা সম্ভব হবে না।

আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত দেখব কিন্তু এখন আমি কিছু মন্তব্য করতে চাই। উভয় কর্মের উদ্দেশ্য একই কোরবানী ও মধ্যস্থতার উদ্দেশ্য হলো যাতে, "অনেক সন্তানকে মহিমার ভাগী করা যায়" (ইব্রা.২:১০)। যে উপকারিতা উভয় কর্ম দ্বারা প্রত্যাশিত তা একই লোকের জন্য, তিনি তাদের জন্যই মোনাজাত করেন যাদের জন্য তিনি মারা গেছেন ।(ইহো.১৭:৯) আমরা জানি যে এই মোনাজাত সফল হবে। "আমি জানি যে তুমি সর্বদাই আমার মোনাজাত শ্রবণ কর," (ইহো.১১:৪১) তিনি একদা বলেছিলেন, তাহলে ইহা বলা যায় যে যাদের জন্য তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন তারা সবাই অবশ্যই ঐ মৃত্যু দ্বারা অর্জিত সমস্ত ভাল জিনিস গ্রহণ করবে। মসীহ সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন ইহা পরিস্কারভাবে এই শিক্ষাকে বিনষ্ট করে দেয়।

সপ্তম অধ্যায়

মসীহের নিজেকে কোরবানী এবং মধ্যস্থতা আমাদের উদ্ধার সম্পাদনের জন্য একটি উপায়। মসীহ যাদের পাপ বহন করেছিলেন তিনি তাদের জন্য মধ্যস্থতা করেন (যিশা. ৫৩:১২)। লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ কিভাবে কিতাবে মসীহের নিজেকে উৎসর্গ করা ও তাঁর মধ্যস্থতা একত্রে সংযুক্ত।

উদাহরণ স্বরূপ ঃ

মসীহ তাদেরকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন যাদের পাপ তিনি বহন করেছিলেন(যিশা.৫৩:১১)। মসীহ মৃত্যু থেকে জীবিত হলেন তাদেরকে নির্দোষ করার জন্য যাদের জন্য তিনি মৃত্যু বরণ করেছিলেন (রোম.৪:২৪)। মসীহ খোদার মনোনীতদের জন্য মৃত্যু বরণ করলেন এবং এখন তাদের জন্য প্রার্থনা করছেন (রোম.৮:৩৩,৩৪)। এই হতে ইহা পরিস্কার যে মসীহ সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করেন নাই, যদি করতেন তাহলে সমস্ত মানুষই নির্দোষ হত, তারা যে হয়নি তা স্পষ্ট। কোরবানী দেয়া ও মোনাজাত করা উভয় হল ইমামের করণীয় দায়িত্ব। যদি সে যে কোন একটিতে ব্যর্থ হয় সে তার লোকদের জন্য এক জন বিশ্বস্ত ইমাম হতে ব্যর্থ হন।

মসীহকে আমাদের জন্য কোরবানী ও মোনাজাতকারী উভয়ই বলা হয়। (১ইহো. ২:১-২) তিনি আমাদের জন্য তাঁর রক্ত উৎসর্গ করেছেন এবং মধ্যস্থতা করছেন (ইব্রা.৯:১১-১২, ৭:২৫)।

কারণ তিনি হলেন এক জন বিশস্ত ইমাম, এই জন্য তিনি অবশ্যই উভয় দায়িত্ব নিখুঁতভাবে পালন করবেন। যেহেতু সব সময়ই তাঁর মোনাজাত খোদা শ্রবণ করে থাকেন, তাই তিনি

সমস্ত মানুষের জন্য মধ্যস্থতা করতে পারেন না কারণ সমস্ত মানুষ নাজাত পায়নি। ইহা হতে এটি অবশ্যই প্রমাণিত যে তিনি সমস্ত মানুষের জন্য মরতেও পারেন না।
আমাদের আরো স্মরণ রাখা উচিত মসীহ এখন কিভাবে আমাদের জন্য মধ্যস্থতা করছেন। কিতাব বলে তিনি তা করছেন তাঁর রক্ত বেহেস্তে উপস্থাপনের মাধ্যমে। (ইব্রা.৯:১১,১২,২৪)

অন্যভাবে বলা যায়, তিনি মধ্যস্থতা করেন তাঁর শাস্তি ভোগ পিতার নিকট উপস্থাপনের মাধ্যমে। শাস্তি ভোগ এবং মধ্যস্থতা এই দু'টি কাজ এই জন্য অবশ্যই একই লোকের সাথে সম্পর্কযুক্ত, অন্যথায় একটি ব্যতীত অন্যটির ব্যবহার অর্থহীন হবে। মসীহ নিজেই তাঁর মধ্যস্থতা ও তাঁর মৃত্যুকে একত্রে সংযুক্ত করেন আমাদের নাজাতের
একটি উপায় হিসাবে ইউহোন্না ১৭অধ্যায়ে তাঁর মোনাজাতে। তাঁর মোনাজাতে নিজেকে মৃত্যুতে দেয়ার কথা উল্লেখ করেন এবং তাঁর মোনাজাত ছিল তাদের জন্য যাদেরকে পিতা তাঁর নিজের বলে তাঁকে দিয়েছেন।
আমরা যেন এই দু'টি কাজকে পৃথক না করি, যদি মসীহ নিজে তাদেরকে একত্রিত করেণ। যে কোনভাবে একটি অন্যটি ছাড়া

অর্থহীন হবে, যেহেতু পৌল যুক্তি প্রদর্শন করেন যদি মসীহকেই জীবিত করা হয়ে থাকে, এবং এই জন্য এখন মধ্যস্থতা না করেন। তবে তোমাদের ইমান আনা মিথ্যা আর এখনও তোমরা পাপের মধ্যেই পড়ে আছ। (১কর:১৫:১৭)

সুতরাং আমাদের জন্য নাজাতের কোন নিশ্চয়তা নেই যদি আমরা মসীহের মৃত্যুকে তাঁর মধ্যস্থতা থেকে পৃথক করি। কি লাভ হবে যদি বলা হয় মসীহ আমার জন্য অতীতে মৃত্যু বরণ করেছেন, আর এখন যদি তিনি আমার জন্য মধ্যস্থতা না করেন?

আমি এখনও শাস্তি পেতে পারি যদি মসীহ আমার জন্য মধ্যস্থতা না করেন। যদি তিনি শুধু মাত্র এখন আমাদেরকে নির্দোষ প্রমাণ করেন, তাহলে কি আমরা আমাদের পাপের শাস্তি থেকে মুক্ত? ইহা স্পষ্ট যে তাঁর মধ্যস্থতা অবশ্যই একই লোকদের জন্য হতে হবে যাদের জন্য তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন এবং এই জন্য তিনি সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করতে পারেন না।

দ্বিতীয় অংশ

মসীহের মৃত্যুর প্রকৃত উদ্দেশ্য, তিনি কি অর্জন করেছেন।

অধ্যায়

১। কিছু সংজ্ঞা

২। কাদের মঙ্গলের জন্য মসীহের মৃত্যু হয়েছিল?

৩। মসীহের মৃত্যুর উদ্দেশ্য কি ছিল?

৪। মসীহের মৃত্যু কি নাজাতকে সম্ভাবনাময় না নিশ্চিত করেছে?

৫। কারণ মসীহ যাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন তারা সবাই প্রকৃতপক্ষে কেন অবশ্যই নাজাত পাবে ।

প্রথম অধ্যায়

কিছু সংজ্ঞা ঃ-

প্রথম অংশে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, যে উপায়ে একটি জিনিস করা হয় তা নিয়ন্ত্রণ করে ফলাফল কি হবে। আপনি যে ফলাফল চান তা প্রকৃতপক্ষে ঘটার জন্য আপনাকে উপযুক্ত মাধ্যম অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে, একটি জিনিস সঠিক উপায়ে করা নিশ্চিত করে ইহার উদ্দেশ্য অর্জন। কিতাব স্পষ্ট বলে যে খোদা (পিতা,পুত্র, পবিত্র আত্মা) মনস্থ করলেন নর ও নারীকে উদ্ধার করার জন্য। মসীহের কাজকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা করার জন্য ।

যেহেতু খোদা সব সময় কাজ সঠিক উপায়ে করেন, আমরা অবশ্যই বলতে পারি যে যারা সবাই প্রকৃত পক্ষে উদ্ধার পেয়েছে তাদের সবাইকে তিনি উদ্ধার করতে মনস্থ করেছিলেন। অন্যথায় খোদা ব্যর্থ হয়েছেন তাঁর উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে। এখন বলা যেতে পারে যে মসীহের মৃত্যুতে দু'টি উদ্দেশ্য ছিল একটি প্রথম অপরটি দ্বিতীয়, মসীহের মৃত্যুর প্রথম উদ্দেশ্য ছিল খোদার গৌরব করা। খোদা যা কিছু করেন সব কিছুতে প্রথমতঃ তিনি স্থির করেন তাঁর আপণ গৌরবের বহিঃ প্রকাশ সমস্ত জিনিস বিরাজ করে প্রথমতঃ অনন্ত কাল ধরে খোদার গৌরব আনয়ন করার জন্য (ইফি. ১ঃ১২,ফিলি. ২ঃ১১,রোম. ১১ঃ৩৬)।

কিন্তু মসীহের মৃত্যুর আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল, তা হল নর ও নারীকে তাদের পাপ থেকে রক্ষা করা এবং তাদেরকে খোদার নিকট আনয়ন। অতএব, এখন আমি আপনাদেরকে প্রদর্শন করতে চাই যে, মসীহের মৃত্যু তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু ক্রয় করেছে যাদের জন্য তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন যাতে তারা ব্যর্থহীনভাবে এই রকম একটি নাজাত উপভোগ করতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মসীহের মৃত্যু কার মঙ্গলের জন্য হয়েছিল? আমাদের সম্পূর্ণ পরিস্কার হওয়া দরকার কে প্রকৃতপক্ষে মসীহের মৃত্যু দ্বারা উপকৃত হয়।

এখানে তিনটি সম্ভাবনা রয়েছে ঃ

ক। ইহাতে পিতা মাবুদ উপকৃত হতে পারেন অথবা

খ। ইহাতে তিনি নিজে উপকৃত হতে পারেন অথবা

গ। ইহাতে আমরা উপকৃত হতে পারি। মনে রাখবেন আমি এখানে মসীহের মৃত্যুর দ্বিতীয় উদ্দেশ্যের কথা বলছি, এবং এই অর্থে আমরা প্রদর্শন করতে পারি যে পিতা মাবুদের উপকার করা মসীহের মৃত্যুর উদ্দেশ্য ছিল না।

মাঝে মাঝে যুক্তি দেখানো হয় যে মসীহ মৃত্যু বরণ করেছেন যাতে খোদার পক্ষে পাপীদেরকে ক্ষমা করা সম্ভব হয়, যেন অন্যথায় খোদা আমাদেরকে ক্ষমা করতে অক্ষম ।

ইহা এই প্রস্তাব করে যে মসীহের মৃত্যুর গৌণ্য উদ্দেশ্য ছিল পিতার উপকার করা।

এই সমস্ত ধারণা মিথ্যা ও মূর্খতা ঃ নিম্নলিখিত কারণে

১। ইহার অর্থ এই যে মসীহ আমাদেরকে আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করতে মৃত্যু বরণ করার চেয়ে বরং মৃত্যু বরণ করেছেন পিতা মাবুদকে মুক্ত করতে তা হতে যা তাঁকে থামিয়ে দিয়েছিল তিনি যা করতে চেয়েছিলেন, তা হল পাপীদের ক্ষমা করা কিন্তু কিতাব সর্বত্র পরিস্কারভাবে বলে যে মসীহ মৃত্যু বরণ করেছেন আমাদেরকে পাপ থেকে মুক্ত করতে।

২। এর অর্থ কেহই প্রকৃতপক্ষে পাপ থেকে রক্ষা পেতে পারে না। যদি মসীহ শুধুমাত্র পিতার স্বাধীনতা অর্জন করে থাকেন পাপীদের ক্ষমা করার জন্য, তখন পিতা হয়ত স্বাধীনতা ব্যবহার করতে পারেন, নাও করতে পারেন ! সুতরাং মসীহের মৃত্যু এরপরও আমাদের জন্য প্রকৃত পক্ষে নাজাত অর্জন নাও করতে পারে। কিন্তু কিতাব পরিস্কারভাবে বলে যে মসীহ এসেছেন যারা হারিয়ে গেছে তাদেরকে রক্ষা করতে।

পরবর্তীতে আমরা নিশ্চিত ভাবে দেখতে পারব যে মসীহের মৃত্যু তাঁর নিজের লাভের উদ্দেশ্যে হয়নি।

১। যেহেতু মসীহ হলেন প্রভু তাই ইতিমধ্যে তাঁর সমস্ত গৌরব ও ক্ষমতা আছে যা তাঁর থাকতে পারত। এই জন্য, তাঁর পৃথিবীর জীবন শেষে, তিনি অন্য কোন গৌরবের জন্য প্রার্থনা করেন না, তা ছাড়া যা তাঁর পূর্বে ছিল, (ইহো১৭ঃ৫)।

তাঁর মৃত্যু বরণ করার কোন দরকার ছিল না তাঁর নিজের জন্য নতুন কোন উপকার লাভ করতে।

২। কোন কোন সময় ইহা বলা হয়ে থাকে যে মসীহ তাঁর মৃত্যু দ্বারা সবার বিচারক হবার অধিকার অর্জন করেছেন। কিন্তু যদি তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশ্য থাকত কিছু লোককে শাস্তি দেবার ক্ষমতা অর্জন করা,তাহলে তিনি তাদেরকে রক্ষা করার জন্য মৃত্যু বরণ করতে পারেন না।

সুতরাং যদিও আমরা এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করি,তথাপি আমরা তা ব্যবহার করতে পারি না এই কথা প্রমাণ করতে যে মসীহ সকল মানুষকে রক্ষা করতে মৃত্যু বরণ করেছেন।

অতএব, উপসংহার আমরা বলতে পারি যে, অবশ্যই মসীহের মৃত্যুর উদ্দেশ্য ছিল আমাদের উপকার করা, ইহা এই জন্য নয় যে পিতা হয়ত আমাদেরকে রক্ষা করতে পারেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন চুক্তি- প্রতিজ্ঞা।

ইহা মসীহের নিজের জন্য নতুন কিছু সুবিধা অর্জনের জন্য ছিল না। ইহা অবশ্যই এই জন্য যে মসীহের মৃত্যু হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে সমস্ত ভাল জিনিস অর্জন করতে যা তাঁর পিতা চুক্তিতে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তাদের সবার উপকার করতে যাদের জন্য তিনি মৃত্যু বরণ করেছিলেন। সুতরাং তিনি তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। যারা ঐ সমস্ত উপকারীতা সকল গ্রহণ

করে। এবং পরীক্ষা করতে হবে ঐ সমস্ত ভাল জিনিস সম্পর্কে কিতাব কি বলে। আমরা এখন তা দেখব না।

তৃতীয় অধ্যায়

মসীহের মৃত্যুর উদ্দেশ্য কি ছিল? আমরা ইতিমধ্যে সংক্ষিপ্তভাবে বলেছি মসীহ কেন মৃত্যু বরণ করেছেন এই সম্পর্কে কিতাব কি শিক্ষা দেয়।(প্রথমঅংশ, প্রথম অধ্যায়)আমরা এখন সমস্ত বিষয়টি সাধারণভাবে পরীক্ষা করে দেখেছি। আমরা অবশ্যই আরো বিস্তারিতভাবে ঐ সমস্ত আয়াতগুলো পরীক্ষা করব যা বর্ণনা করে মসীহের মৃত্যু দ্বারা কি অর্জনের কথা ছিল।

আমি তা করব বাইবেল এর তিন ধরনের আয়াত পরীক্ষা করে। প্রথমতঃ কিতাবের ঐ সমস্ত আয়াতগুলো যা প্রদর্শন করে মসীহের মৃত্যু দ্বারা খোদার কি করার অভিপ্রায় ছিল।

আমি আটটি আয়াত পছন্দ করেছি আমাদের বিবেচনার জন্য যদিও আরও অনেক বেশি ব্যবহার করা যেতে পারত।

১। লুক১৯ঃ১০“ যাহারা হারাইয়া গিয়াছে তাহাদের খোঁজ ও পাপ হইতে উদ্ধার করিতেই মনুষ্যপুত্র আসিয়াছেন।”

২। মথি ১ঃ২১“ তুমি তাঁহার নাম রাখিবে ঈসা কারণ তিনি তাহার লোকদের তাহাদের পাপ হইতে উদ্ধার করিবেন” সুতরাং প্রকৃতপক্ষে পাপীদেরকে রক্ষা করার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা মসীহ কর্তৃক সম্পাদিত হবার কথা।

৩। ১তীম ১ঃ১৫"ঈসা মসীহ পৃথিবীতে এসেছেন পাপীদেরকে উদ্ধার করতে।" ইহা আমাদেরকে অনুমান করতে অনুমোদন করে না যে মসীহ এসেছেন পাপীদের জন্য নাজাতকে কেবল সম্ভব করার জন্য। ইহা জোর দিয়ে বলে যে তিনি এসেছেন প্রকৃতপক্ষে আমাদেরকে রক্ষা করতে।

৪। ইব্রাণী ২ঃ১৪,১৫ "যহাতে মৃত্যুর ক্ষমতা যাহার হাতে আছে সেই শয়তানকে তিনি নিজের মৃত্যুর মধ্য দিয়া শক্তিহীন করেন, আর মৃত্যুর ভয়ে যাহারা সারা জীবন গোলামের মত কাটাইয়াছে তাহাদের মুক্ত করেণ।" ইহা হতে আর কি অধিকতর স্পষ্ট হতে পারে? মসীহ এসেছেন প্রকৃত পক্ষে পাপীদেরকে মুক্ত করতে।

৫। ইফি ৫ঃ২৫ "তিনি নিজেকে মন্ডলীর জন্য দান করেছিলেন যেন তিনি তাকে পবিত্র করতে পারেন, যেন তিনি মন্ডলীকে মহিমাপূর্ণ অবস্থায় উপস্থাপন করতে পারেন।"

আমি মনে করি না ইহা আরও পরিস্কার করে বলা সম্ভব তার চেয়ে যা পবিত্র আত্মা এই অনুচ্ছেদে বলেছেন, মসীহ মৃত্যু বরণ করেছেন মন্ডলীকে বিশুদ্ধ,পবিত্র ও গৌরবান্বিত করার জন্য।

৬। ইহো ১৭ঃ১৯" তাহাদের জন্য তোমার উদ্দেশ্যে আমি নিজেকে আলাদা করিতেছি, যেন সত্য দ্বারা তাহাদেরকে পাক-পবিত্র করা হয়।"

নিশ্চিত ভাবে আমরা অবশ্যই শোনব মসীহের নিজের ঘোষনা তাঁর মৃত্যুর উদ্দেশ্য সম্পর্কে। তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন যেন কিছু লোক (সমস্ত দুনিয়ার জন্য নয় কারণ তিনি তাদের জন্য

প্রার্থনা করেন নাই আয়াত ৯) সত্যিই পবিত্র হয় অথবা বিশুদ্ধ করা হয়।

৭। গালা ১ঃ৪ "মসীহ আমাদের পাপের জন্য নিজের জীবন দিয়েছেন, যেন তিনি এখানকার এই খারাপ দুনিয়ার হাত হইতে আমাদের রক্ষা করতে পারে।"

এখানে আবারও ইহা মসীহের মৃত্যুর উদ্দেশ্য বিবৃতি করে যে তা ছিল প্রকৃত পক্ষে আমাদেরকে উদ্ধার করার জন্য।

৮। ২কর. ৫ঃ২১ "ঈসা মসীহের মধ্যে কোন পাপ ছিল না, কিন্তু খোদা আমাদের পাপ তাঁহার উপর তুলিয়া দিয়া তাঁহাকেই পাপের জায়গায় দাঁড় করালেন, যেন মসীহের সংগে যুক্ত থাকিবার দরুণ খোদার নির্দোষিতা আমাদের নির্দোষিতা হয়।"সুতরাং আমরা জানতে পারলাম মসীহ এসেছিলেন যাতে পাপীরা নিঃস্পাপ হতে পারে।

এই সমস্ত আয়াত হতে ইহা পরিস্কার যে মসীহের মৃত্যুর উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে রক্ষা করা, উদ্ধার করা পবিত্র করা এবং নির্দোষ করা যাদের জন্য তিনি মৃত্যু বরণ করেছিলেন।

আমি জিজ্ঞেস করি, তাহলে কি সমস্ত মানুষ নাজাত বা উদ্ধার পেয়েছে, পবিত্র এবং নির্দোষ করা হয়েছে? অথবা মসীহ ব্যার্থ হয়েছেন তাঁর উদ্দেশ্য সফল করতে? তাহলে আপনি নিজে-ই বিচার করুণ, মসীহ কি সবার জন্য মারা গেছেন, না শুধুমাত্র তাদের জন্য যারা প্রকৃতপক্ষে নাজাত পেয়েছে এবং নির্দোষ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত: এখানে কিতাবের ঐ সমস্ত আয়াতগুলো আছে যে গুলো শুধুমাত্র মসীহের মৃত্যুর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলে না, বরং ইহা দ্বারা কি অর্জিত হয়েছে সেই সম্পর্কেও বলে।

এখানে আমি ছয়টি অনুচ্ছেদ নির্বাচন করেছি।

১। (ইব্রা.৯ঃ১২,১৪) "তিনি নিজের রক্তের মধ্য দিয়া একবারই সেখানে ঢুকিয়াছেন এবং চিরকালের জন্য পাপ হইতে মুক্তির উপায় করিয়াছেন............এবং.................ঈসার রক্ত আমাদের বিবেককে নিস্ফল কাজ-কর্ম হইতে আরও কত না বেশি করিয়া পাক-পবিত্র করিবে।"

এখানে মসীহের মৃত্যুর দু'টি উপস্থিত ফলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে চিরস্থায়ী মুক্তি, পরিস্কার বিবেক।যার এগুলো আছে তার জন্য-ই মসীহ মৃত্যু বরণ করেছেন।

২।(ইব্রা ১ঃ১৩) " পাপ দুর করিবার পরে পুত্র বেহেস্তে খোদা তা'লার ডানপাশে বসিলেন।"

সুতরাং এখানে তাদের জন্য একটি আত্মীক পরিচ্ছন্নতা অর্জিত হয়েছে যাদের জন্য মসীহ মৃত্যু বরণ করেছেন

৩।(১ পি. ২ঃ২৪) "তিনি ক্রুশের উপর নিজের দেহে আমাদের পাপের বোঝা বহন করিলেন।"

এখানে একটি উক্তি আছে মসীহ কি করেছেন ক্রুশে তিনি আমাদের পাপ বহন করেছেন।

৪। (কল.১ঃ২১,২২) "কিন্তু মসীহের মৃত্যুর মধ্য দিয়া তাঁহার দেহ দ্বারা খোদা নিজের সংগে এখন তোমাদের মিলিত করিয়াছেন এই জন্য একটি শান্তিজনক অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পিতা খোদা ও তাদের মধ্যে যাদের জন্য মসীহ মৃত্যু বরণ করেছেন।

৫।(প্রকা. ৫ঃ৯,১০) " কারণ তোমাকে মারিয়া ফেলা হইয়াছিল। তুমিই তোমার রক্ত দিয়া প্রত্যেক বংশ, ভাষা, দেশ ও জাতির মধ্য হইতে খোদার জন্য লোকদের কিনিয়াছ। তুমি তাহাদের লইয়া একটা রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছ এবং আমাদের খোদার সেবা করিবার জন্য ইমাম করিয়াছ।" ইহা সকল মানুষের ক্ষেত্রে সত্য নয়, কিন্তু ইহা বর্ণনা করে যে মসীহ যাতের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন তাদের জন্য ইহা সত্য।

৬। (ইহো. ১০ঃ২৮) " আমি তাদের অনন্ত জীবন দেই.........।" মসীহ নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন যে অনন্ত জীবন দেওয়া হয় তাঁর মেষদেরকে, যে আত্মীক জীবন বিশ্বাসীরা উপভোগ করে তাদের জন্য অর্জিত হয়েছে মসীহের মৃত্যু দ্বারা।

এই ছয়টি আয়াত হতে (এবং আরো ব্যবহার করা যেত) আমরা নিম্নরূপ বলতে পারি ঃ যদি সত্যিই মসীহের মৃত্যু মুক্তি, পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধতা, পাপ বহন, শত্রতা দূর, অনন্ত জীবন এবং একটি রাজ্যে নাগরিকত্ব অর্জন করে থাকে, তাহলে তিনি অবশ্যই তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন যারা এগুলো পায়। সমস্ত মানুষেরই এগুলো আছে তা সত্য নয়, যেহেতু ইহা খুব পরিস্কার। সমস্ত মানুষের নাজাত এই জন্য মসীহের মৃত্যুর উদ্দেশ্য হতে পারে না।

তাদেরকে প্রায়-ই “অনেক” হিসেবে বর্ণনা করা হয় (যিশা.৫৩:১১, মার্ক. ১০:৪৫, ইব্রা. ২:১০)
কিন্তু এই অনেকে অন্যান্য জায়গায় বর্ণিত হয়েছে এইরূপেঃ

মসীহের মেষ	ইহো. ১০:১৫
খোদার সন্তান	ইহো. ১১:৫২
যে সন্তানদেরকে খোদা তাঁকে দিয়েছেন	ইহো. ১৭:১১, ইব্রা. ২:১৩
তাঁর মনোনীত	রোম. ৮:৩৩
যে লোকদের তিনি পূর্বেই জানতেন	রোম. ১১:২
তাঁর মন্ডলী	প্রেরিত ২০:২৮
তাদের যাদের পাপ তিনি তুলে নিয়েছেন	ইব্রা. ৯:২৮

নিশ্চয়ই এইরূপ বর্ণনা সমস্ত মানুষের জন্য সত্য নয়। অতএব, আপনি এখন মসীহের মৃত্যুর উদ্দেশ্য দেখতে পাচ্ছেন যেভাবে ইহা কিতাবে বর্ণিত আছে, প্রতেক মানুষের নাজাত ইহার লক্ষ্য হতে পারে না।

চতুর্থ অধ্যায়

মসীহের মৃত্যু কি নাজাতকে সম্ভাবনাময় না নিশ্চিত করে? কেউ কেউ যুক্তি দেখায় যে মসীহের মৃত্যু সকল মানুষের জন্য পর্যাপ্ত মুক্তি অর্জন করেছে, যদি শুধুমাত্র তারা বিশ্বাস করে। যাহোক তা কেবলমাত্র অল্প সংখ্যককে দেয়া হয়েছে, কারণ শুধুমাত্র অল্পসংখ্যক বিশ্বাস করে। তারা বলে মসীহ যে নাজাত অজন করেছেন তা প্রত্যেক মানুষের জন্য যথেষ্ট, কিন্তু যা শুধুমাত্র অল্প সংখ্যককে রক্ষা করে।

নিশ্চয় একটি দাসের মুক্তির জন্য পরিশোধ করা একটি দাসকে স্বাধীন করে দেওয়ার সমতুল্য নয় নাজাত অর্জন করা আর নাজাত দেয়া একই ভাবে এক জিনিস নয়।

কিন্তু এখানে কতিপয় বিষয় আছে যা অবশ্যই এখন বুঝতে হবে,

১। মসীহ আমাদের জন্য নাজাত অর্জন করেছেন এবং তা আমাদেরকে দিয়েছেন, হতে পারে দু'টি কাজ , কিন্তু এর জন্য যুক্তি দেখানো যাবে না যে অবশ্যই এই কাজ দু'টি সম্পর্ক যুক্ত ছিল না।দু'টি ভিন্ন দলের লোকের সাথে মসীহের মৃত্যুতে তাঁর দু'টি উদ্দেশ্য ছিল না।

২। খোদার ইচ্ছা যে মসীহ পাপীদের জন্য নাজাত অর্জন করবে পাপীরা বিশ্বাস করতে হবে ইহা এই শর্তের উপর নির্ভর করে না। খোদার শর্তশূন্য উদ্দেশ্য ছিল যে নাজাত অবশ্যই অর্জিত ও প্রদত্ত হবে।

৩। আমাদের বিশ্বাসের শর্তে আমাদের নাজাত প্রাপ্তি। কিনতু সেই বিশ্বাস ও আমাদেরকে দেয়া হয় মাবুদ কর্তৃক শর্তবিহীন যেহেতু আমি আশা করি পরবর্তীতে তা আপনাদেরকে দেখানোর।

৪। যাদের জন্য মসীহ তাঁর মৃত্যু দ্বারা সুবিধা সমূহ অর্জন করেছেন তারা অবশ্যই প্রকৃত পক্ষে তা গ্রহণ করবে। তার কারণঃ

ক) যদি মসীহ সুবিধা সমূহ শুধু মাত্র অর্জনই করতেন এবং তা দিতে না পারতেন, তাহলে এই মৃত্যু হয়ত কাউকে রক্ষা করত না।

খ) মাবুদ কি একজন নাজাতকারী নিযুক্ত করেছেন কে নাজাত পাবে সেই সিদ্ধান্ত ছাড়াই? তিনি কি একটি মাধ্যম নিযুক্ত করতে পারেন এর ফলাফল সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে? তা হবে কিতাবের শিক্ষার বিরুধী।

গ) যদি একটি জিনিস আমার জন্য অর্জন করা হয়, নিশ্চিত ভাবে তা অধিকার সূত্রে আমার, এবং যা কিছু অধিকার সূত্রে আমার বাস্তবেও তা আমার। অতএব, যে নাজাত মসীহ অর্জন করেছেন তা অবশ্যই তাদের অধিনে যাদের জন্য তিনি তা অর্জন করেছেন। যদি বলা হয় "হাঁ কিন্তু তারা বিশ্বাস করবে এই শর্তে ইহা তাদের।" আমি আবারও বলতে চাই, কিন্তু বিশ্বাসও মাবুদ কর্তৃক দেয়া হয়।

ঘ) কিতাব সর্বদা তাদের একত্রে সংযুক্ত করে যাদের জন্য মসীহ মুক্তি অর্জন করেছেন এবং যাদের প্রতি তিনি তা প্রয়োগ করেন।

(১) যিশা ৫৩ঃ৫ মসীহ তাদের সুস্থ করেন যাদের জন্য তিনি আহত হয়েছিলেন।

(২) যিশা ৫৩ঃ১১ মসীহ তাদের নির্দোষ প্রমাণিত করেন যাদের পাপ তিনি বহন করেছিলেন।

(৩) রোম. ৪ঃ২৫ মসীহ তাদেরকে নির্দোষ প্রমাণিত করেন যাদের জন্য তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।

(৪) রোম. ৮ঃ৩২ খোদা তাদের সমস্ত কিছু দেন যাদের জন্য মসীহ মৃত্যু বরণ করেছেন। যাদের জন্য মসীহ মৃত্যু বরণ করেছিলেন তারা এখন আর বিনষ্ট হতে পারে না।

এই বইয়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করবঃ

মসীহ এখন তাদের জন্য মোনাজাত করেন যাদের জন্য তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন।

এই সমস্ত যুক্তি থেকে ইহা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় যে মসীহ যাদের জন্য নাজাত অর্জন করেছেন তাদের সবাইকে নিশ্চয়ই তা দেয়া হয়েছে। মসীহের মৃত্যু দ্বারা নাজাতকে সবার জন্য সম্ভব করে তুলা হয়নি , ইহা তাদের সবার জন্য যথার্থ করা হয়েছিল যাদেরকে তা দেওয়া হয়েছে। এখন আমি চারটি উক্তি তুলে ধরতে চাই যা এই বিষয়টি
সঠিক ভাবে বর্ণনা করে ঃ

১। খোদা মসীহকে মৃত্যু বরণ করতে পাঠিয়েছেনতাঁর মনোনীতদের প্রতি তাঁর অনন্ত ভালবাসার কারণে।
২। মসীহের মৃত্যুর মূল্য পরিমাপের অতীত অভিপ্রেত সবকিছু করার জন্য ইহা যথেষ্ট।
৩। পিতার উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত জাতি সমূহ থেকে অনেক সন্তানকে গৌরবে আনয়ন করা। অর্থাৎ তাঁর মনোনীতদের যাদের সাথে তিনি একটি নতুন নিয়ম স্থাপন করবেন বলে স্থির করেছেন।
৪। যা কিছু মসীহের মৃত্যু দ্বারা যাদের জন্য ক্রয়করা হয়েছে অবশ্যই উপযুক্ত সময়ে ইহা তাদের হয়ে যাবে কারণ তিনি তা অর্জন করে গেছেন তাদের জন্য, মসীহের যুক্তি আছে বলার যাতে ইহা এই রকম হয়।
আমরা যদি এই মত পোষণ করি যে মসীহের মৃত্যু সবার নাজাতকে সম্ভব করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদেরকেই রক্ষা করে যারা বিশ্বাস করে, তাহলে আসলে আমরা বলতেছি ঃ
(ক) খোদার উচিত সব মানুষকে রক্ষা করা। আমরা তা অস্বীকার করি। খোদার দরকার শুধু মাত্র তা করার যা তিনি স্বাধীনভাবে পছন্দ করেন করতে।
(খ) খোদা যা চান তা করতে পারেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ সুনির্দিষ্ট শর্ত পুরণ করে। আমরা তা অস্বীকার করি ইহা খোদার গৌরব থেকে সরে পড়ে।
(গ) খোদার ভালবাসা আরও ভাল প্রদর্শিত হয় শুধু মাত্র তার কিছু লোককে ভালবাসার চেয়ে সমস্ত লোককে সমান ভালবাসার

মধ্য দিয়ে।আমরা তা অস্বীকার করি এবং আরও যুক্তি দেখানো হবে চতুর্থ অংশে, দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে।
(ঘ) খোদা তার ছেলেকে মৃত্যু বরণ করতে পাঠিয়েছেন কারণ তিনি সব মানুষকে সমান ভালবাসেন। আমরা তা অস্বীকার করি, যেহেতু তা কিতাব বিরুধী কিতাবে অনেক আয়াত বর্ণনা করে যে সমস্ত লোক ভালবাসার পাত্র নয় তারাই মসীহকে মরতে পাঠাল। হিতো ১৬ঃ৪,প্রেরি ১ঃ২৫, রোম ৯ঃ১১-১৩, থিষল ৫ঃ৯,২পি২ঃ১২, এহুদা ৪ ।
(ঙ) আমরা আরো বলতেছি যে বিশ্বাস যা নাজাত প্রাপ্তীর শর্ত আমাদের জন্য মসীহের মৃত্যু দ্বারা অর্জিত হয়নি, কিতাব শিক্ষা দেয় যে এই বিশ্বাস মসীহ কর্তৃক আমাদের জন্য অর্জিত সুবিধা সমূহের একটি।
(চ) আমরা বলতেছি যে মসীহের মৃত্যুতে তিনি ছিলেন সমস্ত মানব জাতির পরিবর্তে। আমরা তা অস্বীকার করি। যদি মসীহ সমস্ত মানব জাতির প্রতিকল্প হতেন, তাহলে সবাই নাজাত পেত।
(ছ) আমরা বলতেছি যে, মসীহ তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন যারা নাজাত পাবেনা বলে পিতা জানতেন, যেহেতু পিতা পূর্বেই সমস্ত কিছু জানেন। এই রকম বিতর্কের লাভ আমি দেখতে পাই না।

পঞ্চম অধ্যায়

কারণ কেন সবাই যাদের জন্য মসীহ মৃত্যু বরণ করেছেন অবশ্যই প্রকৃত পক্ষে নাজাত পাবে।আমি আরো একটি অধ্যায় দিব শক্তিশালী মতবাদের ভ্রান্তি দেখানোর জন্য যে মসীহের মৃত্যু প্রত্যেকের নাজাতের জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু মাত্র কিছু লোককে প্রকৃতপক্ষে রক্ষা করে। সবার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু কর্যকারী কিছু লোকের জন্য নাজাত অর্জন এবং প্রদানে পার্থক্য আছে কিন্তু হয়ত তাদেরকে পৃথক করা যাবে না।

আমি যুক্তি দেখাই যে, যদি সত্যি কোন কিছু কারো জন্য অর্জন করা হয়, তাহলে ইহা তার কিনা তা অনিশ্চিত হতে পারে না। সে বলবে না, "ইহা হতে পারে আমার" অতএব, যা কিছু মসীহ তাঁর মৃত্যু দ্বারা অর্জন করেছেন তাদের অধীনে যাদের জন্য অর্জন করেছেন।

ইহা প্রস্তাব করা তার পক্ষে সাধারণ বিচার বুদ্ধির বিরুদ্ধে হবে যে খোদা স্থির করেছিলেন মসীহ কারো জন্য মৃত্যু বরণ করবেন এবং তারপরও ঐলোক সেই সুবিধা পাবে না।

ইহা অযৌক্তিক হবে, যে দাসের জন্য মুক্তির মূল্য পরিশোধ হল এবং এরপরও ঐ দাস মুক্তি পাবে না। আমরা জানি যে, মসীহের মৃত্যু ছিল মুক্তির মূল্য মথি ২০ঃ২৮।

এখন কেউ কেউ বির্তক করে যে, যেহেতু ইহা সত্য যে যা কিছু কারো জন্য অর্জিত হয় অধিকার সূত্রে তা তারই, তবুও পাওয়া

যেতে পারে কিছু শর্তের ভিত্তিতে মসীহের অজিত সুবিধা আমরা পেতে পারি, তা হলো, আমাদেরকে প্রস্তাবিত মুক্তি প্রত্যাখ্যান না করে অথবা আমাদেরকে সুখবরে নিমন্ত্রণে সম্মতি দিতে হবে অথবা সাধারণভাবে আমাদের বিশ্বাস থাকতে হবে। আবারও সেই বির্তক, আমি নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উপস্থাপন করছি।

১। যদি কাউকে মুক্ত করার খোদার উদ্দেশ্যটা একনিষ্ঠভাবে করা হয়, এবং যদি মসীহ মৃত্যু বরণ করে থাকেন প্রত্যেককে সুনির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে রক্ষা করতে তাহলে প্রত্যেককে এবং সকলকে অবশ্যই শর্তসমূহ জানাতে হবে। রক্ষা করার উদ্দেশ্যটা ন্যায়-নিষ্ঠ হতে পারে না যদি কেউ এই শর্তগুলো অজানা থেকে যায়। তাদের কি হবে যারা এখনও শোনে নাই?

২। মসীহের মৃত্যুর সুবিধা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ অবশ্যই হয়ত আমাদের ক্ষমতার মধ্যে অথবা নয়। যদি তা হয়ে থাকে তাহলে সমস্ত মানুষের বিশ্বাস করার ক্ষমতা আছে, কোনটি মিথ্যা?

যদি তা না হয় তাহলে মাবুদ অবশ্যই সেই ক্ষমতা দিয়ে থাকেন। যদি তিনি তা দিয়ে থাকেন, তিনি ইহাকে শর্ত হিসাবে আরোপ করতে পারেন না। অথবা তিনি ন্যায়-নিষ্ঠ হবেন না যদি তিনি তা আমাদের কাছ হতে চান, যা শুধু মাত্র তিনিই আমাদেরকে দিতে পারেন। ইহা যেন, কেউ একজন অন্ধকে প্রতিশ্রুতি দেয় ১০০০ টাকা দেয়ার এই শর্তে যদি সে তা দেখতে পায়।

৩। বিশ্বাস আমাদের নাজাত উপভোগের শর্ত হয়ত আমাদের জন্য অর্জিত হয়েছে মসীহের মৃত্যু দ্বারা অথবা অর্জিত হয়নি। যদি অর্জিত হয়ে থাকে তাহলে সমস্ত মানুষেরই তা আছে, যেহেতু তারা বলে, মসীহ সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। যদি তা আমাদের জন্য মসীহ কর্তৃক অর্জিত না হয়ে থাকে তাহলে আমাদের নাজাতের খুবই প্রয়োজনীয় অংশ মসীহের উপর আদৌ নির্ভর করে না। যাহা মসীহের গৌরব থেকে দূরে সরে পড়ে। এবং ইহা কিতাবের শিক্ষার বিরুদ্ধে কারণ বিশ্বাস খোদার দান। ফিলি ১ঃ২৯, ইফি ২ঃ৮

৪। নিশ্চয়তা দেয়া যে মসীহ সবার জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন কিন্তু যারা সুনির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করে কেবল তারাই নাজাত পেতে পারে, ইহাতে তাঁকে অর্ধ মধ্যস্থতাকারী বানানো হয়।

তারা বলে তিনি সবার জন্য নাজাত অর্জন করেছেন। আমি বলি কি লাভ যদি তিনি শর্ত সমূহও পূরণ না করেন।

এই হল সারসংক্ষেপ মসীহ যা যাদের জন্য অর্জন করেছেন তা তাদের থেকে পৃথক করা যাবে না। মসীহ মৃত্যু বরণ করেছেন এই নয় যে মানুষ নাজাত পাবে যতি তারা কেবল বিশ্বাস করে, কিন্তু তিনি খোদার সমস্ত মনোনীতদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন যাতে তাদের বিশ্বাস করা উচিত। কিতাবে কোথাও এই কথা বলা নেই, যুক্তি দ্বারাও অনুমোদন করা যাবে না যে, মসীহ আমাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন যদি আমরা বিশ্বাস করি।

তা হবে আমাদের বিশ্বাস করাকেই হেতু বানানো অন্যথায় তা সত্য ছিল না। আমাদের কর্ম-ই তাঁর মৃত্যুকে আমাদের করবে কিন্তু মসীহ মৃত্যু বরণ করেছেন যাতে আমরা বিশ্বাস করতে পারি। এবং আমরা আমাদের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা করেছি, প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে এখন আমরা সামনে অগ্রসর হতে পারি, কিছু প্রমাণ অধ্যায়নে যা প্রতিষ্ঠিত করবে সত্যকে আমি যুক্তিদ্বারা যা সমর্থন করেছি। আমরা যখন তা করব আমি অনুরোধ করি এই পর্যন্ত উল্লেখিত মূল বিষয়গুলো স্মরণ রাখার জন্য।

তৃতীয় অংশ

ষোলটি যুক্তি যা প্রদর্শন করে যে মসীহ সমস্ত মানুষের নাজাতের জন্য মৃত্যু বরণ করেন নাই।

অধ্যায় ঃ

১। নতুন নিয়মের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে দু'টি যুক্তি।

২। বাইবেলের নাজাতের বর্ণনার উপর ভিত্তি করে তিনটি যুক্তি।

৩। মসীহের কাজের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে নাজাত সম্পর্কে দু'টি যুক্তি।

৪। পবিত্র ও বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তিনটি যুক্তি।

৫। মুক্তি এই শব্দের উপর ভিত্তি করে একটি যুক্তি।

৬। "পূণরায় বন্ধুত্ব স্থাপন" এই শব্দের উপর ভিত্তি করে একটি যুক্তি।

৭। সন্তুষ্টি এই শব্দের উপর ভিত্তি করে একটি যুক্তি।

৮। মসীহের মৃত্যুর মূল্যের উপর ভিত্তি করে দু'টি যুক্তি।

৯। কিতাবের নির্দিষ্ট আয়াত হতে একটি সাধারণ আলোচনা।

প্রথম অধ্যায়

নতুন নিয়মের উপর ভিত্তি করে দু'টি যুক্তি।

প্রথম যুক্তিঃ মথি ২৬ঃ২৮-এ খোদাবন্দ ঈসা মসীহ বলেন, "আমার রক্তের নতুন নিয়ম" অথবা নিয়ম হল নতুন চুক্তি যা খোদা ঠিক করেছেন মানুষকে রক্ষা করার জন্য মসীহের রক্ত তাঁর মৃত্যুতে ঝরেছিল তা ছিল ঐ চুক্তির মূল্য এবং তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত যাদের প্রতি এই চুক্তি প্রয়োগ করা হয়।

শুধুমাত্র এই নতুন নিয়ম পুরাতন নিয়ম থেকে ভিন্ন যা খোদা মানুষের সাথে করেছিলেন। পুরাতন নিয়মে খোদা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন সবাইকে রক্ষা করার যারা আইন পালন করবে, "যে লোক শরীয়ত মতে চলে, সে তাহার মধ্য দিয়াই জীবন পাইবে।" (রোম. ১০ঃ৫,লেবীয়. ১৮ঃ৫)

কিন্তু মানুষ (পাপীরা) খোদার আইন পালন করতে পারে না। অতএব, পুরাতন নিয়ম অনোপকারী করা হল। নতুন নিয়মে, খোদা প্রতিজ্ঞা করেন তাঁর আইন আমাদের মনে রাখার এবং হৃদয়ে লিখে রাখার (ইব্রি. ৮ঃ১০) তাহলে, ইহা পরিষ্কার যে এই চুক্তি শুধুমাত্র তাদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত হতে পারে যাদের মন এবং হৃদয়ে খোদা প্রকৃত পক্ষে ইহা করেন।

যেহেতু খোদা দৃশ্যত সব মানুষের জন্য ইহা করেন না সমস্ত মানুষকে এই চক্তিতে অন্তর্ভক্ত করা যাবে না যার অধীনে মসীহ মৃত্যু বরণ করেছেন। কেউ কেউ প্রস্তাব করে যে খোদা তাঁর

আইন আমাদের অন্তরে লিখবেন যদি আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু বিশ্বাস সেই একই বিষয় আমাদের অন্তরে খোদার আইন লিখা থাকার মত।

অতএব, কারো মত কথা বলতে গেলে বলতে হয় ঃ "যদি তাঁর আইন আমাদের অন্তরে থাকে, যেভাবে ইহা প্রতিটি বিশ্বাসীর মধ্যে খোদা প্রতিজ্ঞা করেন তিনি তাঁর আইন আমাদের অন্তরে লিখে দিবেন" নতুন নিয়মের প্রকৃতি পরিস্কার ভাবে বলে যে মসীহের মৃত্যু সমস্ত মানুষের জন্য নয়।

দ্বিতীয় যুক্তি ঃ সুখবর অন্য কথায় হল, খবর নতুন নিয়ম সম্পর্কে এই পৃথিবীতে বহু বছর ধরে আছে মসীহের সময় থেকে। তথাপি সমস্ত জাতি এই সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছাড়াই জীবন যাপন করেছে। যদি ইহা স্থির করা হত যে মসীহের মৃত্যু সকল মানুষকে রক্ষা করবে, এই শর্তে যে যদি তারা বিশ্বাস করে, তাহলে সুখবর সবাইকে জানানো উচিত ছিল।

যদি খোদা সব মানুষকে সুখবর শোনার ব্যবস্থা না করেন, তাহলে হয়ত মানুষের পক্ষে বিশ্বাস ও সুখবরের জ্ঞান ছাড়াই নাজাত পাওয়া সম্ভব হবে, আজ সকল মানুষকে রক্ষা করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে যেহেতু সকল মানুষ সুখবর শ্রবন করে নাই।

প্রথম উক্তিটি সত্য হতে পারে না, কারণ বিশ্বাস হল নাজাতের অংশ। পরবর্তী উক্তিটি ও সত্য হতে পারে না, খোদার জ্ঞানের প্রকৃতি এমন ধরনের যে খোদা মসীহকে মৃত্যু বরণ করতে পাঠিয়েছেন যাতে সমস্ত মানুষ নাজাত পায় এবং কখনো নিশ্চিত

করেন নাই সবাই তা শুনেছে কিনা? এই রকম ব্যবহারে খোদার মঙ্গলতা প্রকাশ পায় কি?

ইহা যেন এই রকম একজন ডাক্তার যিনি বলেন যে তার কাছে এমন এক ঔষধ আছে যা প্রত্যেক মানুষের রোগ ভাল করে, তথাপি ইচ্ছাকৃত ভাবে ঐ জ্ঞান অনেকের কাছ থেকে লোকিয়ে রাখে। আপনি কি সত্যিই ঐ ক্ষেত্রে বিতর্ক করতে পারেন, যে ডাক্তার সত্যি-ই চেয়ে ছিলেন প্রত্যেকের রোগ ভাল করতে ? এখানে বেশ কিছু আয়াত আছে যা পরিস্কার ভাবে বলে যে লক্ষ লক্ষ লোক আছে যারা কখনো মসীহ সম্পর্কে একটি শব্দ ও শোনে নাই। এবং আমরা এর জন্য কোন ব্যাখ্যা দিতে পারি না মসীহ নিজে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাছাড়া।

"হাঁ পিতা তোমার ইচ্ছা মতই ইহা হইয়াছে।" মথিঃ১১ঃ২৬, গীতসংহিতায় এই রকম কিছু আয়াত আছে ১৪৭ঃ১৯,২০, প্রেরিত ১৬ঃ৬,৭নিশ্চিত করে আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার সত্যকে যে খোদা কোন ব্যবস্থা করেন নাই সমস্ত মানুষের সুখবর শ্রবণকে নিশ্চিত করতে। আমরা অবশ্যই সিদ্ধান্তে উপনীত হব যে কেন সমস্ত মানুষকে রক্ষা করা খোদার ইচ্ছা নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

বাইবেল এর নাজাত বর্ণনার উপর ভিত্তি করে তিনটি যুক্তি।

তিন নম্বর যুক্তি ঃ মসীহ তার মৃত্যু দ্বারা যা অর্জন করেছেন কিতাব তাকে "অনন্ত মুক্তি রূপে" বর্ণনা করে। ইহা হল চিরদিনের জন্য আমাদের পাপ, মৃত্যু ও দোযখ থেকে মুক্তি। এখন যদি এই আর্শীবাদ সমস্ত মানুষের জন্য ক্রয় করা হয়ে থাকে, তাহলে হয়ত সকল মানুষের এমনিতেই অনন্ত মুক্তি আছে, অথবা ইহা সকল মানুষেই পেতে পারে নির্দিষ্ট শর্ত পুরণের ভিত্তিতে। আমাদের অভিজ্ঞতায় ইহা সহজ সত্য যে সমস্ত মানুষের অনন্ত মুক্তি নেই। সুতরাং , তাহলে কি অনন্ত মুক্তি নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে প্রাপ্তী যোগ্য?

আমি জিজ্ঞেস করি, মসীহ কি আমাদের জন্য ঐশর্তসমূহ পূরণ করেছেন অথবা ঐশর্তসমূহ পূরণ আমাদের হয় যদি শুধুমাত্র অতিরিক্ত শর্তসমূহ আমাদের দ্বারা পূর্ন হয়? ইহাদের প্রথমটি হলো যে, মসীহ সমস্ত শর্তসমূহ পূরন করেন যা অবশ্যই পূরণ করা দরকার অনন্ত মুক্তি প্রদানের জন্য এর অর্থ কি এই যে সমস্ত মনুষেরই অনন্ত মুক্তি আছে।

যা ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি যে আমাদের মানুষের অভিজ্ঞতার সাথে মিলে না। আমাদেরকে বলতে হবে যে যদি মসীহ সমস্ত মানুষের মুক্তি পাওয়ার জন্য শর্তপূরন না করেন তিনি অবশ্যই ঐসমস্ত শর্তসমূহ তাহলে তাদের জন্য পূরন করেন যারা অতিরিক্ত শর্তসমূহ পূরণ করে। এখন আমরা একটি বৃত্তে শর্তসমূহ তৈরী

করছি যার পূর্নতা অন্যন্য শর্ত সমূহের পূর্নতার উপর নির্ভর করে। এই যুক্তি প্রদান করে ইহা কতটা অযৌক্তিক মনে করা যে মসীহ মৃত্যু বরন করেছেন সমস্ত মানুষের জন্য অনন্ত নাজাত অর্জন করতে। যদি এখনও বলা হয় যে অনন্ত মুক্তি পাওয়া যায় নির্দিষ্ট শর্ত পূরনের মাধ্যমে, তাহলে অবশ্যই সমস্ত মানুষকে এই সম্পর্কে বলতে হবে।

কিন্তু অনেকেই এই জ্ঞান তাদের নিকট হতে দূরে সরিয়ে রেখেছে যা আমরা দেখেছি তৃতীয় অংশে এক অধ্যায় এবং উপরন্তু যদি অনন্ত মুক্তি অর্জন মানুষের শর্তপূরনের উপর নির্ভর করে, তাহলে হয়ত তাদের ক্ষমতা আছে অথবা নাই তা করার। যদি তারা নিজেরাই সক্ষম হয় প্রয়োজনীয় শর্তপূরণে, তাহলে আমরা অবশ্যই বলবযে সমস্ত মানুষ তাদের নিজেদের ক্ষমতাই সুখবর বিশ্বাস করতে পারে। কিন্তু ইহা কিতাবের সম্পূর্ন বিরুদ্ধ যা প্রদর্শন করে মানুষে পাপে মৃত এবং এই জন্য কোন শর্ত পূরনে সক্ষম নয়।

যদি ইহাতে একমত পোষন করা হয় যে অনন্ত মুক্তি লাভের জন্য মানুষের নিজের কোন সামর্থ নেই শর্ত পূরণ করার, তাহলে হয়ত খোদা পরিকল্পনা করেন তাদেরকে এই সামর্থ প্রদানে, অথবা তিনি কারেন না।

যদি তিনি এই রকম পরিকল্পনা করেন, কেন তিনি ইহা করেন না? তাহলে সমস্ত মানুষ নাজাত পেত।কিন্তু যদি,খোদা সমস্ত মানুষকে বিশ্বাস করার সামর্থ দিতে ইচ্ছা না করেন, এবং তথাপি

মসীহ মৃত্যু বরন করেন যাতে সমস্ত মানুষ অনন্ত মুক্তি পায় তাহলে আমাদের খোদা চান মানুষ সামর্থ অনুশীলন করুক যা তিনি তাদেরকে দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। অবশ্যই তা পাগলামি। ইহা যেন খোদা প্রতিজ্ঞা করেন একজন মৃতঃ ব্যক্তিকে নিজেকে জীবিত করার ক্ষমতা দেবার কিন্তু একই সাথে সেই ব্যক্তিটিকে প্রতিশ্রুত ক্ষমতা দেবার তাঁর কোন ইচ্ছাই নেই।

চার নম্বর যুক্তি ঃ বাইবেল খুব যত্নের সাথে তাদের কথা বর্ণনা করে যাদের জন্য মসীহ মৃত্যু বরণ করেছেন। আমাদেরকে বলা হয়েছে যে মানব জাতিকে দু'টি দলে ভাগ করা যেতে পারে, এবং মসীহ শুধু মাত্র তাদের একটি দলের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। যে সমস্ত আয়াত প্রদর্শন করে খোদা মানুষকে দু'টি দলে ভাগ করেন।

মথিঃ২৫: ১২ এবং৩২
ইহো. ১০: ১৪,২৬
ইহো. ১৭:৯
রোম. ৯: ১১-২৩
১থিষল. ৫:৯

আমরা জানতে পারলাম কিছু লোক আছে যাদেরকে খোদা ভালবাসেন, এবং কিছু লোক আছে যাদের তিনি ঘৃণা করেন। যাদেরকে তিনি চিনেন এবং যাদেরকে তিনি চিনেন না।

অন্যান্য আয়াত সমূহ পরিস্কারভাবে বলে যে মসীহ শুধু মাত্র দু'টি দলের একটির জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। আমাদেরকে বলা হয়েছে তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন তাঁর লোকের জন্য মথি ১:২১
তাঁর মেষদের জন্য ইহোঃ১০: ১১,১৪
তাঁর মন্ডলীর জন্য প্রেরিত ঃ২০: ২৮
তাঁর মনোনীতদের জন্য রোম ঃ৮:৩২-৩৪
তাঁর সন্তানদের জন্য ইব্রা ২:১৩
আমরা অবশ্যই বলতে পারি
এই সমস্ত থেকে যে মসীহ তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেণ নাই যারা তাঁর লোক নয় অথবা মেষ নয়। এই জন্য তিনি সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করতে পারেন না।

পাঁচ নম্বর যুক্তি ঃ বাইবেল যেভাবে নাজাত বর্ণনা করে ঐ ভাবে ছাড়া অন্য কোন ভাবে নাজাত বর্ণনা করা আমাদের উচিত নয়। এবং বাইবেল কোথাও বলে না যে মসীহ সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন অথবা প্রত্যেক এবং প্রতিটি মানুষের জন্য। ইহা বলা হয়ে থাকে যে মসীহ তাঁর জীবন দিয়েছেন সবার "মৃত্যুর মূল্য স্বরূপ" তথাপি ইহা প্রদর্শন করা যাবে না যে ইহার অর্থ "তাঁর মনোনীতগণ" এর চেয়ে বেশি কিছু।

যদি আপনি যত্নের সহিত লক্ষ্য করেন যে কোন আয়াত যা "সব" বা "সমস্ত" শব্দটি ব্যবহার করে এবং বিষয় বস্তুর সাথে মিল রেখে পরীক্ষা করুন, খুব শীঘ্র আপনি দেখতে পাবেন যে কিতাব

কোথাও বলে না মসীহ প্রত্যেক মানুষের জন্য মৃত্যু বরন করেছেন।

চতুর্থ অংশে তিন এবং চার অধ্যায়ে আমরা বিস্তারিতভাবে বাইবেল এর অনেক আয়াত নিয়ে আলোচনা করব যে গুলোতে "পৃথিবী" এবং "সমস্ত" শব্দ গুলো ব্যবহৃত হয়েছে, মসীহের মৃত্যু সম্পর্কে।

তৃতীয় অধ্যায়

মসীহের কাজের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে দু'টি যুক্তি।

ছয় নম্বর যুক্তিঃ বাইবেল এর অনেক আয়াত আছে যা বর্ণণা করে ঈসা মসীহ নিজেকে অন্যান্যদের জন্য দায়ী করেছেন যখন তিনি মৃত্যু বরন করেছেন, উদাহরন স্বরূপ, তিনি আমাদের জন্য মৃত্যু বরন করেছেন, রোমঃ ৫:৮ তাঁকে আমাদের জন্য অভিশাপ করা হয়েছিল, গালাঃ ৩:১৩ তাঁকে আমাদের জন্য পাপ বানানো হয়েছিল, ২করঃ৫:২১। এই রকম বর্ণনা ইহা পরিস্কার করে যে মসীহ অন্যদের পরিবর্তে মৃত্যু বরন করে থাকেন, তাহলে যাদের জন্য তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন তারা অবশ্যই খোদার রাগ ও বিচার থেকে মুক্ত।

(খোদা ন্যায়ভাবে মসীহকে এবং মসীহ যাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন তাদের উভয়কে শাস্তি দিতে পারেন না) তথাপি ইহা পরিস্কার যে সমস্ত মানুষ খোদার ক্রোধ হতে মুক্ত নয়। (ইহো

৩ঃ৩৬দেখুন) এই জন্য মসীহ সমস্ত মানুষের প্রতিস্থাপন হতে পারেন না।

যদি এখনো বলা হয় যে মসীহ সমস্ত মানুষের পরিবর্তে মৃত্যু বরণ করেছেন, তাহলে আমাদের অবশ্যই ধরে নিতে হবে যে তাঁর মৃত্যু একটি ভাল এবং যথেষ্ট উৎসর্গ ছিল না, কারণ সমস্ত মানুষ পাপ এবং বিচার থেকে মুক্ত নয়। সত্যি যদি মসীহ সমস্ত মানুষের পরিবর্তে মৃত্যু বরণ করে থাকেন, তাহলে হয়ত তিনি নিজেকে তাদের সমস্ত পাপের জন্য উৎসর্গ করেছেন (যেখানে সমস্ত মানুষ নাজাত প্রাপ্ত) অথবা ইহা শুধুমাত্র তাদের কিছু পাপের জন্য একটি উৎসর্গ ছিল, (যে ক্ষেত্রে কেহ-ই নাজাত প্রাপ্ত নয়, কারণ কিছু পাপ রয়ে গেছে) এই সমস্ত উক্তি কোনটিই সত্য হতে পারে না, যেহেতু আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি এই বইয়ে (প্রথম অংশ তৃতীয় অধ্যায়ে)।

ইহা অবশ্যই পরিস্কার যে কোন ভাবেই আমরা বলতে পারি না যে মসীহ সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন।

সাত নম্বর যুক্তি ঃ যে কাজ ঈসা মসীহ করেছেন কিতাব তার প্রকৃতি বর্ণনা করে একজন যাজক ও মধ্যস্থতাকারী কাজ হিসাবে "মসীহ একটি নতুন ব্যবস্থার মধ্যস্থ হইয়াছেন।" (ইব্রা. ৯:১৫) যাদেরকে তিনি খোদার নিকট আনয়ন করেন তাদের যাজক হয়ে তিনি মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করেন।

ঈসা মসীহ প্রত্যেকের যাজক নন ইহা স্পষ্ট অভিজ্ঞতা এবং কিতাব থেকে ও আমরা ইতিমধ্যে এই বিষয়ে দ্বিতীয় অংশে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করছি।

চতুর্থ অধ্যায়

পবিত্রতা ও বিশ্বাসের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে তিনটি যুক্তি।

আট নম্বর যুক্তি ঃ যদি মসীহের মৃত্যু তাদের পাপ থেকে পরিস্কার ও পবিত্র করার মাধ্যম হয় যাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, তাহলে অবশ্যই তিনি তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন যারা প্রকৃতপক্ষে এই রকম হয়। ইহা স্পষ্ট যে সমস্ত মানুষকে পবিত্র করা হয়নি। অতএব মসীহ সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করেন নাই।

সম্ভবতঃ আমার উচিত প্রমাণ করা যে মসীহের মৃত্যু হল প্রকৃত পক্ষে পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা লাভের মাধ্যম।

আমি ইহা দুই ভাবে করি,

প্রথমতঃ পুরাতন নিয়মের ইবাদতের নমুনা সাজানো হয়েছিল মসীহের মৃত্যু সম্পর্কে সত্যগুলো শিক্ষা দেয়ার জন্য। পুরাতন নিয়মের কুরবানীর রক্ত যাদের জন্য ঝরানো হয়েছিল তাদের জন্য ইহা সম্ভব হয়েছিল, খোদার সামনে গ্রহণযোগ্য ইবাদতকারী হিসাবে আসতে।তাহলে কত না বেশি মসীহের রক্ত প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে পাপ থেকে পরিস্কার করে যাদের জন্য সমীহ মৃত্যু বরণ করেছেন।

(ইব্রা. ৯ঃ১৩-১৪)

দ্বিতীয়ত ঃ কিতাবে কতগুলো আয়াত আছে যা পরিস্কারভাবে বর্ণনা করে যে মসীহের মৃত্যু সেই কাজটিই করে যার জন্য ইহা স্থির করা হয়েছিল, পাপের শরীর ধ্বংস করা হয়েছে, যাতে আমরা পাপের সেবা আর না করি(রোম. ৬ঃ৬)। তাঁর রক্তে আমাদের মুক্তি আছে(কল ১ঃ১৪)। আমাদেরকে মুক্ত করতে তিনি নিজেকে দিয়েছেন এবং আমাদেরকে বিশুদ্ধ করতে (তীত.১ঃ১৪) এই সমস্ত আয়াত এবং আরো অনেকগুলি সবাই জোর দিয়ে বলে যে পবিত্রতা হল নিশ্চিত ফল তাদের জীবনে যাদের জন্য মসীহ মৃত্যু বরণ করেছেন। যেহেতু সবাই পবিত্র নয়, এই জন্য মসীহ সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করেন নাই। কেউ কেউ বৃথাই বলে যে মসীহের মৃত্যুই এই পবিত্রতার একমাত্র কারণ নয়। তারা বলে যে ইহা তখনই প্রকৃত বা বাস্তব রূপ নেয় যখন পবিত্র আত্মা তা আনয়ন করে, অথবা যখন ইহা বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু পবিত্র আত্মার কাজ এবং বিশ্বাসের দান মসীহের মৃত্যুর ফল।

অতএব, এই প্রস্তাব সত্য ঘটনাকে পরিবর্তন করে না যে প্রকৃত পবিত্রতার নিশ্চিত ফল শুধু মাত্র তাদের জীবনে যাদের জন্য মসীহ মৃত্যু বরণ করেছেন। বাস্তব ঘটনা হল যে বিচারপতি অনুমতি দেয়এবং জেল রক্ষক জেলের দরজা খুলে দেয়, ইহা এই জন্য নয় যে ঋণীকে মুক্ত করে দেওয়া হল, কারণ হল যে কেউ তার হয়ে ঋণ পরিশোধ করে দিয়েছেন।

নয় নম্বর যুক্তিঃ বিশ্বাস নাজাতের জন্য দরকারী। ইহা কিতাব হতে পরিস্কার (ইব্রা ১১ঃ৬) এবং অধিকাংশ লোক এই সত্য গ্রহণ করে। কিন্তু আমরা যেহেতু ইতিমধ্যে দেখেছি যা কিছু

নাজাতের জন্য প্রয়োজন সমস্ত কিছু আমাদের জন্য মসীহ কর্তৃক অর্জিত হয়েছে। এখন যদি এই প্রয়োজনীয় বিশ্বাস মসীহ কর্তৃক সমস্ত মানুষের জন্য অর্জিত হয়ে থাকে, ইহা আমাদের হয়ত কিছু শর্ত সাপেক্ষে বা শর্তবিহীন। যদি শর্তবিহীন হয়ে থাকে, তাহলে সমস্ত মানুষেরই তাআছে। কিন্তু ইহা অভিজ্ঞতা এবং কিতাবের বিরোধী (২থিষল. ৩ঃ২)। যদি বিশ্বাস শুধুমাত্র কিছু শর্তের ভিত্তিতে দেওয়া হয়, তাহলে আমার প্রশ্ন : কোন শর্তের ভিত্তিতে? কিছু লোক বলে, বিশ্বাস দেওয়া হয় এই শর্তের ভিত্তিতে যেন আমরা খোদার দয়াকে প্রত্যাখ্যান না করি। তথাপি, প্রত্যাখ্যান না করার প্রকৃত অর্থ পালন করা। পালন করার অর্থ হল বিশ্বাস করা। অতএব, এই সমস্ত বন্ধুগণ প্রকৃত পক্ষে যা বলছেন তা হল, “ বিশ্বাস তাদেরকে দেয়া হয় যারা বিশ্বাস করে”। (যাদের বিশ্বাস আছে)

ইহা স্পষ্টতঃ অসংগত। অপর দিকে কিছু কিছু লোক তর্ক করে যে, মসীহের মৃত্যু দ্বারা আমাদের বিশ্বাস অর্জিত হয়নি। তাহলে বিশ্বাস কি আমাদের নিজেদের ইচ্ছারই একটি কাজ? কিন্তু তা বাইবেলের অনেক আয়াত এর শিক্ষার বিরোধী এবং সত্যকে অস্বীকার করে যে অবিশ্বাসীরা পাপে মৃতঃ কোন প্রকার আত্মীক কাজ সম্পাদন করতে অক্ষম।(১কর. ২ঃ১৪)

অতএব, আমি ঐ অবস্থানে ফিরে যাব যে ‘বিশ্বাস’ মসীহ দ্বারা অর্জিত হয়েছে।

বিশ্বাস পবিত্রতার একটি প্রয়োজনীয় অংশ। আট নম্বর যুক্তিতে, আমি দেখিয়েছি যে পবিত্রতা আমাদের জন্য মসীহের মৃত্যু দ্বারা অর্জিত হয়েছে। সুতরাং তিনি আমাদের জন্য বিশ্বাস অর্জন করেছেন। ইহা অস্বীকার করা মানে হল তিনি শুধুমাত্র আংশিক পবিত্রতা অর্জন করেছেন, যেখানে বিশ্বাসের অভাব রয়েছে। কেহ-ই মারাত্মকভাবে ইহা প্রস্তাব করে না।

উপরন্তু আমাদেরকে বলা হয়েছে নির্বাচন খোদা তাঁর লোকদের করেন যাতে তারা পবিত্র হয়, মাবুদ আমাদেরকে পছন্দ করেছেন। আমাদের উচিত পবিত্র হওয়া(ইফি. ১ঃ৪) আবারও বিশ্বাস পবিত্রতার একটি প্রয়োজনীয় অংশ। তাঁর লোক পবিত্র হবে এই পছন্দের মধ্যে খোদা অবশ্যই পছন্দ করেন যে তাদের বিশ্বাসও থাকতে হবে।

ইহা পিতা মাবুদ ও খোদাবন্দ পুত্রের মধ্যকার চুক্তির অংশ বিশেষ ছিল যে যাদের জন্য মসীহ মৃত্যু বরণ করেছেন তাদের সবার ঐ সমস্ত আশীর্বাদ থাকবে যা পিতা তাদেরকে দেবার জন্য স্থির করেছেন। বিশ্বাস হল ঐ সমস্ত আশীর্বাদের একটি যা পিতা প্রদান করেন।(ইব্রা.৮ঃ১০-১১)

কিতাব পরিস্কারভাবে বর্ণনা করে যে বিশ্বাস আমাদের জন্য ঈসা মসীহ কর্তৃক অর্জিত হয়েছে, যিনি আমাদের বিশ্বাসের লেখক ও সম্পাদনকারী। (ইব্রা.১২ঃ২) এই রকম উক্তি এবং পূর্ববর্তী তিনটি অনুচ্ছেদের উক্তি যা আপনি এই মাত্র পড়েছেন,

সবগুলি প্রমাণ করে যে মসীহের মৃত্যু তাঁর লোকদের জন্য বিশ্বাস অর্জন করেছে। যেহেতু সব মানুষের ইহা নেই তাই মসীহ সব মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করেন নাই।

দশ নম্বর যুক্তি ঃ ইস্রায়েল এর লোকজন অনেক ভাবে নতুন নিয়মে খোদার মন্ডলীর দৃষ্টান্ত ছিল(১কর.১০ঃ১১) তাদের যাজক এবং কুরবানী ছিল তার উদাহরণ যা মসীহ খোদার মন্ডলীর জন্য করতে আসতে ছিলেন। তাদের শহর জেরুশালেম ব্যবহৃত হয়েছে বিশ্বাসীদের বেহেস্তের চিত্ররূপে ।(ইব্রা ১২ঃ২২)
একজন সত্যিকারের ইস্রায়েল একজন বিশ্বাসী এবং (ইহো ১ঃ৪৭) একজন প্রকৃত বিশ্বাসী একজন ইস্রায়েল(গালা ৩ঃ২৯)।

সুতরাং আমি যুক্তি দেখাই এই ভাবে ঃ যদি ইহুদী জাতীকে আল্লাহ পছন্দ করেন দুনিয়ার সব জাতীর মধ্য থেকে, মন্ডলীর প্রতি তাঁর আচরণকে বুঝাতে তাহলে ইহা অনুসরণ করে যে মসীহের মৃত্যু ছিল শুধুমাত্র মন্ডলীর জন্য সমস্ত দুনিয়ার জন্য নয়। যে ভাবে খোদা তাঁর পছন্দের লোকদের সাথে পুরাতন নিয়মে ব্যবহার করেছিলেন, ইহা হল একটি দৃষ্টান্ত যে ভাবে মসীহ শুধুমাত্র তাঁর পছন্দের লোকদের নাজাত অর্জন করেছেন, কিন্তু সব মানুষের জন্য নয়।

পাঁচ অধ্যায়

"উদ্ধার" এই শব্দর উপর ভিত্তি করে একটি যুক্তি।
এগার নম্বর যুক্তিঃ যেভাবে বাইবেল একটি মতবাদ বর্ণনা করে তা অবশ্যই আমাদেরকে সাহায্য করবে একটি মতবাদ বুঝতে।
বাইবেলের একটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে নাজাতকে বর্ণনা করতে যা মসীহ অর্জন করেছেন, শব্দটি হল উদ্ধার "তাঁর রক্ত দ্বারা আমরা মুক্ত হয়েছি" ঐ শব্দের (কল. ১ঃ১৪) অর্থ হল একটি লোকের বন্দীত্ব থেকে মুক্ত করা মূল্য পরিশোধ করে।লোকটি উদ্ধার পায়না যতক্ষণ পযন্ত না তাকে মুক্ত করা হয়।
সুতরাং সেই একই শব্দ আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে মসীহ কারো জন্য নাজাত অর্জন করতে পারেন না যারা মুক্ত না হয়। একটি বিশ্ব জনিন মুক্তি (তাদের মতে) যদি শেষ পযন্ত কাউকে বন্দীত্বে রেখে যায় তাহলে তা হবে পরস্পর বিরোধী। মসীহের রক্তকে প্রকৃত পক্ষে বাইবেলে অনেক আয়াতে মূল্য এবং মুক্তিপণ বলা হয় (মথি.২০ঃ২৮)। এখন একটি মুক্তিপনের উদ্দেশ্য হলো মুক্তি অর্জন করা তাদের জন্য যাদের জন্য মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে। ইহা চিন্তার বাহিরে যে মুক্তির মূল্য পরিশোধিত হবে এবং এরপরও লোকটি বন্দীই রয়ে যাবে।
অতএব, কেমন করে বিতর্ক করা যাবে যে মসীহ সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন যখন সব মানুষ উদ্ধার পায়নি?

শুধুমাত্র যাদেরকে প্রকৃত পক্ষে পাপ থেকে মুক্ত করা হয়েছে তাদের জন্য মসীহ মৃত্যু বরণ করেছেন। " মুক্তি" বিশ্বজনিন হতে পারে না। মুক্তি অবশ্যই সুনির্দিষ্ট যেহেতু শুধুমাত্র কিছু লোককে মুক্ত করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

"পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপন" এই শব্দের অর্থে উপর ভিত্তি করে একটি যুক্তি।

বার নম্বর যুক্তি ঃ আরেকটি শব্দ বাইবেল ব্যবহার করে যা মসীহ তাঁর মৃত্যু দ্বারা অর্জন করেছেন তা বর্ণনা করতে, তা হল "পুনরায় বন্ধুত্ব স্থাপন" শত্রুদেরকে তিনি বন্ধুত্বে পরিণত করেছেন"(কল ১ঃ২১)।"পুণরায় বন্ধুত্ব স্থাপন" হল দু'টি পক্ষের মধ্যে বন্ধুত্ব ফিরিয়ে আনা যারা পুর্বে শত্রু ছিল। বাইবেল বলে নাজাতে, খোদার সাথে আমাদের বন্ধত্ব স্থাপিত হয়েছেএবং আমাদের সাথে খোদার বন্ধত্ব স্থাপিত হয়েছে।এই উভয় বিষয়গুলো অবশ্যই সত্য। একটি পক্ষের সাথে অন্য একটি পক্ষের বন্ধুত্ব স্থাপন দু'টি ভিন্ন কাজ কিন্তু উভয় পক্ষের দরকার একটি পূর্ণ বন্ধুত্ব স্থাপন করা।

ইহা প্রস্তাব করা নির্বোধিতা যে এখন সমস্ত মানুষের সাথে, মসীহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে খোদার বন্ধুত্ব পুনঃ স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু যে শুধু মাত্র কিছু লোকের পুনঃ বন্ধুত্ব তাঁর সাথে স্থাপিত হয়েছে। আমি মনেকরি, কেহ-ই এই রকম প্রস্তাব করে না যে খোদা ও সমস্ত মানুষের মধ্যে এই ভাবে পুনঃ বন্ধুত্ব স্থাপিত

হয়েছে। ইহা হবে এক পায়ে লাফ দেবার মত পুনঃ বন্ধুত্ব স্থাপন। কোন উপযুক্ত বন্ধুত্ব স্থাপন-ই হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত না উভয় পক্ষের একে অন্যের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপিত না হয়। মসীহের মৃত্যুর ফল ছিল খোদার সাথে মানুষের এবং মানুষের সাথে খোদার পুনঃ বন্ধুত্ব স্থাপন করা, "আমাদের খোদার সাথে পুনঃ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছে তাঁর পুত্রের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে" (রোম.৫ঃ১০) এবং আমাদের খোদা বন্দ ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে আমরা এখন পুনঃ বন্ধুত্ব গ্রহণ করেছি (রোম.৫ঃ১১)। অতএব, উভয় পুনঃ বন্ধুত্ব স্থাপন উল্লেখ আছে (২কর. ৫ঃ১৯,২০)।

খোদা পুনঃ বন্ধুত্ব স্থাপন করেন তাঁর নিজের সাথে" এবং তোমার পুনঃ বন্ধুত্ব স্থাপন "খোদার সাথে"। এখন কিভাবে এই উভয় পুনঃ বন্ধুত্ব স্থাপন "পুনঃ বন্ধুত্ব স্থাপিত হতে পারে" এই ধারনায় যে মসীহের মৃত্যু সবার জন্য আমি বুঝতে পারি না।সুতরাং, যদি সমস্ত মানুষ মসীহের মৃত্যু দ্বারা এইরকম দ্বৈত ভাবে পুনঃ বন্ধুত্ব স্থাপন হয়ে থাকে, তাহলে ইহা কিভাবে ঘটতে পারে যে খোদার রাগ এখনো কারো উপর রয়েগেছে (ইহো.৩ঃ৩৬)।

নিশ্চয়ই মসীহ শুধুমাত্র তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন প্রকৃত পক্ষে যাদের পুনঃ বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়

"সন্তুষ্টি" এই শব্দের অর্থের উপর ভিত্তি করে একটি যুক্তি।

তের নম্বর যুক্তি ঃ ইহা সত্য যে সন্তুষ্টি শব্দটির প্রয়োগ মসীহের মৃত্যুর উদ্ধৃতিতে নেই। কিন্তু মূল বিষয় হলো যে শব্দটি অর্থ "একটি পূর্ণ পরিশোধ যা ঋণী কতৃর্ক পাওনাদারকে দেওয়ার কথা"। এই চিন্তাটা অনেক সময় নতুন নিয়মে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়েছে, যখন ইহা মসীহের মৃত্যুর কথা বলে। আমাদের ক্ষেত্রে, মানুষ খোদার নিকট ঋণী কারণ তারা ব্যার্থ হয়েছে তাঁর আদেশ পালনে। যে সন্তুটি আমাদের পাপের জন্য পরিশোধ করার প্রয়োজন তা হল মৃত্যু, "পাপের বেতন মৃত্যু"।(রোম.৬ঃ২৩)
খোদার আইন হল যা আমাদেরকে দোষী সাব্যস্থ করে যা খোদার বিচার এবং সত্য প্রকাশ করে। আমরা আইন বঙ্গকারী অপরাধী হিসাবে দাঁড়িয়ে আছি, এই জন্য মৃত্যু আমাদের প্রাপ্য।
নাজাত শুধুমাত্র সম্ভব যদি মসীহ আমাদের ঋণ পরিশোধ করে দেন এবং এভাবে খোদার ন্যায় বিচারকে সন্তুষ্ট করেন। তাঁর মৃত্যুকে বলা হয় "কোরবানী" (ইফি.৫ঃ২)এবং "তুষ্টি সাধন" (ইহো.২ঃ২) কোরবানী শব্দের অর্থ হল প্রায়শ্চিত্তের জন্য উৎসর্গ অথবা পাপের ক্ষতি পূরণ করার জন্য উৎসর্গ।
তুষ্টি সাধনের অর্থ হল অসন্তুষ্ট বিচারকে সন্তুষ্ট করার জন্য উপহার। অতএব, আমরা যাতে সন্তুষ্টি শব্দটি সঠিকভাবে ব্যবহার করি বাইবেলের শিক্ষায় মসীহের মৃত্যুর ক্ষেত্রে। এখন যদি

সত্যিই মসীহ তার মৃত্যু দ্বারা কারো জন্য সন্তুষ্টি সাধন করে থাকেন, তাহলে এখন খোদা সম্পুর্ণভাবে তাদের উপর সন্তুষ্ট। খোদা ন্যায়ভাবে অন্য কোন প্রকার মূল্য দ্বিতীয়বার আরোপ করতে পারেন না। তাহলে ইহা কিভাবে হতে পারে যে মসীহ সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, এবং তথাপি অনেকে খোদার আইনের শাস্তির অধীনে পাপী হিসাবে জীবন-যাপন এবং মৃত্যু বরণ করেন? যারা এর মীমাংসা করতে পারে তাদেরকে করতে দিন।

আমি বলি শুধু মাত্র যাদেরকে এই জীবনে প্রকৃতপক্ষে ঋণ থেকে মুক্ত করা হয়েছে তাদের জন্যই মসীহ সন্তুষ্টি সাধন করেছেন।

অষ্টম অধ্যায়

মসীহের মৃত্যুর মূল্যের উপর ভিত্তি করে দু'টি যুক্তি।
চৌদ্দ নম্বর যুক্তি ঃ নতুন নিয়ম প্রায়ই মসীহের মৃত্যুর মূল্য বা দাম সম্পর্কে বলে থাকে, যা দ্বারা তিনি নির্দিষ্ট কিছু জিনিষ ক্রয় এবং অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বলা হয় যে অনন্ত মুক্তি "তাঁর রক্ত দ্বারা অর্জিত হয়েছে" (ইব্রা.৯ঃ১২)।খোদার মন্ডলী "ক্রয় করা হয়েছে তাঁর নিজ রক্ত দ্বারা"(প্রেরিত ২০ঃ২৮) এবং বলা হয় বিশ্বাসীরা "ক্রয়কৃত লোক"(১পিতর ২ঃ৯)।

তাহলে মসীহ তাঁর মৃত্যু দ্বারা তাদের সবার জন্য, যাদের জন্য তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন ঐ সমস্ত জিনিষ ক্রয় করেছেন যে গুলোকে বাইবেল এ তাঁর মৃত্যুর ফল বলা হয়ে থাকে। তাঁর মৃত্যুর মূল্য পাপের ক্ষমতা খোদার ক্রোধ থেকে আইনের অভিশাপ এবং পাপের অপরাধ থেকে মুক্তি ক্রয় করেছে। মূল্য খোদার সাথে পুনঃ বন্ধুত্ব, শান্তি এবং অনন্ত মুক্তি অর্জন করেছে। এখন এই সমস্ত জিনিস খোদার বিনামূল্যে দান, কারণ মসীহ ক্রয় করেছেন। যদি মসীহ সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করে থাকেন, তাহলে কেন সব মানুষের এই সমস্ত জিনিস নেই? তাঁর মৃত্যুর মূল্য কি যথেষ্ট নয়? খোদা কি অন্যায় পরায়ন যে মসীহ যা ক্রয় করেছেন আমাদের জন্য তা আমাদেরকে দিতে চান না? ইহা অবশ্যই সাথে সাথে পরিস্কার যে সমস্ত মানুষের জন্য এই সব জিনিস ক্রয় করতে মসীহ মৃত্যু বরণ করে নাই, কিন্তু শুধু মাত্র তাদের জন্য যারা প্রকৃতপক্ষে এগুলো উপভোগ করেনে।

পনের নম্বর যুক্তি ঃ মসীহের মৃত্যুকে বুঝাতে প্রায়ই কতিপয় শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয় সেগুলো হল ঃ আমাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, আমাদের পাপ বহণ করেছেন, আমাদের এই সমস্ত শব্দগুচ্ছের সরল অর্থ হল যে, মসীহ তাঁর মৃত্যুতে অন্যের প্রতিস্থাপন হয়েছিল, যাতে তারা মুক্ত হতে পারে।

যদি মসীহ তাঁর মৃত্যুতে অন্যদের প্রতিস্থাপন ছিলেন তাহলে কিভাবে তারা নিজেরাও মৃত্যু বরণ করতে পারে তাদের নিজ পাপের জন্য? মসীহ তাদের প্রতিস্থাপন হতে পারেন না। যা হতে ইহা পরিস্কার যে তিনি সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করতে পারেন না। সত্যি বলতে মসীহ সব মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন ইহা হল সবচেয়ে দ্রুতপথ প্রমান করার যে মসীহ কারো জন্য মৃত্যু বরণ করেন নাই। কারণ যদি তিনি সবার পরিবর্তে মৃত্যু বরণ করে থাকেন, তথাপি সবাই যদি নাজাত না পায় তাহলে তিনি উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েছেন।

নবম অধ্যায়

কিতাবের নির্দিষ্ট আয়াত হতে একটি সাধারণ যুক্তি।

ষোল নম্বর যুক্তি ঃ বাইবেলের অনেক আয়াত আছে যা আমি অনেক ব্যবহার করতে পারি বিতর্ক করার জন্য যে মসীহ সমস্ত মানুষের পাপের জন্য মৃত্যু বরণ করেন নাই। আমি মাত্র নয়টি নির্বাচন করব এবং ঐ সাথেই এই অংশের যুক্তি শেষ করব।

১। আদি ৩ঃ১৫ এই হল বাইবেলের প্রথম আয়াত যাতে খোদা নির্দেশ করেন যে খোদার লোক এবং তাদের শত্রুদের মধ্যে একটি পার্থক্য আছে। "নারীর সন্তান" দ্বারা মসীহকে এবংমসীহতে সমস্ত বিশ্বাসীদের বুঝানো হয়েছে। ঘটনা হতে ইহা পরিস্কার যে নারীর

সন্তান সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বানী করা হয়েছিল তা পূর্ণ হল মসীহতে এবং তাঁর লোকজনের মধ্যে।

"সাপের বংশ"দ্বারা এই পৃথিবীর সমস্ত অবিশ্বাসী লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। (ইহো. ৮ঃ৪৪) যেহেতু খোদা নারীর বংশ এবং সাপের বংশের মধ্যে শুধুমাত্র শত্রুতার প্রতিজ্ঞা করেছেন ইহা স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে নারীর সন্তান মসীহ সাপের সন্তানদের জন্য মৃত্যু বরণ করেন নাই।

২।মথি.৭ঃ২৩ মসীহ এখানে ঘোষনা করেন যে এই লোকদের তিনি কখনো চিনতেন না। তথাপি আরেক জায়গায়(ইহো.১০ঃ১৪-১৭) তিনি বলেন যে তাঁর নিজের সমস্ত লোকদের তিনি চিনেন। তাহলে তিনি তাদের জন্য মৃত্য বরণ করতে পারেন না যাদেরকে তিনি চিনেন না।

৩। মথি. ১১ঃ২৫-২৭ এই সব কথা থেকে ইহা পরিস্কার যে কিছু লোক আছে যাদের নিকট হতে খোদা তাঁর সুখবর লুকিয়ে রাখেন। ইহা পিতার ইচ্ছা যে সুখবর তাদের নিকট প্রকাশিত হবে না, মসীহ তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেন নাই। এবং এখানে আমাদের লক্ষ্য করা উচিত যে মসীহ পিতাকে ধন্যবাদ দেন মানুষের মধ্যে এই পার্থক্য সৃষ্টির জন্য। একটি পাথর্ক্য যা কখনও বিশ্বাস করতে কিছু লোক রাজি নয়।

৪। ইহো.১০ঃ১১,১৫,১৬,২৭,২৮এর সমস্ত আয়াত হতে ইহা সম্পূর্ণ পরিস্কার যে ঃ

ক) সমস্ত মানুষ মসীহের মেষ নয়।

খ) যে পার্থক্য এক দিন মানুষের মধ্যে স্পষ্ট প্রমাণিত হবে।

গ) মসীহের মেষের পরিচিতি হল "যারা মসীহের রব চিনতে পারে"।

ঘ) যারা এখনও মেষ হিসাবে পরিচিত হয়নি তাদেরকে ইতিমধ্যেই পছন্দ করা হয়েছে এবং (অন্যান্য মেষদের) তারা পরিচিত হবে।

ঙ) মসীহ সবার জন্য মৃত্যু বরণ করেন নাই, কিন্তু বিশেষ করে তাঁর মেষদের জন্য।

চ) মসীহ তাদের জন্যই মৃত্যু বরণ করেছেন যাদেরকে তাঁর পিতা তাঁকে দিয়েছেন। তাহলে তিনি তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করতে পারেন না তাঁকে যাদের দেওয়া হয়নি।

৫। রোম. ৮ঃ৩২-৩৪ এই আয়াত গুলো হতে স্পষ্ট যে মসীহের মৃত্যু খোদার মনোনীত লোকদের অধীনে, এবং মসীহের মধ্যস্থতা সেই একই লোকের জন্য।

৬। ইফি.১ঃ৭ এই আয়াত হতে আমরা অবশ্যই বলব যে মসীহের রক্ত যদি সবার জন্য ঝড়ত তাহলে অবশ্যই সবাই নাজাত এবং ক্ষমা পেত।কিন্তু খুবই নিশ্চিত সবার তা নেই।

৭। ২কর.৫ঃ২১ অতএব, তাঁর মৃত্যুতে, মসীহকে পাপ বানানো হল তাদের জন্য যাদেরকে তাঁর মধ্যে খোদার ধার্মিকতায় পরিণত করা হল। যদি তিনি সবার জন্য পাপ হতেন, তাহলে কেন সবাইকে ধার্মিক বানানো হয়নি?

৮. ইহো. ১৭:৯ মসীহের মধ্যস্থতা সব মানুষের জন্য নয়, তাঁর মৃত্যুও সব মানুষের জন্য ছিল না।

দ্বিতীয় অংশের, চার এবং পাঁচ অধ্যায় দেখুন।

৯. ইফি. ৫:২৫ মসীহ মন্ডলীকে ভালবাসেন, এবং ইহা হল একটি উদাহরণ এক জন লোক তার স্ত্রীকে যেমন ভালবাসেন। কিন্তু যদি মসীহ তাঁর মন্ডীলর ন্যায় অন্যান্যদেরকেও ভালবাসেন, এবং তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেন, তাহলে হয়ত পুরুষ অবশ্যই তাদের স্ত্রী ব্যতীত অন্যান্য মহিলাদেরকেও ভালবাসবে।

আমি মনেকরি, আমি অন্যান্য যুক্তি যোগ করতে পারতাম- কিন্তু, আমি ইতিমধ্যে যা বলেছি তার প্রতি লক্ষ্য করে দেখলাম, আমি এই পর্যন্ত যে যুক্তি প্রদর্শন করেছি তাতে আমি নিশ্চিত যে, ইহা যে কোন ব্যক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট যে ব্যক্তি কোন কিছুতে সন্তুষ্ট হয়, যারা এক গুঁয়ে তারা সন্তুষ্ট হবে না যদি আমি আরও যোগ করি। আমি আমার যুক্তি প্রদর্শন এখানেই সমাপ্ত করব।

বিশ্বজনিন নাজাতের বিতর্কের উত্তর দেয়া হয়েছে।

চতুর্থ অংশ

১.বিশ্বজনিন নাজাতের জন্য প্রায়ই দেয়া হয় এমন চারটি সাধারণ যুক্তির উত্তর আমি দিব।

২.যে সমস্ত আয়াতে “দুনিয়া“ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তাদের প্রাথমিক ব্যাখ্যা

৩.ইহো.৩:১৬ এর বিস্তারিত আলোচনা।

৪. ১ইহো.২:১-২ এর বিস্তারিত আলোচনা।

৫. কিতাবের ছয়টি অনুচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

৬. ঐ সমস্ত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা যে গুলোতে “সমস্ত মানুষ” অথবা “প্রতিটি মানুষ” শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে।

৭.ঐ সমস্ত আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা যেগুলো মনে হয় প্রস্তাব করে যে যাদের জন্য মসীহ মৃত্যু বরণ করেছেন তারা এখনও ধ্বংস প্রাপ্ত হতে পারে।

৮.কিছু ত্রুটি পূর্ণ যুক্তির উদ্‌ঘাটন।

প্রথম অধ্যায়:

বিশ্বজনিন নাজাতের জন্য প্রায়ই দেয়া হয়এমন চারটি যুক্তির উত্তর।

এক নম্বর যুক্তি:- বেশ কিছু সংখ্যক আয়াত আছে যেগুলো বর্ণনা করে মসীহ তাঁর মৃত্যু দ্বারা প্রতিটি সাধারণ এবং অনির্দিষ্ট শর্তে কি অর্জন করেছেন। এই জন্য যুক্তি দেখানো হয়, তাঁর মৃত্যর কোন নির্দিষ্ট অথবা সীমিত উদ্দেশ্য থাকতে পারে না।

উদাহরণ স্বরূপ, কিতাব মসীহের মৃত্যুর অসীম মূল্যের কথা বলে। বলা হয়ে থাকে যেন খোদার নিজের রক্ত ঝর ছিল (প্রেরিত.২০:২৮)। বলা হয় মসীহের মৃত্যু ছিল ত্রুটিহীন কোরবানী।

যা অনন্ত আল্লাহর মাধ্যমে উৎসর্গ করা হয়েছিল (ইব্রা.৯:১৪)। মসীহের রক্তকে বর্ণনা করা হয়েছে স্বর্ণ বা রূপার মত বা তার চেয়ে বেশি দামী (১পিতর.১:১৮)।

এখন, যদি খোদার পুত্রের মৃত্যু এই রকম স্পষ্ট এবং অসীম মূল্যের অধিকারী হয়ে থাকে, তাহলে কি ইহা অবশ্যই সমস্ত মানুষের জন্য যথেষ্ট হবে না?

মসীহের মৃত্যুর মূল্য যথেষ্ট ছিল সকলকে মুক্ত করতে আমরা অস্বীকার করি না। আমাদের আলোচ্য বিষয় হল, কিতাব পরিস্কারভাবে বলে যে সকল মানুষের মুক্তিরপণ হওয়া মসীহের মৃত্যুর উদ্দেশ্য ছিল না। এই বিতর্কের পূর্ণ সমাধান করা হয়েছে দ্বিতীয়,তৃতীয়,চতুথ,পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে। কিছু লোক হয়ত অভিযোগ করত: যদি মসীহ সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ না

করে থাকেন, তাহলে সমস্ত মানুষের নিকট প্রচার করা অর্থহীন, যা করতে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছে, মথি.২৮:১৯-তে। এর উত্তর আমি দেই:

ক. প্রত্যেক জাতি থেকে কিছু লোক নাজাত পাবে, যা করা সম্ভব হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত জাতির নিকট সুখবর প্রচার না করা হয়।

খ. যেহেতু এখন আর একটি মাত্র জাতী ইহুদীদের জন্য বিশেষ কোন সুবিধা নেই, এই জন্য সুখবর অবশ্যই সবার নিকট প্রচারিত হতে হবে কোন পার্থক্য ছাড়া।

গ. মানুষকে আহবান করা বিশ্বাস করার জন্য, প্রথমত: ইহা এই আহ্বান নয় যে, তাদের বিশ্বাস করতে হবে যে মসীহ শুধুমাত্র তদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন কিন্তু একটি আহ্বান বিশ্বাস করার জন্য যে মসীহ ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে নাজাত পাওয়া যাবে না।

ঘ. প্রচারকগণ কখনও জানতে পারবে না তাদের মন্ডলীতে যারা আছে, তারা খোদার মনোনীত কিনা। এইজন্য তারা অবশ্যই আমন্ত্রণ জানাবে সবাইকে বিশ্বাস করার জন্য এবং প্রতিশ্রুতি দিবে যতজন বিশ্বাস করবে সবাই নাজাত পাবে, কারণ মসীহের মৃত্যু যথেষ্ট যতজন বিশ্বাস করবে তাদের প্রত্যেককে নাজাত দিতে।

এই সমস্ত বিষয়গুলো যথেষ্ট পরিস্কার করে বলার জন্য যে সুখবর সবার নিকট প্রচার করা প্রয়োজন, যদিও সবাই নাজাত পাবে না।

দুই নম্বর যুক্তি:- মাঝে মাঝে মনে হয় কিতাব প্রস্তাব করে যে যাদের জন্য মসীহ মৃত্যু বরণ করেছেন তারা প্রকৃতপক্ষে নাজাত

পায়নি। ইহা হতে প্রস্তাব করা হয় যে, মসীহ অবশ্যই সবার জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, কিন্তু শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক সফল হয় সঠিক শর্ত পূরণে।

আমাদের বুঝা দরকার যে কিতাব প্রায়ই লোকজনকে তাদের বাহ্যিক অবসস্থার প্রেক্ষিতে বর্ণনা করে থাকে, তাদের প্রকৃত অভ্যন্তরিন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নয়। উদাহরণ স্বরূপ, জেরুজালেম-কে পবিত্র শহর বলা হয়(মথি.২৭:৫৩)। এই জন্য আমাদেরকে বুঝতে হবে না যে, জেরুজালেম আসলেই পবিত্র শহর ছিল। একইভাবে, কিতাব প্রায়ই লোকদেরকে পবিত্র অথবা ধার্মিক অথবা এমনকি মনোনীত হিসাবে বর্ণনা করে।

যেহেতু তারা বাহ্যিকভাবে বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের সাথে সংযুক্ত ছিল, পৌল ফিলিপীয় বিশ্বাসীদের সম্পর্কে বলেছিলেন, তোমাদের সকলের সম্বন্ধে আমার মনের ভাব এই রকম হওয়াই উচিত,(ফিলি. ১:৭)। ইহা হতে আমরা ধরে নিতে পারি না যে পৌল যাদের নিকট লিখেছিলেন তারা সবাই প্রকৃতপক্ষে বিশ্বাসী ছিল। পৌল তাদের সম্পর্কে যতদূর জানতেন সেই অনুসারেই তাদের মূল্যায়ন করেছিলেন। সুতরাং যদি কিছু লোক পতিত হয় আমরা বলতে পারব না যে খোদা চেয়েছিলেন সবাইকে রক্ষা করতে কিন্তু মাত্র কিছু লোক টিকে রইল।

যে কেউ পতিত হয়, সে কখনোই একজন প্রকৃত বিশ্বাসী ছিল না, যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে সে তাদের একজন ছিল। (সপ্তম অধ্যায়ে
বিস্তারিত ভাবে এই বিতর্কের সমাধান করা হয়েছে।)

তিন নম্বর যুক্তি ঃ কিতাব মাঝে মাঝে প্রস্তাব করে যে নাজাত সাধারণভাবে সকলকেই দেওয়া হয়েছে, যদি কেবল তারা বিশ্বাস করে। ইহা হতে ধরে নেয়া হয় যে অবশ্যই মসীহ সবার জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। ইহা সত্য যে নাজাত এবং বিশ্বাস কিতাবে সর্বদাই সংযুক্ত যে বিশ্বাস করে সে নাজাত পাবে। কিন্তু ইহার অর্থ শুধুমাত্র এই সমস্ত বিশ্বাসীগণ অবশ্যই নাজাত পাবে। ইহার অর্থ এই হতে পারে না যে, খোদা চেয়ে ছিলেন সবাইকে রক্ষা করতে, যদি তারা শুধুমাত্র বিশ্বাস করে।

কারণ ঃ

ক) খোদা প্রকৃতপক্ষে সবাইকে অনন্ত জীবন প্রদান করেন না কারন মানব জাতির একটি বিরাট অংশ কখনোই সুখবর শ্রবণ করে নাই।

খ) খোদার সাধারণ আদেশ আমাদেরকে বলে দেয় না তাঁর আসল উদ্দেশ্য কি হতে পারে। সাধারণতঃ তাঁর আদেশ হল যে মানুষ তাঁর বাধ্য হইবে। কিন্তু উদাহরণ স্বরূপ বিশেষ করে ফেরাওনের ক্ষেত্রে, খোদার আদেশ ছিল তাঁর উদ্দেশ্যের চেয়ে ভিন্ন কারণ তিনি ফেরাওনের অন্তকরণ কঠিন করে দিয়েছিলেন,(যাত্রা. ৪ঃ২১) যখন তাকে আদেশ করা হয়েছিল তা পালন করতে।

গ) সুখবরের প্রতিশ্রুতি নাজাত এবং বিশ্বাসের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক শিক্ষা দেয়। কিন্তু এর অর্থ এই হতে পারে না যে খোদা চান সবাই মন পরিবর্তন করুক এবং বিশ্বাস করুক, তাহলে স্বর্গীয় মনোনয়নের কি উদ্দেশ্য-হতে পারে? যদি তিনি সবাইকে রক্ষা করতে চান, তাহলে কেন কিছু লোককে মনোনীত করেন? এবং যদি তিনি সবাইকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন, তাহলে কেন তিনি তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলেন? ইহার কোন অর্থই হয় না তাঁর ব্যর্থ প্রস্তাপ করা কারণ মানুষ বিশ্বাস করবে না তিনি অবশ্যই পূর্বেই জানতেন। তাহলে কেন স্থির করেছিলেন যা তিনি জানতেন যে বাস্তবায়ন করতে পারবেন না। আরেকটি ব্যাপার হল যে, যে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসীরা একত্রে মিশ্রিত অবস্থায় বসবাস করে, এবং প্রচারক নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না কে খোদার মনোনীত এবং কে নয়, এর অর্থ হল সাধারণ পর্যায়ে সবার নিকট প্রচার করবেন।

ইহার অর্থ এই নয় যে সুসমচারের প্রতিশ্রুতি সাধারণ ভাবে সবার প্রতি করা হয়েছে। কিন্তু ইহা কেবল সাধারণ ভাবে সবার নিকট ঘোষনা করা হয়েছে। যেহেতু মসীহকে শুধু মাত্র বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয় এবং যেহেতু বিশ্বাস হল খোদার দান তিনি যাকে ইচ্ছা দেন, ইহা স্পষ্ট যে তিনি কাউকে নাজাত দেওয়ার পরিকল্পনা না করলে তিনি তাকে বিশ্বাস দেন না।

চার নম্বর যুক্তি ঃ যদি মসীহ সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করে না থাকেন, তাহলে অবশ্যই কিতাবের আদেশ যে সবার বিশ্বাস করা উচিত,মূলহীন? ইহা বুঝা দরকার যে, যে বিশ্বাসের কথা কিতাব বলে ইহার বৃদ্ধির বিভিন্ন ধাপ আছে, এবং একটি যুক্তি সঙ্গত ব্যবহারের নিয়ম আছে, আমাদের মনে করতে হবে না যে কিতাবের বিশ্বাস করার আদেশ এর জন্য প্রত্যেকের বিশ্বাস করার প্রয়োজন যে মসীহ নির্দিষ্টভাবে তাঁর জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। এখানে বিশ্বাস করার মত অন্যান্য জিনিস আছে, যা সবাই গ্রহণ করতে পারে। কোন লোককেই আদেশ করা হয়নি কোন কিছু বিশ্বাস করার জন্য যদি তার এর জন্য যথেষ্ট প্রমাণ না থাকে। উদাহরণ স্বরূপ ঃ-ক) প্রথমতঃ যে জিনিসটি মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে তা হল যে তারা নিজেই নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে না, কারণ তারা পাপী। প্রত্যেক মানুষেরই ইহার জন্য তার নিজের মধ্যে প্রমাণ আছে, যেহেতু পৌল রোমীয় ১,২,৩ অধ্যায়ে দেখিয়েছেন।

এরপরও একজন বিশ্বাস করতে আসবে না যদিও তাদের নিকট প্রচুর প্রমাণ আছে ইহার জন্য।
খ) সুসমচার পাপীদেরকে আহ্বান করে বিশ্বাস করতে যে খোদা মসীহের মধ্যে নাজাতে পথ প্রস্তুত করেছেন। লক্ষ লক্ষ লোক ইহা শ্রবণ করেছে, কিন্তু ইহা গ্রহণ করতে প্রত্যাখ্যান করেছে, যদিও ইহার প্রচুর প্রমাণ আছে।

গ) সুসমচার পাপীদেরকে আহ্বান করে বিশ্বাস করার জন্য মসীহ ব্যতীত অন্য কোন নাজাত দাতা নেই।
এই জিনিসটি ইহুদীরা বিশ্বাস করতে প্রত্যাখ্যান করল, পক্ষান্তরে মসীহকে বলল খোদার শত্রু।
এই সাধারণ আহ্বান করা হয়েছিল এই জন্য নয় যে মসীহ সবার জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, কিন্তু এই জন্য যে এই সত্যগুলো সবার নিকট প্রমাণ এবং শুধুমাত্র বিশ্বাসের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর, কাউকে আহ্বান করা হয় বিশ্বাস করা জন্য যে মসীহ শুধুমাত্র তার জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। কেউ কেউ ইহা উল্লেখ করেছেন যে প্রেরিতদের ধর্ম মতে (খৃষ্টধর্মের পুরাতন সার সংক্ষেপ) সর্বশেষে যে বিষয়গুলো বিশ্বাস করতে হবে তা হল পাপের ক্ষমা এবং অনন্ত জীবনের অর্থ হল, আমাদের এতদূর আসার পূর্বে, আরও অনেক জিনিস আছে যা বিশ্বাস করতে হবে, এবং যার জন্য প্রচুর প্রমাণ আছে। অষ্টম অধ্যায়ে আমরা এই বিতর্কে আবার ফিরে আসব।

দ্বিতীয় অধ্যায়

যে সমস্ত আয়াতে "দুনিয়া" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তাদের প্রথমিক ব্যাখ্যা।
এক অর্থে কিতাবের যে সমস্ত অনুচ্ছেদ ব্যবহৃ হয়েছে এই ধারণাকে সমর্থন করতে যে মসীহ সব মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন আমি তা উল্লেখ করতে অনিচ্ছুক। ইহা এই জন্য নয়

যে ঐ সমস্ত আয়াত ব্যাখ্যা করা আমার পক্ষে কঠিন। কারণ এই রকম একটি অসত্য আমি উল্লেখ করতেও অনিচ্ছুক। কিন্তু আমি মনে করি, এই সমস্ত আয়াতের অধিকাংশই ইতিমধ্যে আমার পাঠকদের দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে যে গুলো দ্বারা তারা ঐ ভ্রান্তিকে সমর্থন করে।
অতএব, আমি এখন অবশ্যই উত্তর সমূহ আপনাকে দিব যা দ্বারা তাদেরকে জবাব দিতে হবে। শুধুমাত্র কথার আওয়াজে ভেসে যাবে না। সর্বদাই মনে রাখবেন বাইবেলের সাধারণ শিক্ষার প্রবণতা কি, এবং কখনোই সম্পূর্ণ কিতাবের সাধারণ প্রবণতার বিরূদ্ধে একটি আয়াতের ব্যাখ্যা করবেন না। উদারহণ স্বরূপ, আমরা দেখতে পারি যে " দুনিয়া" শব্দটির অর্থ অবশ্যই তা হবে এর আসে পাশের আয়াতের কোন জায়গায় যা অর্থ করা হয়েছে, এখানে শব্দটির পাঁচটি ভিন্ন ব্যবহার আছে ঃ
১। সামগ্রিক বিশ্ব অথবা বাসযোগ্য পৃথিবী ইহো ২৪ঃ১৩, মথি ১৩ঃ৩৮,প্রেরিত ১৭ঃ২৪, ইফি ১ঃ১৪এবং আরো অনেক জায়গায়।
২। যেমনঃ পৃথিবীর মানুষ ঃ-
সবাই ব্যতিক্রমহীন রোম. ৩ঃ৬
সবাই পার্থক্যহীন ইহো ৭ঃ৪
অনেক মানুষ মথি. ১৮ঃ৭
অধিকাংশ মানুষ রোম. ১ঃ৮
রোমীয় রাজ্য লূক. ২ঃ১
ভাল মানুষ ইহো ৬ঃ৩৩

মন্দ মানুষ ইহো ১৪ঃ১৭
৩। পৃথিবী একটি দুষিত পদ্ধতি গালা. ৬ঃ১৪
৪ ।মানুষের রাজ্য ইহো ১৮ঃ৩৬ এবং আরো অনেক জায়গায়।
৫। শয়তানের রাজ্য ইহো ১৪ঃ৩৬ এবং আরো অনেক জায়গায়।
কেউ কেউ হয়ত অভিযোগ করতে পারে যে একটি শব্দের অবশ্যই সর্বদা একই অর্থ হবে কিতাবের যেখানেই তা দেখা যায় না কেন। আমার উত্তর, তা সঠিক হতে পারে না, কারণ কিছু কিছু জায়গায় কিতাব একই শব্দ একই বাক্যে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে। মথি ৮ঃ২২এর "মৃতঃ" প্রথমতঃ বুঝায় আত্মীক ভাবে মৃতঃ, এবং দ্বিতীয়তঃ দৈহিকভাবে মৃতঃ। ইহো ১ঃ১০ এ প্রথমতঃ "দুনিয়ার" অর্থ বাসযোগ্য পৃথিবী, দ্বিতীয়তঃ এই পৃথিবী নামক গ্রহ এবং তৃতীয়তঃ এই পৃথিবীর কিছু মানুষ।
আবার যদি "দুনিয়া" শব্দটি মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয় সমস্ত মানুষকে না বুঝিয়ে কিছু মানুষকে বুঝাতে,যেমন ইউহান্না১ঃ১০ "দুনিয়া তাঁকে চিনলনা"। কিন্তু কিছু কিছু লোক তাঁকে বিশ্বাস করেছিল। এই জন্য দুনিয়া দ্বারা প্রত্যেককে বুঝায় না।
এই বিতর্ক করা যাবে না যে ইহা সর্বদাই সব মানুষকে বুঝাতে হবে। এবং আরো কতিপয় জায়গা আছে যেখানে শব্দটি দ্বারা সমস্ত মানুষকে না বুঝিয়ে কিছু লোককে বুঝানো হয়েছে।
লূক ২ঃ১ "সমস্ত দুনিয়া" ইহা পরিস্কার ভাবে রোমান সম্রাজ্যকে বুঝায়। ইহা পৃথিবীর প্রত্যেকে বুঝাতে পারে না। ইহো ৮ঃ২৬ "আমি দুনিয়ার নিকট বলি"।

কিন্তু কতিপয় ইহুদী মাত্র তাঁর কথা শোনেছিল। "দুনিয়া" দ্বারা প্রত্যেককে বুঝানো হয়নি।
ইহো. ১২ঃ১৯"সারা দুনিয়া তাঁর দলে গিয়াছে" এর অর্থ হতে পারে অধিকাংশ ইহুদী জাতীর লোক তাঁর দলে গিয়াছে ইহা দ্বারা প্রত্যেককে বুঝানো হয়নি। ১ইহো.৫ঃ১৯ "সারা দুনিয়া"। কিন্তু দুনিয়াতে অনেক প্রকৃত বিশ্বাসী আছে যারা স্পষ্টতঃ মন্দ জনের ক্ষমতার মধ্যে নয়। "দুনিয়া" দ্বারা প্রত্যেককে বুঝানো হয়নি। অতএব, "দুনিয়া" শব্দ দ্বারা সাধারণতঃ শুধুমাত্র এ দুনিয়ার কিছু লোককে বুঝানো হয়। আমি কোন কারণ দেখতে পাই না কেন শব্দটি দ্বারা অন্য কিছু বুঝানো উচিত ঐ সমস্ত জায়গায় যেখানে এটি নাজাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়।
এই সমস্ত সাধারণ পর্যবেক্ষণের পর, আসুন আমরা কিতাবের কিছু আয়াত দেখি যে গুলোতে "দুনিয়া" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন ঃ- ইহো১ঃ১৯,৩ঃ১৬,৪ঃ৪২,৬ঃ৫১, ২কর. ৫ঃ১৯ এবং ১ইহো ২২: এই সমস্ত আয়াত ব্যবহার করে কিছু বিতর্ক ঃ
১। দুনিয়া প্রতিটি এবং সমস্ত মানুষকে ধারণ করে।
২। মসীহকে বলা হয় দুনিয়ার জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন।
৩। এই জন্য মসীহ প্রত্যেক এবং সব মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। এই সমস্ত যুক্তি সমূহ ভ্রান্তির মধ্যে আছে কারণ "দুনিয়া" শব্দটি দু'টি ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রথম উক্তিতে "দুনিয়া" বলতে পৃথিবী নামক গ্রহকে বুঝানো হয়েছে।

দ্বিতীয় উক্তিতে ইহা ব্যবহৃত হয়েছে পৃথিবীর মানুষকে বুঝাতে। দু'টি উক্তির মধ্যে অর্থের কোন মিল নেই। অতএব, সিদ্ধান্ত অবশ্যই ভ্রান্ত। যদি না আপনি প্রমাণ করতে ইচ্ছুক হন যে মসীহ পৃথিবী নামক গ্রহের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। কেউ কেউ এই বিতর্ক আবার লিখতে চেষ্টা করেছেন এইভাবে ঃ

১। কিতাবে কিছু কিছু জায়গায়, "দুনিয়া" দ্বারা প্রত্যেক এবং সব মানুষকে বুঝায়।

২। মসীহকে বলা হয়েছে দুনিয়ার জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন।

৩। এই জন্য মসীহ প্রত্যেকটি এবং সব মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন।

এই বিতর্কেও ভ্রান্তি রয়েছে, কারণ আপনি একটি স্থায়ী সিদ্ধান্ত অনুমান করতে পারেন না যখন প্রথম উক্তি শুধুমাত্র একটি সীমিত অর্থ নির্দেশ করে একটি শব্দ বা শব্দ সমষ্টির যেমন কোন কিছু কিছু জায়গার ক্ষেত্রে।

আমিও অবশ্যই জোর দিয়ে বলব যে অনেক জায়গায় মসীহের মৃত্যু শুধুমাত্র তাঁর মন্ডলী এবং তাঁর মেষদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। সুতরাং আবারও এই বিতর্ক সাজিয়ে লেখা দরকার এভাবে ঃ

১। কিতাবের কিছু জায়গায় "দুনিয়া" শব্দ দ্বারা প্রতিটি এবং সব মানুষকে বুঝানো হয়েছে।

২। কিতাবের কোথাও কোথাও বলা হয়েছে মসীহ সমস্ত দুনিয়ার জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন।

৩। এই জন্য মসীহ প্রত্যেক এবং সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। অবশ্যই যে কোন জনের নিকট সুস্পষ্ট যে ইহা

হাস্যকর। ইহা দেখানো দরকার যে ১নং উক্তির "কিছু কিছু জায়গায় "২নং উক্তির মধ্যে কিছু কিছু জায়গার" মতই।

ইহাতে অকৃতকার্য হয়ে এই যুক্তি কিছুই প্রমাণ করে না। এবং যে কোন ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। একটি সীমিত প্রথম উক্তি হতে যা আমরা পুর্বে দেখেছি। সতরাং আমি মনে করি, প্রাথমিকভাবে ঃ

আমি "দুনিয়া" শব্দের উপর ভিত্তি করে বিতর্কের ভ্রন্তি গুলো আমি বলার সাহস রাখি যে, আমি কখনো দেখি নাই এমন গুরুত্বপুর্ণ বিষয়ে চিন্তাবিদগণ এত দূর্বল যুক্তি দাঁড় করতে। কিন্তু যুক্তিকে একপাশে রেখে আসুন আমরা শুধুমাত্র কিতাব থেকে দেখি।

তৃতীয় অধ্যায়

ইহো. ৩ঃ১৬ এর বিস্তারিত আলোচনা এই আয়াত গুলি প্রায়ই ব্যবহার করা হয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে "ভালবাসা"=১. খোদার একটি স্বাভাবিক আকাংখা আছে মঙ্গলের জন্য।

"দুনিয়া"= ২ সর্ব যুগের এবং সময়ের মানব জাতী যে, "প্রদান" =৩, তিনি তাঁর ছেলেকে দিলেন মৃত্যু বরণ করতে, প্রকৃতপক্ষে কাউকে রক্ষা করতে নয়,কিন্তু"যে কেউ" =যাতে যে কোন জনের স্বাভাবিক প্রবণতা আছে বিশ্বাস করার ="আছে"=৫, তা দ্বারা অনন্ত জীবন অর্জন করতে পারে।

ইহা তুলনা মূলক পার্থক্যে, আমরা বুঝি আয়াতটি শিক্ষা দেয় যে, "ভালবাসা" =১. খোদার এমন একটি বিশেষ, সর্বোচ্চ ভালবাসা ছিল যে তিনি ইচ্ছা করলেন।
"দুনিয়া" =২. যে সমস্ত জাতী হতে তাঁর সমস্ত লোক রক্ষা পাবে। "প্রদান" =৩. তাঁর পুত্রকে নিযুক্ত করলেন সর্ব যথেষ্ট নাজাতকারী হিসাবে। "যে কেহ"=৪. ইহা নিশ্চিত করলেন যে সমস্ত বিশ্বাসীগণ যতই হোক না কেন এবং শুধুমাত্র তারা আছে= ৫. কার্যকরী ভাবে সমস্ত মহিমার জিনিস থাকবে যা তিনি তাদের জন্য স্থির করেছেন। এখানে তিনটি জিনিস করেছেন। এখানে তিনটি জিনিস আছে যা সর্তকতার সহিত অধ্যায়ন করতে হবে। প্রথমত: খোদার ভালবাসা : দ্বিতীয়তঃ খোদার ভালবাসার পাত্র।

এখানে ইহাকে দুনিয়া বলা হয়েছে। তৃতীতঃ খোদার ভালবাসার উদ্দেশ্য যে বিশ্বাসীগণ বিনষ্ট হবে না।
১। ইহা বুঝা আবশ্যক যে আমরা এখানে এমন কিছু অবশ্যই প্রস্তাব করব না যার মানে খোদা অপরিপক্ক, তাঁর কাজ নিখুঁত। কিন্তু যদি বিতর্ক করা হয় যে সবার নাজাতের জন্য তাঁর একটি স্বাভাবিক আকাঙ্খা আছে, তাহলে সবার নাজাত প্রাপ্তীর ব্যর্থতা অবশ্যই প্রমাণ করবে যে তাঁর আকাংখা দুর্বল, এবং তাঁর আনন্দ অসম্পুর্ণ। তাছাড়া কিতাবের কোথাও স্বীকার করে না যে খোদা স্বাভাবিকভাবে সবার মঙগলের জন্য ইচ্ছুক।

পক্ষান্তরে ইহা সুস্পষ্ট যে খোদা সক্ষম স্বাধীনভাবে যাকে ইচ্ছা করুণা করার, তাঁর ভালবাসা হল তাঁর ইচ্ছার একটি স্বাধীন কাজ, আমাদের করুণ অবস্থা দ্বারা সৃষ্ট তাঁর মধ্যে একটি আবেগ নয়। যদি দুঃখ-দূর্দশা খোদার সাহায্য করার স্বাভাবিক আকাংখাকে আকর্ষণ করতঃ
তাহলে তিনি অবশ্যই শয়তান এবং যারা দোযখে আছে তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করতেন। যে ভালবাসা এখানে বর্ণিত আছে, তা হল খোদার ইচ্ছার বিশেষ এবং সর্বোচ্চ কাজ, বিশেষ করে বিশ্বাসীগণের প্রতি নির্দেশিত "যাতে" এবং "উদ্দেশ্যে" শব্দগুলো দ্বারা এই ভালবাসার অস্বাভাবিক প্রকৃতির উপর জোর দিচ্ছে এবং ইহার স্পষ্ট উদ্দেশ্য হলো বিশ্বাসীদেরকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করা।
এই ভালবাসা সবার প্রতি একটি স্বাভাবিক মমতা হতে পারে না, যাদের কিছু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। কিতাবের অন্যান্য আয়াতসমূহও সম্মতি জ্ঞাপন করে যে খোদার এই ভালবাসা হল একটি সর্বোচ্চ কাজ এবং বিশেষ করে বিশ্বাসীদের প্রতি, উদাহরণ স্বরূপঃ রোম.৫ঃ৮ অথবা ১ইহো.৪ঃ৯,১০। কেহই সাধারণ প্রবণতায় সবার মঙ্গলের জন্য এমন জোর দিয়ে বলবে না। ইহা স্পষ্ট যে, খোদা তাদের মঙ্গল কামনা করেন যাদেরকে তিনি ভালবাসেন।

তাহলে ইহা অবশ্যই বলা যায় যে তিনি শুধুমাত্র তাদেরকে ভালবাসেন যারা ঐ মঙ্গলতা পায়। সেই একই ভালবাসা যার কারণে তিনি মসীহকে দিয়েছেন, তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল

অন্যান্য সমস্ত জিনিস প্রদানেও। খোদা নিজের পুত্রকে পর্যন্ত রেহাই দিলেন না, কিন্তু আমাদের সকলের জন্য তাঁকে মৃত্যুর হাতে তুলে দিলেন। তাহলে তিনি কি পুত্রের সংগে আর সমস্ত কিছুও আমাদের দান করবেন না? (রোম.৮ঃ৩২)সুতরাং খোদার এই বিশেষ ভালবাসা এই জন্য শুধুমাত্র তাদের হতে পারে যাদেরকে প্রকৃতি পক্ষে করুণা এবং গৌরব দেয়াহয়েছে।

এখন বিশ্বাসী পাঠক, আপনারা অবশ্যই বিচার করবেন, খোদার ভালবাসা কি তাঁর মধ্যে সবার প্রতি একটি সাধারণ শুভ কামনা হিসাবে ধরে নেয়া যেতে পারে যিনি এভাবে তাঁর পুত্রকে দান করেছিলেন? ইহা কি বরং মনোনীতদের প্রতি তাঁর বিশেষ ভালবাসা নয়?

২। আমরা অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখব খোদার এই ভালবাসার পাত্র কি, এখানে বলা হয়েছে "দুনিয়া"।

কেউ বলে : ইহার অর্থ অবশ্যই প্রতিটি এবং সব মানুষ। আমি কখনোই দেখতে সক্ষম হয়নি ইহার অর্থ কিভাবে এই রকম হতে পারে। আমরা ইতিমধ্যেই দেখিয়েছি যে কি কি ভিন্ন অর্থে দুনিয়া শব্দটি কিভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। এবং ইহো ৩ঃ১৬ এ তে ভালবাসার শুরুতেই উল্লেখিত হয়েছে, এবং উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখিত হয়েছে শেষে, সম্ভবত: "প্রতিটি" এবং "সব মানুষ" এই অর্থের সাথে একমত হতে পারবে না, তা হল, কেউ কেউ "দুনিয়া" শব্দটি আয়াতের মাঝখানে স্থাপন করে।

আমরা শব্দটি দ্বারা বুঝি যে এর অর্থ হল খোদার মনোনীতগণ যারা দুনিয়া জুড়ে সমস্ত জাতির মধ্যে ছড়িয়ে আছে। এখন আর খোদার বিশেষ সুবিধা সমূহ ইহুদী জাতীর একার নয়। এর অর্থ হল খোদা দুনিয়া জুড়ে তাঁর মনোনীতদের এত বেশি ভালবাসেন - যে তিনি তাঁর পুত্রকে এই উদ্দেশ্যে দিলেন যাতে তাঁর দ্বারা বিশ্বাসীগণ নাজাত পায়। এই মতকে সমর্থন করার বেশ কিছু কারণ আছে। খোদার ভালবাসার প্রকৃতি যেভাবে আমরা এখানে ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি সম্ভবতঃ ভাবা যাবে না যে প্রতিটি এবং সব মানুষকে তা দেয়া হচ্ছে।

এই আয়াতে "দুনিয়া" যে রকম দুনিয়াই হোক না কেন অবশ্যই তা প্রকৃতপক্ষে অনন্ত জীবন পায়। ইহা পরবর্তী আয়াত ইহো.৩ঃ১৭ দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে, যেখানে "দুনিয়া" শব্দটি তৃতীয়বারের মত ব্যবহৃত হয়েছে, ইহাতে বলা হয়েছে যে মসীহকে পাঠানোতে খোদার উদ্দেশ্য ছিল যাতে দুনিয়া নাজাত পায়।

যদি "দুনিয়া" দ্বারা এখানে মনোনীত বিশ্বাসীগণ ছাড়া অন্য কোন জন বুঝা হয় তাহলে খোদা তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েছেন, আমরা তা গ্রহণ করার সাহস রাখি না। প্রকৃতপক্ষে ইহা অস্বাভাবিক নয় যে খোদার বিশ্বাসী লোকদের "দুনিয়া","সমস্ত মাংস", "সমস্ত জাতী" এবং "পৃথিবীর সমস্ত গোত্র" এই রকম শব্দ দ্বারা আহ্বান করা।

উদাহরণ স্বরূপঃ ইহো.৪ঃ৪২ এ মসীহকে বলা হয়েছে দুনিয়ার নাজাতদাতা, মানুষের নাজাতদাতা-ই নাজাত পাবে না তা হবে

পরস্পর বিরুধী শব্দ। সুতরাং এখানে যাদেরকে "দুনিয়া" বলা হয়েছে অবশ্যই কেবল মাত্র তারা হবে যারা নাজাত পেয়েছে। এখানে বেশ কিছু কারণ আছে কেন বিশ্বাসীদেরকে দুনিয়া বলা হয়। ইহা তাদেরকে ফেরেস্তাগণ হতে পৃথক করার জন্য,দাম্ভিক ইহুদীদেরকে প্রত্যখ্যান করার জন্য যারা মনে করত শুধু মাত্র তারাই খোদার লোক, দু'টি নিয়মের মধ্যে পার্থক্যটা শিক্ষা দেয়ার জন্য পুরাতন নিয়ম যা একটি জাতীর সাথে করা হয়েছিল, এবং নতুন নিয়ম যেখানে দুনিয়ার সমস্ত অংশকে মসীহের প্রতি বাধ্য করা হল, এবং বিশ্বাসীদের স্বাভাবিক অবস্থা প্রদর্শনের জন্য যা জাগতিক দুনিয়ার অন্যান্য প্রাণীর মত।

যদি এখনও বিতর্ক করা হয় যে "দুনিয়া" দ্বারা এখানে খোদার ভালবাসার পাত্রহিসাবে প্রতিটি এবং সব মানুষকে বুঝানো হয়েছে তাহলে কেন খোদা যাদেরকে এত ভালবাসেন তাদের প্রত্যেকের নিকট মসীহকে প্রকাশ করলেন না?

অদ্ভুত! খোদা তাঁর পুত্রকে তাদের জন্য দিলেন, এবং তথাপি কখনোই তাঁর ভালবাসার কথা বলেন না, লক্ষ লক্ষ লোক কখনোই সুখবর শুনতে পায়নি। কিভাবে তাঁকে বলা যায় যে প্রত্যেক মানুষকে ভালবাসেন যদি তাঁর তত্ত্বাবধান মানে হয় সবাই তাঁর ভালবাসা জানবে না? অবশেষে,"দুনিয়া"এর অর্থ "প্রতিটি এবং সব মানুষ" হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনি অনুমোদন করতে

প্রস্তুত থাকেন যে ঃ

অনেকের প্রতি খোদার ভালবাসা অনর্থক কারণ তারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য মসীহকে দেয়া হয়েছিল কখনোই তাঁকে জানত না। মসীহকে লক্ষ লক্ষ লোকের জন্য দেয়া হয়েছিল যারা তাঁকে বিশ্বাস করতে পারে না। খোদা তাঁর ভালবাসা পরিবর্তন করেন, যারা ধ্বংস প্রাপ্ত হয় তাদেরকে ত্যাগ করে। অথবা তিনি দোযখে ও তাদেকে ভালবাসতে থাকেন। খোদা তাদেরকে সমস্ত জিনিস দিতে ব্যর্থ হয়েছেন যাদের জন্য তিনি মসীহকে দিয়েছেন। খোদা আগে থেকে জানতেন না কে বিশ্বাস করবে এবং নাজাত পাবে। এমন যৌক্তিকতা আমরা গ্রহণ করতে পারি না।

"দুনিয়া" বলতে কেবল ঐ সমস্ত লোকদের বুঝায় যারা মনোনীত এবং সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে।

৩। যেভাবে খোদার মনোনীতগণ প্রকৃতপক্ষে জীবন পায় যা তাঁর পুত্রর মধ্যে আছে বলা হয়েছে তা বিশ্বাস করার মাধ্যমে।

ইহা হল প্রত্যেক বিশ্বাসী যারা ধ্বংস প্রাপ্ত হবে না। যদি যদি বিতর্ক করা হয় যে মসীহ প্রতিটি এবং সব মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন এবং আমরা যদি জানতে পারি যে শুধুমাত্র বিশ্বাসীগণ নাজাত পাবে তাহলে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসদের মধ্যে পার্থক্যটা কিসের? তারা নিজেরাই এই পার্থক্য সৃস্টি করতে পারে না। (১কর.৪ঃ৭ দেখুন) তাহলে খোদাই পার্থক্যটা তাদের মধ্যে তৈরি করেছেন। কিন্তু যদি খোদাই তাদের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে থাকেন। তাহলে তিনি কিভাবে তাদের সবার জন্য মসীহকে

দিতে পারেন? আয়াতটি খোদার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে যে বিশ্বসীরা নাজাত পাবে। তাহলে ইহা বুঝা যায় যে খোদা তাঁর পুত্রকে অবিশ্বাসীদের জন্য দেন নাই। খোদা কিভাবে তাঁর পুত্রকে তাদের জন্য দিতে পারেন যাদেরকে তিনি অনুগ্রহ দেননি বিশ্বাস করতে।

এখন পাঠক-ই তুলনা করে দেখুন এবং বিশেষ করে প্রথমতঃ খোদার ভালবাসা আন্তরিকতার সহিত অনুসন্ধান করুন। ইহা কি সবার প্রতি সাধারণ মমতা কিনা যা সহ্য করতে পারে এত ভালবাসার তাদের অনেকের ধ্বংস? অথবা এই ভালবাসা কি এই ভাবে আরো ভাল বুঝা যায় না যে তা হল পিতার অদ্বিতীয় বিশেষ ভালবাসা তাঁর বিশ্বাসী সন্তানদের প্রতি, যা তাদের ভবিষ্যত নিশ্চিত করে? তখন আপনি একটি উত্তর পাবেন কিতাব শিক্ষা দেয় কিনা যে মসীহ একটি সাধারণ মুক্তির মূল্য হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন।

তাহলে ইহা অবশ্যই যাদের জন্য পরিশোধ করা হয়েছে, তাদের অনেকের ক্ষেত্রে অর্থহীন অথবা একটি নির্দিষ্ট মুক্তি প্রতিটি বিশ্বাসীর জন্য গৌরব জনক ভাবে ফলপ্রসূ এবং মনে রাখবেন সম্পুর্ণ ইহো. ৩ঃ১৬ আয়াতটি প্রায়ই ব্যবহৃত হয় এই ধারণাকে সমর্থন করতে যে মসীহ প্রত্যেকের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। যদিও আমি দেখিয়েছি যে ইহা সম্পুর্ণ ভাবে এই ধারনার সাথে অসংগতিপূর্ন।

চতুর্থ অধ্যায়

১। ইহো ২ঃ১-২ এর একটি বিস্তারিত আলোচনা। ইহা কিতাবের আরেকটি আয়াত যা প্রায়ই তারা ব্যবহার করেন যারা বিতর্ক করেন যে মসীহের মৃত্যুর প্রত্যেক এবং সব মানুষের জন্য। বলা হয়ে
থাকে যে "সমস্ত দুনিয়া" এই শব্দগুচ্ছ অবশ্যই "দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে বুঝায়", এবং তুলনামূলক শব্দগুচ্ছ "শুধু আমাদের জন্য নয়" উদ্দেশ্য মূলকভাবে প্রত্যেক এবং সব মানুষকে বিশ্বাসীদের সাথে অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে যাদের জন্য মসীহ মৃত্যু বরণ করেছেন।
আমি সংক্ষিপ্তভাবে এই কথা বলে উত্তর দিতে পারতাম যে যেহেতু অন্যান্য জায়গায় "দুনিয়া বলতে" দুনিয়ার বসবাসকারী মানুষকে বুঝায় অতএব, "সমস্ত দুনিয়া" বলতে "সমস্ত দুনিয়া জুড়ে বসবাসকারী মানুষকে" ছাড়া বেশি কিছু বুঝায় না।
যেহেতু প্রকাশিত কালাম ৫ঃ৯ এ নাজাত প্রাপ্তদের বলা হয়েছে কিন্তু যেহেতু এই আয়াতটি ১ ইউহোন্নাতে এত বেশি ব্যবহৃত হয়েছে যে, আমি একটি বিস্তারিত আলোচনার প্রস্তাব করছি চারটি প্রশ্ন ব্যবহার করে।
১। ইউহোন্না কাদের নিকট লিখছেন? ইহা সত্য যে কিতাব সমগ্র মন্ডলীর জন্য তথাপি ইহার অনেক অংশ বিশেষ লোকদের নিকট লিখা হয়েছিল। এই সমস্ত আয়াত সমূহ অবশ্যই ঐ ঘটনার আলোকে বুঝতে হবে। অতএব, আমরা লক্ষ্য করি,

ক) ইউহোন্না বিশেষ করে ইহুদীদের নিকট একজন প্রেরিত ছিলেন গালা ২ঃ৯।

খ) তিনি তাদের নিকট লিখেছেন যারা পূর্বেই সুখবর শোনেছিল এবং আমরা জানি যে খোদার বাক্য প্রথমতঃ ইহুদীদের প্রতি ছিল ১ ইহো ২ঃ৭।

গ) ইউহোন্না যে তুলনামূলক পার্থক্য "আমাদের" এবং "দুনিয়ার" মধ্যে করেছেন ইহা স্পষ্ট যে তিনি যাদের নিকট লিখছেন, তারা তাঁর মতই ইহুদী।

ঘ) ইউহোন্না বার বার ভন্ড শিক্ষকদের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ, ১ইহো ২ঃ১৯। যেহেতু, তিনি লিখেছেন এই রকম শিক্ষক "আমাদের মধ্য হতে বাহির হয়ে গিয়াছে" তিনি স্পষ্টত সহ ইহুদীদের নিকট লিখতেছেন।

ঙ) সমস্ত জাতীর প্রতি ইহুদীদের জাতীগত ঘৃনার কথা স্মরণ করে, এবংইহুদীদের মতে শুধুমাত্র তারাই খোদার লোক, তাহলে কি সবচেয়ে স্বাভাবিক হতে পারে যে ইউহোন্নার জোর দেওয়া উচিত যে মসীহ মৃত্যু বরণ করেছেন, শুধুমাত্র বিশ্বাসী ইহুদীদের জন্য নয়, কিন্তু সমগ্র বিশ্ব জুড়ে বিশ্বাসীদের জন্য?

আমাদের আরেকটি আয়াত আছে যা এই একই গুরত্ব প্রকাশ করে থাকে, ইহো ১১ঃ৫২।

ইহোন্না স্পষ্টতঃ উদ্বিগ্ন ছিলেন ইহুদী খৃস্টানদের পুরাতন ভ্রান্তিতে পতন রোধ করতে এই ধারনা পোষন করে যে তারাই একমাত্র খৃস্টান। ইউহোন্না জোর দিয়ে বলেন যে, এখানে অইহুদী খৃস্টানও আছে সমস্ত বিশ্ব জুড়ে। মসীহ সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন এমন কোন মতবাদ এখানে নেই।

২। ইহোন্না কেন লিখতেছিলেন? তিনি বিশ্বাসীদের পাপের কারণে দুঃখ কষ্টে সান্ত্বনা দিতে লিখতেছিলেন। যাতে তারা হতাশ না হয়। "যদি কোন লোক পাপ করে ....যা হতে আমরা লক্ষ্য করি"

ক) শুধুমাত্র বিশ্বাসীগণই স্বস্তি পাবে যে মসীহ তাদের সাফায়েতকারী।

খ) শুধুমাত্র বিশ্বাসীরাই স্বস্তি পেতে পারে, অবিশ্বাসীরা খোদার ক্রোধে পতিত।

গ) ইউহোন্না তাদের বর্ণনা করেন, "ছোট শিশু হিসাবে.............যাদের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে।"

অন্য কথায়, ইউহোন্নার লক্ষ্য শুধুমাত্র বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিভাবে ইহা বিশ্বাসীদের প্রতি সান্ত্বনা যদি বলা হয় যে মসীহ প্রত্যেক এবং সব মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, যাদের অনেকে নাজাত পায়নি? আয়াতটি কোন নিশ্চয়তা দেয় না,যতক্ষণ পর্যন্ত বুঝা না যায় যে, মসীহ হলেন বিশ্বের যে কোন জায়গার সমস্ত বিশ্বাসীদের নাজাতদাতা।

৩। "তুষ্টি সাধন" এর অর্থ কি? এখানে যে গ্রীক শব্দটির অনুবাদ "তুষ্টি সাধন" করা হয়েছে ইব্রা. ৯ঃ৫-এ অনুবাদকৃত শব্দ "রহমের স্থান" এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এই ব্যবহার আমাদেরকে শব্দটির অর্থের একটি উপলব্ধি প্রদান করে। "রহমের স্থান" ছিল খাঁটি সোনার করূব যা নিয়ম সিন্ধুক ঢেকে রাখতে ব্যবহৃত হত, যেখানে নিয়ম ফলক ছিল (যাত্রা,২৫ঃ১৭-২২)। নিয়ম যা মানুষকে পাপী বলে অভিযুক্ত করে রহমের স্থান দ্বারা লুকায়িত ছিল।

ইহা ছিল একটি চিত্র কিভাবে মসীহ তাঁর মৃত্যু দ্বারা খোদার নিয়মকে লুকিয়েছেন। যাতে ইহা কাউকে দোষারোপ করতে না পারে যে তাঁকে বিশ্বাস করে। মসীহ হলেন বিশ্বাসীদের তুষ্টি সাধন(রহমের স্থান) তাহলে কি সত্যি বলা যাবে যে দুনিয়ার প্রত্যেক এবং সব মানুষ পাপী হিসাবে শাস্তি থেকে মুক্ত? এই অর্থে সত্যিই কি বিতর্ক করা যাবে যে মসীহ সমস্ত দুনিয়ার জন্য তুষ্টি সাধন? তাহলে "সমস্ত দুনিয়ার" অর্থ কি?

এই শব্দ গুলি বেশ কয়েক বার নতুন নিয়মে ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রায়ই এর অর্থ প্রতিটি এবং প্রত্যেক মানুষ নয়। উদাহরণ স্বরূপ ঃ লূক.২ঃ১ কিন্তু শুধুমাত্র রোমান সম্রাটকে এইভাবে কর দেওয়া হত। রোম.১ঃ৮ কিন্তু এই পৃথিবীর অনেক অংশ ঐ সময়ের রোমের মন্ডলীর কথা শুনতে পায়নি।

কল.১ঃ৬ কিন্তু তাহলে পৃথিবীর অনেক অংশ সুখবর গ্রহণ করেনি। প্রকাশিত কালাম.৩ঃ১০সমস্ত পৃথিবীকে কষ্ট ভোগ করতে হবে কিন্তু এর অর্থ প্রত্যেককে নয়, কিছু লোককে ইহা হতে রক্ষা করা হবে। এখানে এবং অন্যান্য জায়গায়, সমস্ত দুনিয়ার অর্থ অনির্দিষ্টভাবে অনেক লোকের চেয়ে বেশি কিছু নয়। আরও বেশ কিছু সংখ্যক আয়াতে "সমস্ত রক্ত মাংস" এর মত শব্দগুচ্ছ এর অর্থ সব রকমের মানুষের চেয়ে বেশি কিছু নয়, যেমন উদাহরণ স্বরূপ ঃ গীত ৯৮ঃ৩, যোয়েল ২ঃ২৮(পরিপূর্ণ হল প্রেরি.২ঃ১৭-এ)।

মাঝে মাঝে অবশ্যই সমস্ত পৃথিবীর অর্থ সব মানুষ শূধুমাত্র বিশ্বাসী ছাড়া,যেমন উদাহরণ স্বরূপঃ ১ইহো.৫ঃ১৯,প্রকা.১২ঃ৯

স্পষ্টতঃ এই উদাহরণ গুলো প্রদর্শন করে যে ইহা আবশ্যক নয় যে "সমস্ত দুনিয়া" শব্দগুলি দ্বারা সমস্ত কিছু অন্তর্ভূক্ত বুঝতে হবে। অর্থ বেশি কিছু হওয়ার প্রয়োজন নেই আলোচ্য অংশের শব্দগুলো সংগতভাবে যা অনুমোদন করে তা হতে। উপসংহার আমি বলব এই অনুচ্ছেদের আয়াতসমূহ সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য মসীহের কাজকে নির্দেশ করে, ইহুদী এবং অইহুদী সমান ভাবে। ইহা বলে যে প্রকৃত পক্ষে তিনি তাদের "তুষ্টি সাধন"।

কেহই আন্তরিকভাবে বিতর্ক করে না যে সমস্ত মানুষ, সর্বত্র প্রকৃতপক্ষে মসীহ কর্তৃক নাজাত পেয়েছে। ইহা প্রস্তাব করেও কোন লাভ নেই যে মসীহ প্রতিটি এবং প্রত্যেক মানুষের জন্য একটি যথেষ্ট কোরবানী। ইয়াকুব স্বস্তি পেত না শুধুমাত্র শ্রবণ করে যে মিশরে যথেষ্ট শস্য আছে। তাকে হয়ত ক্ষুধার্ত থাকতে

হত শস্যগুলো যদি প্রকৃতপক্ষে তাঁর না হত। অতএব, মসীহ শুধুমাত্র তাদের জন্যেই স্বস্তি সমস্ত বিশ্ব জুড়ে যারা প্রকৃত পক্ষে নাজাত প্রাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

কিতাবের ছয়টি অনুচ্ছেদের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। অন্যান্য আয়াতের মধ্যে কিছু কিছু আয়াত মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয় প্রস্তাব করতে যে মসীহ সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। ইহো. ১ঃ৯ এই আয়াতটির সবচেয়ে ভাল অনুবাদ সম্ভবতঃ এইরূপ ঃ"তাহা ছিল প্রকৃত আলো যাহা পৃথিবীতে আসিতেছিল, প্রত্যেককে আলোকিত করতে।"

(তুলনা করুন ইহো.৩ঃ১৯এবং ১২ঃ৪৬)

অন্যকথায় মসীহ পৃথিবীতে আসিতে ছিলেন ইহার একটি আলোকিত প্রভাব মানুষের উপর ছিল। যে কোন ব্যক্তির মধ্যে সত্যের আলো থাকলে, তা মসীহ হতে। বিশ্ব জনিন মুক্তির বিতর্কের জন্যে ইহা সত্যিই একটি দূর্বল ভিত্তি।

২। ইহো.১ঃ২৯ মসীহ সমস্ত দুনিয়ার সাধারণ পাপ দূর করেন সাধারণত ঃইহা খুবই নিশ্চিত। কিন্তু তিনি প্রত্যেক এবং সব মানুষের পাপ দূর করেন এবং ইহা নির্মূল করেন ইহা এই আয়াত কিংবা আমাদের অভিজ্ঞতায় সত্য নয়।

৩। ইহো.৩ঃ১৭ ইহার অর্থ এই বুঝা যায় না যে মসীহ সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন কারণঃ (ক) কারণ সমস্ত মানুষ মূলতঃ নাজাত পায়নি। (খ) মসীহ যখন এসেছিলেন তাঁর আগেই অনেকে বিনষ্ট হয়েছিল। (গ) অনেকের পতনের জন্য মসীহকে নিযুক্ত করা হয়েছিল(লূক.২ঃ৩৪) (ঘ) মসীহের আগমনের লক্ষ্য খোদার অনন্ত উদ্দেশ্য হতে ভিন্ন হতে পারে না যাতে ইতিমধ্যে অন্তর্ভূক্ত আছে অনেকের বিনষ্ট তাদের পাপের জন্য। খোদা কি তাঁর পুত্রকে পাঠিয়ে ছিলেন ঐগুলোকে নাজাত দিতে? তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে যে পৃথিবী নাজাত পেয়েছে সেই পৃথিবী হল সমস্ত খোদার লোকদের ।

৪। ইহো. ৪ঃ৪২ এবং ১ইহো. ৪ঃ১৪ এই অর্থে আমরা বুঝি যে মসীহকে দুনিয়ার উদ্ধার কর্তা বলা হয়।

ক) তিনি ব্যতীত দুনিয়ার মানুষের আর কোন উদ্ধার কর্তা নেই।

খ) সমস্ত দুনিয়া জুড়ে যারা নাজাত পেয়েছে একমাত্র তিনিই তাদেরকে নাজাত দিয়েছেন।

দৃশ্যতঃ তাঁকে পৃথিবীর উদ্ধার কর্তা বলা যাবে না কারণ তাহলে তাঁকে প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেককে উদ্ধার করতে হবে কিন্তু তিনি তা করেন নাই।

৫। ইহো.৬ঃ৫১ প্রকৃত ঘটনা হল যে এখানে দুনিয়ার অর্থ প্রতিটি বা সব মানুষ নয় বিষয়টি কারো কাছে দিনের আলোর মত পরিস্কার হওয়া উচিত। আয়াতটি বর্ণনা করে যে মসীহ তাঁর জীবন দিয়েছিলেন যাতে অন্যান্যরা জীবন পায়। আমরা কি সত্যিই ধরে নিতে পারি যে সর্বত্র সব মানুষ এই জীবন পেয়েছে?

যারা ইতিমধ্যে নরক ভোগে আছে তাদেরও কি তাঁর জীবন আছে? কারণ আমরা অবশ্যই "হাঁ" বলব উভয় প্রশ্নের উত্তরে যদি "দুনিয়া" অর্থ প্রতিটি এবং সব মানুষ হয়।

৬। ২কর.৫ঃ১৯ এখানে আবারও আমরা "দুনিয়া" শব্দটির অর্থ ইহার আলোচ্য অংশ থেকে বের করব। যাদেরকে "দুনিয়া" বলা হয়েছে ১৯ আয়াতে তাদেরকে "আমাদের" বলা হয়েছে ১৮ আয়াতে এবং "আমরা" ২১আয়াতে। যে সমস্ত জিনিস এই সব জায়গায় বলা হয়েছে শুধুমাত্র বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে সত্য। "দুনিয়া" বলতে এখানে তাদেরকে বুঝায় যাদের পাপ ক্ষমা করা হয়েছে। যদি এখানে "দুনিয়া" অর্থ দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষ হয় তাহলে কেন সব মানুষ খোদার সাথে মিলিত হয়নি? ইহা বলা হয়নি যে খোদা সবার সাথে পূণঃ মিলিত হবেন, নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তা করেছেন।

ইহা আমাদের প্রতিরক্ষা এবং উত্তর তাদের প্রতি যারা কিতাবের অনুচ্ছেদ সমূহকে বিকৃত করে তাদের ধারনাকে সমর্থন করতে যে মসীহ সবার জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। এই জায়গায় তাদের বিতর্কের সমস্ত শক্তি নির্ভর করে "দুনিয়া"শব্দটির উপর, যা খুবই অনিশ্চিতার্থক শব্দ। পাঠকই সমস্ত কিছু প্রমাণ করে দেখুন, এবং দৃরতার সহিত ধরে রাখুন যা ভাল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ঐ সমস্ত আয়াতের ব্যাখ্যা যেগুলোতে "সব মানুষ" বা "প্রত্যেক মানুষ" শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে কিছু সাধারণ বিষয় আছে "সব" শব্দটির ব্যবহার যা প্রথমে বলা দরকার। সাধারণ ব্যবহারে ইহার দু'টি অর্থ আছে। ইহার অর্থ "সম্পূর্ণ সংখ্যা" অথবা "ঐ সমস্ত জাতীয় প্রতিটি"। আমি বলতে প্রস্তুত যে দশবারের মধ্যে একবারের বেশি কিতাবে ইহার অর্থ "সম্পূর্ন সংখ্যা" প্রকাশ করে না। সব চেয়ে সাধারণ ব্যবহার হল "ঐ সমস্ত জাতীয় প্রতিটি" অর্থ প্রকাশ করে। উদাহরণ স্বরূপঃ

লূক.১১ঃ৪২ এখানে প্রকৃত শব্দগুলো হল "সমস্ত ওষধি"। কিন্তু অনুবাদকারী ইহা পড়লেন সমস্ত প্রকারের "ওষধি" যা আমরা সঠিক বলে বিশ্বাস করি।

ইহো.১২ঃ৩২ স্পষ্টতঃ সমস্ত মানব জাতী মসীহের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। এই জায়গায় "সব" অর্থ শুধুমাত্র সমস্ত জাতীর মানুষ হতে পারে। প্রেরি.২ঃ১৭-এ অভিজ্ঞতা হতে ইহা স্পষ্ট যে পবিত্র আত্নাকে সমস্ত মানব জাতীর উপর বর্ষণ করা হয়নি। "সমস্ত রক্ত মাংস" এর অর্থ শুধুমাত্র সমস্ত জাতীর লোক হতে পারে শুধুমাত্র ইহুদী নয়।

প্রেরিত ১০ঃ১২ আবারো প্রকৃত শব্দ হলো "সমস্ত পশু"। কিন্তু অনুবাদকারী সঠিক ভাবে লিখেছেন সমস্ত রকমের পশু এই সমস্ত উদাহরণ হতে (আমরা আরো অনেক ব্যবহার করতে পারতাম),

আমরা তিনটি সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। ক) সমস্ত শব্দের অর্থ প্রায়ই প্রত্যেক প্রজাতির কিছু লোক।

খ) সমস্ত শব্দের অর্থ হতে পারে একটি নির্দিষ্ট জাতির প্রতিটি লোক। রোম ৫ঃ১৮ -তে "সমস্ত লোক" বলতে "সমস্ত নির্দোষ মানুষ" অথবা "সমস্ত বিশ্বাসীদেরকে" বুঝায়।

গ) যখন পুরাতন নিয়ম ভবিষ্যদ্বানী করে যে সমস্ত জাতি সুপথে পরিচালিত হবে, নতুন নিয়ম প্রদর্শন করে যে প্রত্যেক জাতী হতে খোদার মনোনীদেরকে বুঝানো হয়েছে এই সাধারণ পর্যবেক্ষণের পর, আমি কিতাবের নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদে আসব যেগুলো প্রায়ই তাদের দ্বারা ব্যবহৃত হয় যারা বিতর্ক করেন যে মসীহ সমস্ত মানব জাতীর জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন।

১।সম্ভবতঃ ১তীম.২ঃ৪-৬ এই অনুচ্ছেদগুলোর মধ্যে প্রধান।

এই আয়াত হতে বিতর্ক করা হয় যে, যদি খোদা চান সমস্ত মানুষ কে রক্ষা করতে তাহলে মসীহ অবশ্যই সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন।

কিন্তু বলা হয়েছে খোদা চান যাতে সমস্ত মানুষ নাজাত পায়। অতএব, মসীহ অবশ্যই সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করে থাকবেন। আমরা এই সব অসংগতিপূর্ণ সমস্ত শব্দটি মোকাবেলা করি। যদি শব্দটি দ্বারা "প্রত্যেক জাতীর" মানুষকে বুঝায়, তাহলে আমরা যুক্তিটি সঠিক বলে গ্রহণ করি। যদি শব্দটি দ্বারা সমস্ত মানব জাতীকে বুঝান হয়, তাহলে আমরা অস্বীকার করি যে খোদা চান যাতে তারা রক্ষা পায়। খোদার ইচ্ছাকে দুইভাবে চিন্তা করতে হবে।

ক) আমাদের জন্য তাঁর উদ্দেশ্য - আমাদের কৃত-কর্মে তাঁর চাওয়া এবং

খ) তাঁর নিজের জন্য উদ্দেশ্য যা তিনি করবেন। এখন এই আয়াতে খোদার ইচ্ছার অর্থ যদি ধরে নেয়া হয় যে "যা তিনি চান মানুষ করুক" তাহলে এখানে প্রেরিতগণ বলতেছেন যে খোদা চান সমস্ত মানব জাতীকে সঠিক পন্থা ব্যবহার করে নাজাতে পৌঁছতে। কিন্তু মানব জাতীর বিশাল অংশ এই বিষয়ে কোন জ্ঞান ছাড়াই জীবন-যাপন করেছে এবং মৃত্যু বরণ করেছে কারণ স্বর্গীয় তত্বাবধান, অনুগ্রহের মাধ্যম তাদের নিকট পৌঁছায়নি। অতএব, সমস্ত মানুষ এর অর্থ খুব বেশি হলে শুধুমাত্র সমস্ত মানুষ হতে পারে যারা সুখবর শুনতে পেয়েছে। ইহার অর্থ সম্ভবতঃ সমস্ত মানব জাতী হতে পারে না। কিন্তু পক্ষান্তরে আমরা বলতে পারি যে ইহা অবশ্যই করা হবে, খোদা যা ইচ্ছা করেন, তিনি তা-ই করেন। (গীত.১১৫ঃ৩)

অতএব, যদি "সমস্ত মানুষ" এর অর্থ সমস্ত মানব জাতি হয় তাহলে প্রত্যেকেই নাজাত প্রাপ্ত। (যদি না হয় তাহলে খোদা তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়েছেন, যা অচিন্তনীয়) খোদার ইচ্ছার অর্থ যদি আমরা গ্রহণ করি " তিনি যা করতে স্থির করেন" এবং আমরা জানি এই জন্য ইহা অবশ্যই সম্পাদিত হবে। এই জন্য আমার প্রশ্ন ঃ তাহলে সমস্ত মানুষের অর্থ কি হতে পারে? যেহেতু স্পষ্টতঃ সমস্ত মানুষ উদ্ধার পায়নি। "সমস্ত মানুষ" দ্বারা পৌল এই সুখবর প্রচারের যুগে সমস্ত রকমের জীবন্ত মানুষকে বুঝিয়েছেন। অনুগ্রহের উপায় এবং মন্ডলীর সীমানা সমস্ত দুনিয়া

জুরে বৃদ্ধি পাচ্ছে এই জন্য আমরা সব শ্রেণীর লোকের জন্য মোনাজাত করি। (তুলনা করুন ১এবং ২রাজা এবং যারা কর্তৃত্বে আছে) কারণ খোদা এখন সর্ব প্রকারের লোককে নাজাত দিবেন শুধু মাএ ইহুদী জাতির লোককে নয়। লক্ষ্য করুন দুইটি জিনিষের কথা বলা হয়েছে।

ক॥ খোদা ইচ্ছা করেন সর্ব জাতীয় কিছু কিছু লোক নাজাত পাবে এবং সত্য জ্ঞান অর্জন করবে।

খ॥ ইহা স্পষ্ট যে খোদার ইচ্ছা নয় সমস্ত মানব জাতী সত্যের জ্ঞান লাভ করুক, যেহেতু ইহা স্পষ্ট নিম্নলিখিত আয়াত সমূহ থেকে ঃ-গীত.১৪৭ঃ১৯,২০ মথি. ১১ঃ২৫,২৬ প্রেরি. ১৪ঃ১৬ কল. ১ঃ২৬প্রেরি. ১৭ঃ৩০।

এই সমস্ত কারণের জন্য আমরা গ্রহণ করি না যে এই আয়াতে সমস্ত মানুষ বলতে সমগ্র মানব জাতীকে বুঝায়। ইহার অর্থ শুধুমাএ সমস্ত রকমের কিছু কিছু মানুষ হতে পারে যাদের জন্য প্রকৃতপক্ষে মসীহ মুক্তির মূল্য হয়েছেন আয়াত ৬। ইহা প্রকা.৫ঃ৯-এ যা বর্ণনা করা হয়েছে তাঁর সাথে সামনজ্স্যপূর্ন।

২। এখন আমরা আরেকটি আয়াতে আসব যা প্রায়ই ব্যবহৃত হয় বিশ্বজনিন প্রায়শ্চিত্তের প্রস্তাব সমর্থনে ২পি, ৩ঃ৯। এই আয়াত হতে বলা হয়,

ক॥ খোদা চান না কেউ ধ্বংস হোক এবং

খ॥ খোদা চান প্রত্যেকে মন পরিবর্তন করুক।যেহেতু কেবল মসীহের মৃত্যু দ্বারা মানুষ মন পরিবতর্নে আসে তাহলে তিনি

অবশ্যই প্রত্যেকের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। এই কথার উত্তরে আমাদের অনেক কথা বলার দরকার নেই।

প্রেরিতেরা এখানে আমাদের সম্পর্কে বলতেছেন। তারা কারা? পত্রের আলোচ্য অংশ থেকে আমরা উত্তর দেই তারা হল এই লোকজন যারাঃ-

ক॥ মহৎ এবং মূল্যবান প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে অধ্যায় ১ঃ৪।

খ॥ “প্রিয় পাত্র” বলে আহ্বান করা হয় অধ্যায় ৩ঃ১।

গ॥ উপহাসকারীদের নিকট হতে পৃথক করা হয়েছে অধ্যায় ৩ঃ৩।

ঘ॥ তাঁর প্রথম পত্রে বলা হয়েছে “মনোনীতগণ” অধ্যায় ১ঃ২।

ঙ॥ তাঁর প্রথম পত্রে বলা হয়েছে “ক্রয়কৃত লোক” অধ্যায় ২ঃ৯।

এখন বিতর্ক করা খোদা চান না এই প্রকারের কেউ বিনষ্ট হোক এই জন্য তিনি চান প্রত্যেকে যেন মন পরিবর্তন করে, নিশ্চয়ই ইহা নির্বোদ্ধিতা। আয়াতটির স্পষ্ট অর্থ প্রকাশ যে শুধুমাত্র তারা সবাই তাঁর মনোনীতগণ যারা বিনষ্ট হোক তিনি চান না।

২। পরবর্তী যে আয়াতটি পরীক্ষা করা হবে তা হল ইব্রা.২ঃ৯। এখানে বলা হয়েছে যে মসীহ প্রত্যেকের জন্য মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছেন। “প্রত্যেক মানুষ” শব্দদ্বয় প্রায়ই ব্যবহৃত হয় একটি নির্দিষ্ট শ্রেণীর প্রত্যেককে বুঝাতে। উদাহরণ স্বরূপ

ক॥ ১কর.১২ঃ৭ স্পষ্টতঃ প্রত্যেককে বুঝায় যাদেরকে প্রকৃত পক্ষে দান দেয়া হয়েছে।

খ॥ কল.১ঃ২৮ পৌল যাদের নিকট সুসমচার প্রচার করেছেন স্পষ্টতঃ তাদের প্রত্যেকের চেয়ে বেশি কিছু বুঝায় না। অতএব,

এখানে আলোচ্য বিষয় নির্দেশ করে তারা কারা যার জন্য মসীহ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছেন। তারা হল:(ইব্রা.২)

ক) অনেক সন্তান (আয়াত১০)

খ)যাদেরকে তিনি পবিত্র করেন (আয়াত১১)

গ) তাঁর ভাইদের (আয়াত ১১)

ঘ) যে সন্তনদেরকে খোদা তাঁকে দিয়েছেন (আয়াত১৩)

ঙ) যাদেরকে মুক্ত করা হয়েছে (আয়াত ১৫)

উক্ত তাদের প্রত্যেকের জন্য মসীহ মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করেছেন। যেহেতু এই সমস্ত বর্ণনার কোনটিই যারা অবিশ্বাসে রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাবে না।"প্রত্যেক মানুষ" এর অর্থ এখানে সমস্ত মানব জাতী হতে পারে না।

৪। ২কর ৫ঃ১৪,১৫ ইহার অর্থ গ্রহণ করা হয়ে থাকে যে মসীহ তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন যারা মৃতঃ ছিল।কিন্তু প্রেরিত শুধুমাত্র বলতেছেন যে মসীহ যাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন তারা মৃতঃ ছিল এবং তাঁর মধ্যে জীবিত।

এখানে শুধুমাত্র বিশ্বসীদেরকে এবং সমস্ত বিশ্বাসীদেরকে স্থির করা হয়েছে। মসীহকে বলা হয়েছে তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করতে, এবং পুণরায় জেগে উঠতে ইহা শুধুমাত্র বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে সত্য যখন প্রেরিত বলেছিলেন, "তখন সবাই মৃত্যু ছিল" যে মৃত্যুর কথাবলাহয়েছে তা পাপে মৃতঃ নয় যাতে সমস্ত মানুষ মৃতঃ। ইহা একটি আত্মীক মৃত্যু। প্রেরিত এর উদ্দেশ্য হলো প্রদর্শন করা যে মসীহ যাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন তারা সবাই এখন পাপের

নিকট মৃতঃ এবং পরিবর্তে তাঁর প্রতি জীবিত। এখানে বিশ্বজনিন পায়শ্চিত্তের প্রসঙ্গে কিছু নেই , কিন্তু মসীহের মৃত্যু প্রসঙ্গে অনেক কিছু আছে যার ফলে একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পবিত্র জীবন-যাপন করে।

৫। ১কর ১৫ঃ২২ এই আয়াতটি ব্যবহার করা যাবে না প্রমাণ করার জন্য যে মসীহ সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন তা স্পষ্ট পৌল যে সত্য ঘটনা লিখেছেন তা হতে ২৩ আয়াতে, পুণরূত্থানে "যারা মসীহের" এবং ২০ আয়াতে মসীহ হলেন তাদের জন্য "প্রথম ফল"। নিশ্চয়, এই সমস্ত জিনিস সমস্ত মানুষের ক্ষেত্রে বলা যাবে না। প্রেরিত এখানে বিশ্বাসীদের কথা বলেছেন, যারা আদমে মৃতঃ ছিল, এবং যাদেরকে মসীহতে জীবিত করা হয়েছে।

৬। রোম.৫ঃ১৮ এই আয়াতটি অনেকে প্রচুর ব্যবহার করে এই ধারনাকে সমর্থন করতে যে মসীহের মৃত্যু সমস্ত মানুষের জন্য জীবন আনয়ন করে।

আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি যে আয়াতটিতে দ্বিতীয় অংশে "সমস্ত মানুষ" এর অর্থ শুধুমাত্র বুঝা যেতে পারে তাদেরকে যাদের উপর প্রকৃতপক্ষে বিনামূল্যের দান বর্ষিত হয়। ১৭ আয়াতে তাদেরকে বর্ণনা করা হয়েছেএই রূপে "যারা প্রচুর করুণা পায়" যে মসীহের মাধ্যমে জীবনে রাজত্ব করে ১৯ আয়াতে যাদেরকে নির্দোষ করা হয়েছে এর কোনটিই সমস্ত মানব জাতী সম্পর্কে বলা যাবে না। কিন্তু যেহেতু এই আয়াত নিয়ে খুব বেশি বিতর্ক করা হয়ে থাকে এই জন্য আমরা সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদটি আরো বিস্ত

ারিতভাবে অধ্যায়ন করব। বলা হয়ে থাকে যে আদম ও মসীহের মধ্যে একটি সাদৃশ্য আছে আয়াত ১৪। মসীহ অনেক কাজ করেছেন যা আদমের অনেক কাজের মত। একই সময়ে পৌল নির্দেশ করেন যে অনেক জিনিস আছে যাতে মসীহ আদম হতে ভিন্ন আয়াত ১৫,১৬,১৭।

ইহা হতে আমরা দেখতে পাই যে আমরা সম্পুর্ণ ভাবে আদম এবং মসীহের সাদৃশ্যের উপর জোর দিতে পারি না। এখানে তুলনার মূল বিষয় হল যেভাবে আদমের কাজ আদম এবং অন্যান্যদেরকে প্রভাবিত করে ছিল এবং তেমনি মসীহের কাজ মসীহকে ও অন্যান্যদেরকে প্রভাবিত করেছে। এই বিতর্ক করা হয় না যে “যে সমস্ত লোক” আদম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তারা একই লোক। ইহা নিম্ন লিখিতভাবে পরিস্কার করা হয়েছে ঃ

ক॥ কিতাব মসীহকে নারীর সন্তান বলে গন্য করে (আদি ৩ঃ১৫) এই জন্য ইহার অর্থ হল যে তিনি সাপের বংশধরদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না।

খ॥ ইহো ১৭ঃ৯ এ মসীহ নিজেই নির্দেশ করেন যে তিনি আদম হতে আগত সমস্ত বংশধরদের প্রতিনিধি নন।

গ॥ ইব্রা ৭ঃ২২ যারা নতুন নিয়মের অধিনে মসীহকে তাদের প্রতিনিধি বলা হয়। এই নতুন নিয়ম আদমের সমস্ত সন্তানদের সাথে করা হয়নি।

ঘ॥ যিশাইয়া ৫৩ঃ৫,৬ হতে ইহা পরিস্কার যে সমীহকে অন্যদের পরিবর্তে কষ্টভোগ করতে হবে। কিতাব নির্দেশ করে যে অনেকে নিজেরাই কষ্ট ভোগ করবে। এই জন্য মসীহ আদমের সমস্ত বংশধরদের জন্য প্রতিনিধি নন।

ঙ॥ মসীহ নি:স্ফলভাবে কারো প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না। কিন্তু যদি তিনি সবার জন্য প্রতিনিধি হয়ে থাকেন, তাহলে শাস্তি প্রাপ্তদের জন্য তাঁর কাজ নি:স্ফল।

চ॥ যদি খোদা তাঁর পুত্রের কৃতকর্মে সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, যেহেতু তিনি ছিলেন, তাহলে অবশ্যই সবার প্রতি সন্তুষ্ট যাদের পক্ষে পুত্র কাজ করেছিলেন। কিন্তু খোদা সমস্ত মানুষের প্রতি সন্তুষ্ট নন। এই জন্য মসীহ সমস্ত মানুষের জন্য প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না।

ছ॥ স্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রদর্শন করা হয়েছে যে মসীহ সমস্ত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন না,যা আদম করে ছিল।
মথি.২০ঃ২৮,২৬ঃ২৮,ইহো.১০ঃ১৫-১৭,প্রেরি.২০ঃ২৮:
রোম. ৮ঃ৩৩।

সপ্তম অধ্যায়

ঐসমস্ত আয়াতের ব্যাখ্যা যেগুলো মনে হয় প্রস্তাব করে যে যাদের জন্য মসীহ মৃত্যু বরণ করেছেন তারা এরপরও ধ্বংস প্রাপ্ত হতে পারে। অনেকে এই ক্ষেত্রে বিতর্ক করে থাকে বিশ্বজনিন, নাজাতের জন্য। মসীহ যাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন তাদের কেউ কেউ এখনো ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে কিছু আয়াত এই প্রস্তাব করে, যে ক্ষেত্রে ইহা কোন সমস্যা নয় যে তিনি সবার জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, তথাপি সবাইকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হলেন।

প্রথমতঃ আমি বলতে চাই যে এমন কি যদিও মসীহ যাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন তাদের কিছু বিনষ্ট হবে বলে ধরে নেয়া হয়।তথাপি ইহা প্রমাণ করে না যে তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন সমস্ত হারানোদের জন্য! মূলত ঃ আমরা অস্বীকার করি যে, কোন আয়াত প্রস্তাব করে যে খোদার মনোনীতরা বিনষ্ট হতে পারে । আসুন আমরা পরীক্ষা করে দেখি ঐ সমস্ত আয়াতগুলো যা বহুল ব্যবহৃত হয় তাদের দ্বারা যাদের আমরা বিরুধীতা করি।

১॥ রোমীয়.১৪ঃ১৫ এখানে বলা হয়ে থাকে পৌল শিক্ষা দেয় যে মসীহ যাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন তারা বিনষ্ট হতে পারে। আমি উত্তর দেই যে এই রকম কোন কিছু বলা হয়নি। আমাদের কি করা উচিত নয় পৌল এই সতর্ক করনঃ

এর বেশি কিছু-ই করেন না। কোন কিছুর বিরুদ্ধে সতর্ক বাণী প্রমাণ করে না যে আমরা তা করতে পারি। আমরা অবশ্যই স্মরণ রাখব যে কিতাব “ধার্মিক” এবং “ভাই” শব্দগুলো ব্যবহার করে তাদেরকে বর্ণনা করতে যারা স্বীকার করে যে তারা মসীহের মন্ডলীর সদস্য। এই জন্য অনুচ্ছেদ প্রমাণ করে না যে মসীহ যাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন তারা বিনষ্ট হতে পারে। ইহা শুধুমাত্র প্রমাণ করতে পারে যে যাদেরকে আমরা ভাই হিসাবে চিন্তা করেছিলাম প্রকৃতপক্ষে তারা তা ছিল না,যদি তারা ঘটনাক্রমে বিনষ্ট হয়।

২॥ ১কর.৮ঃ১১ এখানে আবারও, বলা হয়েছে মসীহ যাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন তারা বিনষ্ট হতে পারে। আমরা উত্তর দেই যে, ইহা কোন ক্রমেই আবশ্যক নয় যে এই স্থানে বিনষ্ট অর্থ অনন্ত নরক ভোগ। পাপ সর্বদাই ধ্বংসাত্মক যদিও ইহা সর্বদা অনন্ত ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে না, কারণ কিছু পাপী মসীহ কতৃর্ক নাজাত পেয়েছে আবার এই একজনকে “ভাই” বলা হয়েছে এর অর্থ সে যা স্বীকার করে তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। এখানে কোন প্রমাণ নেই যে মসীহ যার জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন সে অনন্ত কালের জন্য হারিয়ে গেছে।

৩॥ ২পিতর. ২ঃ১ মসীহ সবার জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন যারা বিনষ্ট হবে তারাসহ ইহা প্রমাণ করতে এই আয়াতটি ব্যবহারের পূর্বে ইহা অবশ্যই প্রদর্শন করতে হবে যে ঃ

ক। "প্রভু" শব্দটি দ্বারা খোদাবন্দ মসীহকে বুঝানো হয়েছে।
খ। "কেন হয়েছে" এই শব্দদ্বয়ের মাধ্যমে মসীহের মৃত্যু দ্বারা মুক্তিকে বুঝানো হয়েছে।
গ। এই সমস্ত শিক্ষকগণ ছিল প্রকৃত পক্ষে বিশ্বাসী শুধুমাত্র নামধারী বিশ্বাসী ছিল না।
ঘ। খোদার মনোনীতদের যে কেহ ধ্বংস প্রাপ্ত হতে পারে এবং
ঙ। মসীহের মৃত্যু ছিল সবার জন্য কিন্তু এই সমস্ত জিনিস সম্পুর্ণ অনিশ্চিত,বিশ্বজনিন মুক্তির সিদ্ধান্তের জন্যে কোন ভিত্তি নেই।
যেহেতু আমরা প্রদর্শন করেছি ঃ
ক॥ এখানে "প্রভু" এই শব্দটির জন্য গ্রীক শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা নতুন নিয়মে আর কোথাও সাধারণত ঃ মসীহের জন্য ব্যবহৃত হয়নি। এই শব্দটি খোদার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সমস্ত মানুষের প্রভু বা মালিক হিসাবে।
খ॥ "কেন হয়েছে" শব্দটি সচরাচর এই রকম কতিপয় শব্দের সাথে সংযুক্ত "রক্ত দ্বারা" অথবা "মৃত্যু দ্বারা" অথবা "একটি মূল্য দ্বারা" যখন মসীহের মৃত্যুর প্রসংগে ব্যবহৃত হয় ঐসমস্ত শব্দের অনুপস্থিতি ইহাকে অমীমাংসিত অবস্থায় রাখে, যাতে এখানে যা ক্রয় করা হয়েছে ইহা শুধুমাত্র এই জীবনের কিছু মন্দতা হতে একটি সাধারণ মুক্তি।

এই অধ্যায়ের ২০ আয়াতের মত এখানে যা কিছু স্থির করা হয়েছে তা হল, খোদা তাঁর মঙ্গলতায় অনেক লোককে রক্ষা

করেন এই পৃথিবীর অতি মন্দতা থেকে। তথাপি তারা তাদের মিথ্যা শিক্ষা দ্বারা তাঁকে অস্বীকার করে যে তাদেরকে সুরক্ষা করেছে এবং এই জন্য শেষ পর্যন্ত বিনষ্ট হয়। একজন কিভাবে ইহা হতে প্রমাণ করতে পারে যে মসীহ সবার জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন?
৪॥ ইব্রা ১০ঃ২৯ অবশেষে এই আয়াত হতে বিতর্ক এখানে বলা হয়েছে যে যাকে পবিত্র করা হয়েছে সে মসীহকে পদ-দলিত করতে পারে, তাহলে ইহার অর্থ অবশ্যই তিনি তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, তথাপি ব্যর্থ হয়েছেন তাদেরকে রক্ষা করতে।
আমাদের উত্তর ঃ
ক) এখানকার উদ্দেশ্য হল স্বধর্ম ত্যাগের ভয়াবহতা প্রদর্শন করা। মুসার আইন অমান্য করা ছিল খুব মারাত্মক। খোদার পুত্রের সুখবর লঙ্গন করা কত না বেশি ভয়াবহ।
খ) এখানে যে সমস্ত লোকদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে তারা নামধারী বিশ্বাসী ইহার অর্থ এই নয় যে তারা প্রকৃত বিশ্বাসী।
গ) লেখক তার পাঠককে বিনষ্টের হাত হতে রক্ষা করতে একটি সতর্ক বাণী ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন ঃ "যদি আমরা ইচ্ছাকৃতভাবে পাপ করতে থাকি" ইহা প্রমাণ করে না যে প্রকৃত বিশ্বাসীরা এই রকম কাজ চালিয়ে যেতে পারে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ খোদা ইউসুফকে সতর্ক করে দিলেন মিশরে পালিয়ে যেতে নতুবা হেরূদ শিশু মসীহকে মেরে ফেলবে।

এই সতর্ক বাণী দেয়া হয়েছিল। এই জন্য নয় যে মসীহকে হত্যা করা যেত খোদার উদ্দেশ্য ছিল স্পষ্টতঃ অন্য রকম কিন্তু নিশ্চিত করতে যে তাঁকে হত্যা করা হয়নি।

ঘ) "চুক্তির রক্ত দ্বারা পবিত্র হওয়া" অপরিহার্য রূপে প্রমাণ করে না যে তারাই হল ঐসমস্ত লোক যাদের জন্য মসীহ মৃত্যু বরণ করেছিলেন।

চ) প্রেরিতেরা মাঝে মাঝে মন্ডলীগুলোকে ধার্মিকগণ বলে সমষ্টিগতভাবে আখ্যায়িত করেন ইহা কোন প্রমাণ নয় যে প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তা-ই ছিলেন। যারা অবগাহন নেয় তাদেরকে অনেক সময় "পবিত্র করা হয়েছে" বলে আখ্যায়িত করা হয়। এই ক্ষেত্রে তাদেরকে ইহা দ্বারা অবগাহনহীন লোকদের থেকে পৃথক করা হয়েছে। যদি জোর দিয়ে বলা হয় যে যারা মসীহকে পদ-দলিত করেছেন তারা প্রকৃত বিশ্বাসী তথাপি বিনষ্ট হতে পারে, তাহলে আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে যে ঃ

১। বিশ্বাস এবং পবিত্রতা খোদার মনোনীতদের অপরিহার্য চিহ্ন নয়।

২। প্রকৃত বিশ্বাসীগণকে মসীহের নিকট হতে পৃথক করা যেতে পারে।

আমরা ইতি মধ্যে তাদের উভয়ের পরস্পর বিরোধীতা প্রমাণ করেছি। এই অনুচ্ছেদটি নামধারী খৃস্টানদের কাছে পরিস্কার করে দেয় যে তারা যা স্বীকার করে তা লঙ্গন করার পাপ কত ভয়াবহ।

এবং একই সময়ে ইহা প্রকৃত বিশ্বাসীদের সতর্ক করে দেয় যাতে তারা এই পাপ না করে। অতএব, খোদার সহায়তায় আমি একটি পরিষ্কার ব্যাখ্যা আপনাদেকে দিয়েছি ঐসমস্ত আয়াতের যা প্রায়ই তারা ব্যবহার করে প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে যে মসীহ সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন।

সুতরাং আমি আমাদের মূল বিতর্ক প্রতিষ্ঠা করি যে মসীহ শুধুমাত্র খোদার মনোনীতদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন।

অষ্টম অধ্যায়

কিছু ত্রুটিপূর্ণ যুক্তি উদ্ঘাটিত হয়েছে। মনে হয় আজ কাল কিছু নির্বোধ বিতর্কের ব্যবহার হচ্ছে যার উত্তর আমি এখন সংক্ষেপে দিব, এবং একই সাথে সমস্ত বিষয়টির একটি সমাপ্তি টানব।

১। একটি বিতর্ক এই ভাবে করা হয় ঃ

সবাই যা বিশ্বাস করতে বাধ্য তা অবশ্যই সত্য। প্রত্যেকেই বিশ্বাস করতে বাধ্য যে মসীহ তাঁর জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। এই জন্য ইহা সত্য যে মসীহ প্রত্যেকের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। আমি ধরে নেই যে এই বিতর্কে প্রত্যেক জন এর অর্থ দাঁড়ায় প্রতিটি এবং প্রত্যেক মানুষ এবং ঐ বিশ্বাস করা অর্থ মসীহতে রক্ষাকারী বিশ্বাস। একটা জিনিস আমরা কিতাব হতে প্রত্যেকের জন্য জানি যে তারা আত্মীকভাবে মৃতঃ অবস্থায় আছে এবং খোদার ক্রোধে পতিত।

অতএব, এই বিতর্ক প্রকৃতপক্ষে প্রস্তাব করেছে যে সমস্ত মানুষ মৃতঃ এবং বিনষ্ট অবস্থায় থেকে কখোনই বিশ্বাস করতে বাধ্য নয় যে ইহা খোদার ইচ্ছা ছিল যে মসীহ তাদের প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট করে মৃত্যু বরণ করেছেন।

কিতাব কোথাও বলে না যে মসীহ নির্দিষ্ট করে এই লোক বা ঐ লোকের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন কিন্তু বরং অনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যে তিনি "পাপীদের" জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। কিতাবের কোন আদেশ বা প্রতিজ্ঞা কোন লোককে আহ্বান করে না বিশ্বাস করতে যে মসীহ নির্দিষ্টভাবে তার জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। ইহাও সত্য হতে পারে না যে প্রত্যেক এবং প্রতিটি মানুষ নাজাতের জন্য মসীহতে বিশ্বাস করতে বাধ্য যতক্ষণ পর্যন্ত প্রদর্শন করা যাবে না যে সবাইকে ইহা করতে বলা হয়েছে।

ইহা লক্ষ লক্ষ লোকের দায়িত্ব হতে পারে না যারা কখনও মসীহের কথা শুনে নাই, নাজাতের জন্য মসীহতে বিশ্বাস করা। পৌল প্রদর্শন করে রোম.২ঃ১২ তে যে অনেকে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে শুধুমাত্র প্রকৃতির আলোর বিরুদ্ধে পাপ করার জন্য। স্পষ্টরূপে তাদের জন্য মসীহতে নাজাতকারী বিশ্বাসের আবশ্যকতা নেই। অতএব, বিতর্কটি অবশ্যই আবার সাজিয়ে লিখতে হবে পড়ার জন্য যাদেরকে সুসমাচার দ্বারা আহ্বান করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকেই যারা সুখবর শোনতে পায় বিশ্বাস করতে বাধ্য যে মসীহ নির্দিষ্ট ভাবে তার জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। অতএব, ইহা

সত্য যে মসীহ তাদের প্রত্যেকের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন যারা সুখবর শ্রবণ করে।

কেউ কি আছে যে দেখতে পায় না এই বিতর্ক অর্থহীন এই ক্ষেত্রে যা প্রতিরোধ করার দরকার। এখন আমরা স্বীকার করছি যে সমস্ত মানুষের জন্য বিশ্বাস এর অবশ্যক নেই,

কিন্তু শুধুমাত্র তাদের আবশ্যক যারা প্রকৃতপক্ষে সুখবর শোনতে পায়। সতরাং বিশ্বজনিন মুক্তির বিতর্ক ইতিমধ্যে পরাভূত হয়েছে। আবার আমরা দ্বিতীয় প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করি যখন সুখবর প্রচারিত হয় যা কিছু বলা যেতে পারে তা হল "যে বিশ্বাস করে এবং যাকে অবগাহন দেয়া হয় সে নাজাত পাবে কিন্তু যে অবিশ্বাস করে সে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে "

(মার্ক.১৬ঃ১৬) অথবা ইহা বলা যেতে পারে যে " তাহাতে ব্যতীত অন্য কোন জনে নাজাত নাই, কারন বেহেস্তের নিচে আর কোন নাম নেই, (মসীহ ব্যতীত) যাতে আমরা নাজাত পেতে পারি।"

(প্রেরি.৪ঃ১২) অন্যকথায় সুখবর শ্রবনকারীর দায়িত্ব হল নাজাতকারীর প্রয়োজনীয়তায় বিশ্বাস করা। এবং মসীহ হলেন সেই নাজাতদাতা, এবং ইহা নয় যে মসীহ তাদের প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট ভাবে মৃত্যু বরণ করেছেন।

খোদা যে সমস্ত জিনিসে বিশ্বাস করার প্রয়োজনীয়তা আরোপ করেন সেখানে একটি প্রাকৃতিক ক্রম বিদ্যমান যতক্ষন পর্যন্ত কিছু বিশ্বাস করা না হয় বাকী গুলোর প্রয়োজন নেই। এক জন লোককে আদেশ করা হয় না মইয়ের নিচের সমস্ত ধাপগুলো বাদ

দিয়ে চূঁড়ায় আরোহনের জন্যে। ইহা সুখবরের নিয়মের কত না বেশি বিরুধী কাউকে বিশ্বাস করতে আহবানের পূর্বে বিশ্বাস করতে বলা যে মসীহ নির্দিষ্ট ভাবে তার জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন,

প্রথমত: তাকে গ্রহণ করতে হবে ঃ-
ক। সাধারণ ভাবে সুখবরের সত্যগুলো।
বিশ্বাসেই নাজাতের একমাত্র পথ।
খ। যে তার এক জন নাজাতদাতার দরকার।
গ। মসীহ তাকে রক্ষা করতে সক্ষম। কারো মধ্যে এই সত্যগুলোর বিষয়ে বিশ্বাস জন্মানোর পূর্বে আহবান করা যে মসীহ নির্দিষ্ট ভাবে তার জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন,তা সুখবরের নিয়মের বিরোধী।

ঘ। কারো সুখবরে বিশ্বাস করার খোদার ধাপ সমুহ হল প্রথমতঃ মন পরিবর্তন করা এবং বিশ্বাস করা যে সুখবর খোদার বাক্য এবং ঐখানে প্রকাশিত মসীহ হলেন খোদার নাজাতের একমাত্র পথ, দ্বিতীয়তঃ বিশ্বাস এবং নাজাতের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে, তৃতীয়তঃ আত্মা দ্বারা একটি নির্দিষ্ট প্রত্যয় তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ভাবে একজন নাজাতকারীর প্রয়োজনীতা, যা দ্বারা সে "ক্লান্ত এবং ভারাক্লান্ত" হয়ে পড়ে, চতুর্থত ঃ মসীহের প্রতি আত্মার তীব্র বিশ্বাস, সুখবরের প্রজ্ঞিায় সাড়া দিয়ে যারা এমন ভাবে তাঁর নিকট আসবে তাদের সবাইকে গ্রহণ করা হবে মসীহ নির্দিষ্টভাবে তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন।

এই সমস্ত কিছুর পর, তার আগেনয়, এখানে খোদার ভালবাসার নিশ্চয়তা এবং মসীহের মৃত্যু নির্দিষ্টভাবে তার জন্য এই সত্যের উপর ভিত্তি করে যে প্রথম চারটি বিশ্বাসের কাজ করতে তাকে সক্ষম করা হয়েছিল।

(করণ খোদার আত্মার সাহায্য ব্যতীত আগের শেষটির চেয়ে আনেক ক্ষুদ্র কাজ ও সম্পাদিত হবে না।)

অতএব, আমাদের বিতর্কটি আবার সাজিয়ে লিখতে হবে পড়ার জন্য:- যাদেরকে সুসমাচার দ্বারা আহ্বান করা হয়েছে তাদের প্রত্যেকেই যা বিশ্বাস করতে বাধ্য তা অবশ্যই সত্য হবে। যা প্রত্যেকের মধ্যে বিশ্বাস জন্মায় নাজাতদাতার প্রয়োজনীয়তায় এবং নাজাতের সঠিক পথের, মসীহের জন্য আকাংখা এবং তৃষ্ণা। তাহলে বিশ্বাস করার বাধ্যতা অবশ্যই সত্য হবে।
এই রকম প্রত্যেক লোকই বিশ্বাস করতে বাধ্য যে মসীহ নির্দিষ্ট ভাবে তার জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। অতএব, মসীহ এইরকম একজন লোকের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, তা সত্য। এখন ইহা পরিস্কার যে এমনকি যারা সবাই সুখবর শ্রবণ করে বিশ্বাস করতে বাধ্য নয় যে মসীহ নির্দিষ্ট ভাবে তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, কিন্তু শুধুমাত্র ঐরকম লোক যোগ্য যাদের কথা আমরা বর্ণনা করেছি।
মসীহ নির্দিষ্ট ভাবে তার জন্য মৃত্যুবরণ করেছেন ইহা বিশ্বাস করার ব্যর্থতা কোন পাপীর বিনষ্টের কারণ নয়। তাকে ইতিমধ্যে

দোষী স্বাব্যস্থ করা হয়েছে কারণ সাধারণ ভাবে খোদার বাক্যের সত্য সে বিশ্বাস করেনি। সুতরাং এই বিতর্ক ন্যায়সঙ্গত এবং কিতাব এর নিয়ম অনুসারে লিখতে আমাদেরকে “প্রত্যেক জন ”এর জনঅরণ্য থেকে অগ্রসর হতে হবে।(প্রথম বিতর্কে) “অনেক” যাদেরকে বলা হয়েছে তাদের নিকট, (প্রথম সাজিয়ে লেখা বিতর্কে) এবং অবশেষে তাদের নিকট “ধল্প সংখ্যক যাদেরকে পছন্দ করা হয়েছে” (দ্বিতীয় সাজিয়ে লেখা বিতর্কে) এখানে বিশ্বজনীন নাজাতের জন্য সমর্থন কোথায়?

২. মসীহের মৃত্যু কেবল মনোনীতদের জন্য এই শিক্ষার বিরুদ্ধে আর একটি বিতর্ক ব্যবহার করা হয়, তা হল এই মতবাদ বিশ্বাসীদের অন্তর ভয় ও সন্দেহে পরিপূর্ণ করে। যদি মসীহ সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণকরে না থাকেন তাহলে তারা কিভাবে নিশ্চিত হতে পারে যে মসীহ তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন?

আমরা উত্তর দেই যেকোন পাপী মসীহের নিকট আসতে তার বিশ্বাস করার প্রয়োজন নেই যে মসীহ নির্দিষ্টভাবে তার জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। ইহা যথেষ্ট যদি সে জানে:

ক. মসীহের মৃত্যু দ্বারা সকল বিশ্বাসীদের নাজাত নিশ্চিত।

খ. যে কেহ খোদার আহবান মান্য করে সে অবশ্যই গ্রহন যোগ্য হবে।

গ. বিনামূল্যে করুণা দুঃখী, ভারাক্রান্ত হৃদয় তাদের জন্য প্রাপ্তি যোগ্য এবং

ঘ. মসীহের মৃত্যু যথেষ্ট তাদের সবার জন্য যারা তাঁর নিকট আসে। এই সমস্ত কিছু নিশ্চিত করা হয়েছে মসীহের মৃত্যু দ্বারা,

আর কি দরকার ? কিভাবে এমন একটি মতবাদ সন্দেহের কারণ হতে পারে ? অন্য দিকে মসীহ যদি সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করে থাকেন, এবং তথাপি অনেকে অনন্তকালের জন্য বিনষ্ট হয়, তাহলে সেখানে সন্দেহের কারণ থাকতে পারে। মসীহ যাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন তাদের কেউ যদি শাস্তি ভোগ করে, তাহলে ঐখানে কোন নিশ্চয়তা নেই যে সবাই করতে পারে না।

৩. কিন্তু কেউ কেউ বলে, অবশ্যই খোদার করুণা এত বেশি মহিমাময় করা হয়েছে যে যদি আমরা বলি যে খোদা তাঁর পুত্রকে সমস্ত মানুষের নাজাতের জন্য মরতে পাঠিয়েছেন, যদি তারা ইচ্ছা করে তাহলে অবশ্যই তা পাবে। আমরা উত্তর দেই, ইহা খোদার কেমন করুনা যে ইহাকে বিশ্বজনীন করতে হবে? ইহা মনোনয়নের করুণা হতে পারে না কারণ খোদা সবাইকে পছন্দ করেন নাই। (রোম.৯:১১-১৫) ইহা ফলপ্রসূ আহ্বানের করুনা হতে পারে না কারণ শুধুমাত্র তাদের আহ্বান করেন যাদের তিনি পছন্দ করেছেন। (রোম.৮:৩০)

ইহা পবিত্র করার করুণা হতে পারে না-কারণ একমাত্র মন্ডলীকে পবিত্র করা হয়েছে। (ইফি, ৫ঃ২৫-২৭) ইহা নির্দোষ করার করুণা হতে পারে না- কারণ বিশ্বাসী ছাড়া আর কাউকে নির্দোষ করা হয়নি। (রোম. ৩ঃ২২) ইহা মুক্ত করার করুণা হতে পারে না। (প্রকা.৫ঃ৯) তাহলে আর কোন করুণা আছে যা বিশ্বজনীন হতে পারে? যদি ইহা সত্য হয়ে থাকে যে খোদা চান সব মানুষ

নাজাত পাক, তারা বিশ্বাস করবে এই শর্তে , তিনি কি একটি শর্ত স্থাপন করে দেননি যা তারা পূর্ণ করতে পারবে না? (যেমন আপনি একজন অন্ধ লোককে ৮০০০ টাকা দেয়ার প্রস্তাব করলেন যদি সে চোখ খুলে তা দেখতে পায় ।ইহা কিভাবে খোদার কৃপাকে আরো মহান করতে পারে? ইহা কি বরং তাকে ভন্ড বানায় না? যদি আপনি মুক্তির করুণাকে সমস্ত মানুষের মধ্যে বিস্ত ৃত করতে চান,

আপনি ইহা ধ্বংস প্রাপ্তদের মধ্যেও বিস্তৃত করেন। অতএব, যে করুণা বিশ্বজনীন তা পায়ই অফলপ্রসূ। আপনি কি আসলেই ইহাকে অতিরঞ্জিত করেছেন না ?

৪ ।সুতরাং আরো অনেকে বলে যদি মসীহের মৃত্যুর উপকারিতা সবার জন্য প্রস্তাব করা হয় তাহলে ইহাকে আরো মহান করা হয়। আমরা উত্তর দেই, কতজনের প্রতি মসীহের মৃত্যুর উপকারিতা প্রয়োগ করা হয় তা সংখ্যা দ্বারা পরিমাপ করা হয় না ।কিন্তু খোদা যা স্থির করেছিলেন তা অর্জিত হয়েছে কিনা তা দ্বারা। যতক্ষণ পর্যন্ত ইহা দ্বারা খোদা যা স্থির করেছিলেন তা অর্জিত হয়, এর চেয়ে বড় উপকারিতা ইহার থাকতে পারে না। যারা উপকারিতা পায় তাদের সংখ্যা বেশি বা কম যা-ই হোক না কেন।

৫। অনেকে বলে যদি মসীহ সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করে থাকেন, তাহলে সমস্ত মানুষের জন্য আরো অনেক বড় ক্ষেত্র থাকে তাঁর মৃত্যু থেকে সান্ত্বনা পাবার। এর উত্তর আমরা দেই,

সান্ত্বনা শুধুমাত্র বিশ্বাসীদের জন্য (ইব্রা.৬ঃ১৭-১৮), অবিশ্বাসীরা খোদার ক্রোধে পতিত। (ইহো.৩ঃ৩৬) বিশ্বাসীরা কোন সান্ত্বনা পেতে পারে না মসীহের মৃত্যুকে বিস্তৃত করার মাধ্যমে,যারা খোদার ক্রোধে পতিত তাদেরকে অন্তর্ভূক্ত করে। কোন পরীক্ষা এবং প্রলোভনের সময় কোন লোক নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করুক এই বিতর্ক দ্বারা ঃ'মসীহ সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন।'

আমি একজন মানুষ,এই জন্য মসীহ আমার জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। তার নিজের মন কি তাকে বলবে না ইহা একটি ভ্রান্ত যুক্তি? এখানে কি লক্ষ লক্ষ মানব সন্তান নেই যাদের নিকট খোদা নিজেকে প্রকাশ করেন না? এখানে ইহাতে কোন সান্ত্বনা আছে? বিশ্বাসীদের জন্য বড় সান্ত্বনার উৎস হল এই সত্য যে মসীহ , এখন তাদের জন্য সাফায়েত করেন যাদের জন্য তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন।

ইহা আমরা পূর্বে প্রদর্শন করেছি (প্রথম অংশ সপ্তম অধ্যায়ে)। যদি মসীহের মৃত্যু সবার জন্য হয়ে থাকে, পরিস্কারভাবে তাঁর সাফায়েত সমস্ত মানুষের জন্য নয়। (ইহো.১৭ঃ৯) এখন যদি মসীহের মৃত্যু তাঁর সাফায়েত থেকে পৃথক করা হয় , তাহলে ইহা কোন সান্ত্বনা বোধ! আমরা আমাদের সান্ত্বনা বৃদ্ধি করতে পারি নাই তাঁর মৃত্যুর প্রায়শ্চিওকে তাঁর সাফায়েত থেকে বড় করার মাধ্যমে। যদি মনোনীতদের বিশ্বাস এবং পবিত্রতা মসীহের মৃত্যু দ্বারা তাদের জন্য অর্জিত না হয়ে থাকে তাহলে এগুলো শুধুমাত্র তাদের নিজেদের মধ্য থেকে আসতে পারে।

আপনি কি এই বৃহদাকার সান্ত্বনা প্রস্তাব করে থাকেন, আমাদেরকে খোদার বিনামূল্যে করুণা থেকে দূর করে, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছার নিকট পাঠাতে? আপনি সেই আত্মাকে কোথায় পাঠাবেন যা বিশ্বাস ও পবিত্রতা আকাংখা করে? আপনি কি ইহাকে খোদার নিকট পাঠাবেন না।

যিনি সমস্ত কিছু বিনামূল্যে দান করেন । যা মসীহ অর্জন করেছেন আমাদের জন্য ।

কিন্তু ইহা বলা হয় যে কেহই নিশ্চিত হতে পারে না যে মসীহ তাঁর জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, যতক্ষণ পর্যন্ত না মসীহ সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। আমাদের উত্তর ইহা অবশ্যই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যেহেতু অনেক বিশ্বাসী নিশ্চিত যে মসীহ তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, যদিও তারা বিশ্বাস করে না যে মসীহ সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন।

নিশ্চয়তার ভিত্তি হলো এই সত্য যে মসীহ সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন। তারা বিশ্বাস করে এই জন্য তিনি তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেন নাই, কিন্তু তিনি তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন এই জন্য তারা বিশ্বাস করে। তিনি মনোনীতদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন, যারা তাঁর মৃত্যুর উপকারিতা দ্বারা বিশ্বাসী হয়। তারা জানে, তাদের মধ্যে পবিত্র আত্মার কাজের মাধ্যমে, তারা একনিষ্ঠভাবে মসীহের নিকট এসেছে কৃপার জন্য ।

তারা জানে যে কিতাব ঘোষনা করে মসীহের মৃত্যু প্রত্যেকের জন্য যথেষ্ট যারা এইভাবে তাঁর নিকট আসে। এবং যেহেতু তারা

নিজেদেরকে বিশ্বাসী হিসাবে পায়, তারা জানতে পারে যে মসীহ তাদের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন।

এখন পাঠক নিজের জন্য বিচার করুন, ইহাকি মিথ্যা বিতর্কের চেয়ে নিশ্চয়তার জন্য ভাল ভিত্তি নয়। মসীহ সমস্ত মানুষের জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন (ধ্বংস প্রাপ্তরা সহ)। আমি একজন মানুষ , এই জন্য তিনি আমার জন্য মৃত্যু বরণ করেছেন? শেষ বিতর্কের জন্য, পাঠক রোম.৮ঃ৩২-৩৪ অধ্যায়ন করুন।

আমার কোন সন্দেহ নেই যে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, যেকোন আত্মীক সান্ত্বনা অর্জিত হয়েছে শুধুমাত্র মসীহের রক্তে যা অনেক আগে ঝরে ছিল এবং তাঁর সাফায়েত এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন, উভয়ই খোদার মনোনীতদের জন্য, গৌরবের অমর মুকুট অর্জনের জন্য যা কখনও ম্লান হয়ে যাবে না।

আমেন।।